বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১৬ ॥ ০১ মে ২০২৫ ॥ ১৮ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নিয়ে আরও সময় চাওয়া হবে: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) নিয়ে আলোচনায় আরও সময় চাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, 'ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা (নেগোশিয়েশন) চালিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আরও সময় চাইবো।

ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিতেও লজ্জা হয় : বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমান শাসনামলে ন্যায়বিচারের অভাবের কারণে রাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি খাতে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন। তিনি বলেন, "জাতীয় সংসদের অনেক ব্যবসায়ী সদস্য দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, তাই এখন নিজেকে ব্যবসায়ী বলতে লজ্জা লাগে।

পাকিস্তান আগ বাড়িয়ে ভারতে হামলা করবে না: পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন পাকিস্তান আগ বাড়িয়ে ভারতে হামলা চালাবে না, তবে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। ভারতের সাথে সাম্প্রতিক উত্তেজনা এবং পাহলগাম হামলার আলোকে নয়াদিল্লির অভিযোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ইসলামাবাদের কূটনৈতিক পদক্ষেপের বিষয়ে সংসদে দেয়া বক্তব্যে মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) তিনি এ কথা বলেন।

আজ মহান মে দিবস

স্টাফ রিপোর্টার : মহান মে দিবস আজ ০১ মে, বৃহস্পতিবার। মহান মে দিবস ২০২৫ এর এবারের প্রতিপাদ্য-'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়বো এ দেশ নতুন করে'। ১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমের মূল্য এবং দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে শ্রমিকেরা যে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাদের সে আত্মত্যাগের সম্মানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে দিবসটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে সকল গণমাধ্যম বিভিন্ন লেখা প্রকাশ ও অনুষ্ঠান প্রচার করবে। মহান মে দিবসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে জাতীয় ছুটির দিন। আরো অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়। দিবসটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিশ্বজুড়ে শ্রমিক শ্রেণির মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে এই দিবসের তাৎপর্য ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর ফলে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় নেমে আসে আট ঘণ্টায়। সারা বিশ্বের শ্রমিকরা তাদের শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা পেতে শুরু করেন। নিজেদের অধিকার আদায়ে সফল হয়েছেন। বিশ্বের ইতিহাসে সংযোজিত হয় সামাজিক পরিবর্তনের নতুন অধ্যায়। মে দিবসের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়, তার ফলে ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে সামাজিক শ্রেণি-

বৈষম্য। তবে শ্রেণি-বৈষম্য এখনও পুরোপুরি দূর না হলেও মে দিবসের সেই আত্মত্যাগ নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে অনেকটাই মুক্ত করেছে। এদিকে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শ্রম অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ণে শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করে। গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিআইএলএস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১০ সদস্যের একটি শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন শ্রম বিষয়ে অংশীজন ও বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতবিনিময় করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে শ্রম সংস্কার কমিশন ২১ এপ্রিল তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে এ প্রতিবেদন হস্তান্তর করে তারা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম শাখার এক স্মারকে শ্রমিককে চাকুরিচ্যুতি, ছাঁটাই এবং মহান মে দিবসে কারখানা বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে- গত ৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (আরএমজি বিষয়ক টিসিসি) এর ২০তম সভার বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়। সিদ্ধান্তসমূহ হচ্ছে- 'যৌক্তিক কারণ এবং শ্রম আইনের প্রতিপালন ব্যতীত শ্রমিক চাকুরিচ্যুত/ছাঁটাই করা যাবে না। এক্ষেত্রে শ্রমিক ২-এর পাতায় দেখুন

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত আধুনিক বিমান বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তিনি গতকাল বুধবার রাজধানীর বীর উত্তম এ কে খন্দকার ঘাঁটিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অনুশীলন পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন। দেশপ্রেম ও পেশাদারিত্ব আগামী দিনের নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার মূল ভিত্তি উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বিমান বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, 'বিমান বাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি যুগোপযোগী ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন এবং পেশাগত ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি অব্যাহত মনোযোগ বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আমরা একটা নিরাপদ, উন্নত ও শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ।'তিনি বলেন, বিমান বাহিনীতে ভবিষ্যতে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টার পরিবহন বিমান, রাডার সংযোজনের জন্য সরকার বিমান বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রফেসর ইউনূস বলেন, বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে তালমিলিয়ে চলার জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ নিয়মিতভাবে বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও অনুশীলনে ২-এর পাতায় দেখুন

আদানির বিদ্যুৎ
সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকির অনুসন্ধানে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের চুক্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) শুল্ক ও কর অব্যাহতির মাধ্যমে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকির অভিযোগ আমলে নিয়ে অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক। এতে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে তাদের সবার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। আক্তার হোসেন বলেন, সাবেক মুখ্যসচিব আহমদ কায়কাউস (চুক্তির সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সচিব ছিলেন) এনবিআরকে পাস কাটিয়ে আদানি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি করে সরকারের সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য সংগ্রহ করছেন। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ হলে বিস্তারিত বলা জানা যাবে বলে উল্লেখ করেন দুদকের মহাপরিচালক।

কাশ্মীর ইস্যুতে উত্তেজনা
ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সম্প্রতি ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় ২৫ জন পর্যটক ও এক স্থানীয় ঘোড়াচালক নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কূটনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করছে যুক্তরাষ্ট্র। পরিস্থিতি শান্ত করতে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলবেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, আমরা উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি এবং স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি, যেন কেউ পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে না করে। ভারতের পক্ষ থেকে এই উত্তেজনার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করা হলেও কোনো ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। অপরদিকে, পাকিস্তান এ অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান ২-এর পাতায় দেখুন

এবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে মহান মে দিবস পালিত হবে: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : ফ্যাসিস্ট ও খুনি হাসিনার পতনের পর এবার ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মহান মে দিবস পালিত হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। বুধবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-শ্রমিক-জনতা অভ্যুত্থানে অগনিত শ্রমিকের আত্মদান ফ্যাসিস্টের পতনকে ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের ৭১জন নেতাকর্মী, ৩০জন রিকশাশ্রমিক ও অসংখ্য নাম না জানা শ্রমিক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, শ্রমিক শ্রেণির এই আত্মত্যাগ কেউ কেউ স্বীকার করতে কার্পণ্য করে। একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তণ, ভোটাধিকার প্রয়োগ, শোষণ ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা শ্রমিকের আজন্ম স্বপ্ন। দেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে জানিয়ে বিএনপির এই সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, শ্রমজীবী মানুষের আয় দিন দিন কমে যাচ্ছে। গ্যাস-বিদ্যুতের অভাবে কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। এখনও প্রতিদিন শ্রমিক ছাঁটাই চলছে, বেকার হচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক। শ্রমিকের জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নেই। তিনি বলেন, পতিত হাসিনা সরকারের লুটপাট ও দুর্নীতির কারণে সরকারি পাট ও চিনিকলগুলো বন্ধ করে হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসানো হয়েছে। তারা স্ত্রী সন্তানসহ অর্ধহারে, অনাহানে দিনাতিপাত করছে। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না। বিএনপির এই নেতা বলেন, প্রচলিত নিয়মে পাঁচ বছর পর পর ন্যূনতম মজুরি ও জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা হয়ে থাকলেও বিগত ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের সময় গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে ন্যূনতম মজুরি ও জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করা হয়নি। অথচ চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবি মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। রিজভী বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

নড়াইলে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যায় চাচাতো ভাইয়ের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নড়াইলে সাড়ে ৪ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ শেষে শ্বাসরোধে হত্যা মামলায় হৃদয় বৈরাগী (২৩) নামে শিশুটির চাচাতো ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত হৃদয় নড়াইল সদর উপজেলার কলোড়া ইউনিয়নের বীড়গ্রামের দিলীপ বৈরাগীর ছেলে। গতকাল বুধবার দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ শারমিন নিগার এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় দণ্ডপ্রাপ্ত হৃদয় বৈরাগী আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। নড়াইল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট এস এম আব্দুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর দুপুরে ২-এর পাতায় দেখুন

কোথায় রাখা আছে পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের। সাম্প্রতিক সময়ের এই উত্তেজনায় উভয় দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনাও জোরদার করেছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, পাকিস্তানে হয়ত ভারত হামলা চালাতে পারে। তবে ভারত যদি হামলা চালায় তাহলে প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে পাল্টা হামলা চালানো হবে। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এমন হুমকির পর থেকেই পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। পাকিস্তান অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে তাহলে কী হবে এ নিয়েও চলছে নানা আলাপ-আলোচনা। এ ছাড়া দেশটির পারমাণবিক অস্ত্র কোথায় রাখা আছে এ যেন এখন আলোনার ২-এর পাতায় দেখুন

ভারত ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে হামলা চালাতে পারে: পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে হামলা চালাতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার। এ বিষয়ে বুধবার (৩০ এপ্রিল) সকালে তিনি বলেন, বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা প্রতিবেদনে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, ভারত আগামী ২৪ থেকে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। গত সপ্তাহে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে হামলার পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার মধ্যেই এমন তথ্য সামনে এলো। গত ২২ এপ্রিল পহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়। ওই হামলার জন্য নয়াদিল্লি শুরু থেকেই ইসলামাবাদকে দোষারোপ করে আসছে, যদিও এ বিষয়ে তারা কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। পহেলগামে হামলার পর ২-এর পাতায় দেখুন

বিএসইসির ২১ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : চেয়ারম্যানসহ তিন কমিশনারকে বোর্ডরুমে আটকে রেখে লাঞ্ছনার অভিযোগে ২১ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। গত মঙ্গলবার বিএসইসির কমিশন সভা থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। সাময়িক বরখাস্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন- বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম (৫৪), পরিচালক আবু রায়হান মো. মোহতাছিন বিল্লা (৫১), অতিরিক্ত পরিচালক নজরুল ইসলাম (৫০), যুগ্মপরিচালক রাশেদুল ইসলাম (৪৮), উপপরিচালক বনী ইয়ামিন (৪৫), উপপরিচালক আল ইসলাম (৩৮), উপপরিচালক শহিদুল ইসলাম (৪২), উপপরিচালক তৌহিদুল ইসলাম (৩২), সহকারী পরিচালক জনি হোসেন (৩১), সহকারী পরিচালক রায়হান কবীর ২-এর পাতায় দেখুন

বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের শ্রম অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতের দাবিতে কর্মজীবী নারীর সমাবেশ করে।

অর্থনীতিতে নীরব বিপ্লব
১০ লাখ ফ্রিল্যান্সারের আয় ১২ হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : নিজের আগ্রহে ২০২১ সালে ফ্রিল্যান্সিংয়ে যুক্ত হন রনি। দিনে দিনে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে দক্ষ হয়ে ওঠা রনি এখন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করেন। এখন প্রতি মাসে তার আয় গড়ে প্রায় ৫০০ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬০ হাজার টাকা। এই আয় দিয়ে তিনি পরিবারসহ নিজের খরচ চালান। রনির মতো হাজারো তরুণ ঘরে বসে অনলাইনে কাজ করে হাজার কোটি টাকা দেশে আনছেন। বাড়ি-গাড়ি কিনে নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন, অন্যদেরও কর্মসংস্থান তৈরি করছেন। গত এক দশকে বেকারত্বের অভিশাপ ঘুচিয়ে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছেন তরুণ-তরুণীরা। এভাবেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থনীতিতে ঘটছে এক ২-এর পাতায় দেখুন

বাধ্য হলে নারী সংস্কার কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব: জামায়াত আমির

স্টাফ রিপোর্টার : নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনকে "ইসলাম ও জাতির ঐতিহ্যবিরোধী" আখ্যা দিয়ে সেটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বুধবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি বলেন, "এই কমিশন আল্লাহর বিধান, ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুন ও জনমানুষের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তাই আমরা এই কমিশন এবং এর প্রতিবেদন গ্রহণ করি না।" ডা. শফিকুর রহমান আরও বলেন, "কমিশনের সদস্যরা যেসব সুপারিশ দিয়েছেন, তা সমাজকে অশান্ত ও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। যদি নারীদের অধিকার রক্ষার প্রয়োজন থাকে, তবে সেটা দেশের ধর্মবিশ্বাসী সংখ্যাগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে নয়। কমিশনে এমন একজন নারীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যিনি ইসলামি চিন্তাধারায় বিশ্বাসীড় একটি চক্রান্তের অংশ। অতীতেও এ ধরনের উদ্যোগ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, এবারও তাই হবে। যারা ধর্মহীন রাষ্ট্র গড়তে চায়, তারা শেষ পর্যন্ত সফল হবে না।" খেলাফত মজলিসের মাওলানা মামুনুল হক বলেন, "কমিশনের প্রস্তাবনার সারকথা হলোড়ধর্ম নারীর বৈষম্যের উৎস। এটি ভয়ঙ্কর ও চরমভাবে বিভ্রান্তিকর। এ প্রস্তাবনার পেছনে এটি পক্ষপাতদুষ্টতার প্রমাণ।" তিনি সতর্ক করে বলেন, "আমরা আন্দোলনে যেতে চাই না, কিন্তু বাধ্য করা হলে রাস্তায় নামতে পিছপা হব না। এই কমিশন জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়, কিন্তু সেটা সফল হবে না। এই রিপোর্ট জনগণের বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেড়তাই এটা টিকবে না, ভেসে যাবে।" সেমিনারে ইসলামী আন্দোলনের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, "এই কমিশন মূলত ধর্মবিদ্বেষী ২-এর পাতায় দেখুন

ফরেনসিক রিপোর্ট ট্রাইব্যুনালে
২২৭ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গেছি' বক্তব্যটি শেখ হাসিনার

স্টাফ রিপোর্টার : '২২৭টি মামলা হয়েছে ২২৭ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গেছি।' অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এমন বক্তব্যটি ভারতে পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ ২-এর পাতায় দেখুন

ছুটির নোটিশ

মহান মে দিবস উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (১লা মে) **দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ-এর** সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। আগামীকাল শুক্রবার (২ মে) পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। আগামী শনিবার (৩ মে) থেকে যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে। **সম্পাদক**

পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান দেখে পালাল ভারতের ৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জম্মু ও কাশ্মিরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা কার্যত চরমে পৌঁছেছে এবং এই উত্তেজনা সামরিক সংঘাতে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে। এমনকি আগামী ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ভারত পাকিস্তানে হামলা করতে পারে বলে গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে জানিয়েছে দেশটি। এমন অবস্থায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে কাশ্মিরের আকাশে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কাশ্মির অঞ্চলে টহল দেওয়ার সময় পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান দেখে পালিয়ে গেছে। বুধবার (৩০ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা যখন চরমে, তখন বুধবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম পিটিভি নিউজ দাবি করেছেড়ভারতীয় যুদ্ধবিমান রাফাল কাশ্মির অঞ্চলে টহল দিতে গিয়ে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর (পিএএফ) প্রতিক্রিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। পিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতীয় বিমানবাহিনীর চারটি রাফাল যুদ্ধবিমান কাশ্মিরের ওপর দিয়ে উড়ছিল, যদিও ওই বিমানগুলো নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) অতিক্রম করেনি। পাকিস্তানি নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়, "পাকিস্তান বিমানবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে ভারতীয় ২-এর পাতায় দেখুন

ফের রিমান্ডে সালমান, মামুন ও আনিসুল

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা ও সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের যাত্রাবাড়ী ও ভাটারা থানার পৃথক দুই হত্যা মামলায় ৩ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (৩০ এপ্রিল) রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আতিকুর রহমান এ রিমান্ড মঞ্জুর করে আদেশ দেন। এরমধ্যে যাত্রাবাড়ী থানার রাসেল হত্যা মামলায় পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের তিনদিন, ভাটারা থানার মনির হত্যা ২-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগের বিচার ও মৌলিক সংস্কারে একমত এনসিপি ও গণসংহতি আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার : গত ১৫ বছরে সংঘটিত গুম, খুন, নির্যাতন এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডসহ নানা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় দায়ীদের বিচারের দাবি এবং মৌলিক রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে ঐক্যমতে পৌঁছেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও গণসংহতি আন্দোলন। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপি কার্যালয়ে দুই দলের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত ২-এর পাতায় দেখুন

প্যারোলে মুক্তি চেয়ে ডা. দীপু মনির আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই আগস্ট গণহত্যার অভিযোগে আটক সাবেক মন্ত্রী ডা. দীপু মনির প্যারোলে মুক্তি চেয়ে আবেদন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। বুধবার (৩০) এ বিষয়ে শুনানির জন্য আদালতে উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল সূত্র। দীপু মনির স্বামী হাসপাতালে, চিকিৎসাধীন স্বামীর সেবার জন্য তাকে পাশে থাকা প্রয়োজন। গত ১ আগস্ট সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওইদিন সন্ধ্যায় রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। রাত ৮টার দিকে ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ০১ মে ২০২৫ ॥ ১৮ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

চাপ সামাল দিতে আকাশপথে কার্গো পরিবহন সক্ষমতা বাড়াচ্ছে বেবিচক

স্টাফ রিপোর্টার : চাপ সামাল দিতে আকাশপথে কার্গো পরিবহন সক্ষমতা বাড়াচ্ছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। ওই লক্ষ্যে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রামের হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়েও কার্গো পরিবহনের নেয়া হচ্ছে। মূলত ভারতে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করায় বেড়েছে ঢাকা থেকে আকাশপথে পণ্য পরিবহনের চাপ। আর ক্রমবর্ধমান ওই চাপ মোকাবেলা করতেই বেবিচক কার্গো পরিবহন সক্ষমতা বাড়াতে যাচ্ছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের (আইকাও) একটি প্রতিনিধি দল সমপ্রতি সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দুটি পরিদর্শন করে ক্যাটাগরি ১-এ উন্নীত হওয়ার ঘোষণা দেয়। ফলে ওই দুটি বিমানবন্দর দিয়ে কার্গো ফ্লাইট চালু হলে রফতানিকারকদের ভোগান্তি কমবে এবং বাড়তি অর্থ খরচের হাত থেকেও রক্ষা পাবে। পাশাপাশি পণ্য দ্রুত আমদানিকারক দেশে পৌঁছানো যাবে। বর্তমানে ভারতে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করায় ঢাকা থেকে আকাশপথে পণ্য পরিবহনের চাপ বেড়েছে। আর ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবেলায় বাংলাদেশ থেকে কার্গো পরিবহন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই ঢাকার বাইরে থেকে কার্গো পরিবহনের উদ্যোগ। সূত্র জানায়, ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়েই বর্তমানে দেশের সিংহভাগ কার্গো পরিবহন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঢাকা থেকে ৩৫টি এয়ারলাইনস ফ্লাইট পরিচালনা করে। যার প্রায় সবাই বেলি কার্গো (লাগেজ রাখার জায়গায় পণ্য পরিবহন) সুবিধা দেয়। তার বাইরে এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ, সাউদিয়া ও ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারলাইনস আলাদা করে কার্গো পরিবহন করে।

এ ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে বছরে গড়ে ২ লাখ ১০ হাজার টন পণ্য রফতানি হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে আকাশপথে পণ্য পরিবহনের সক্ষমতা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করার চেষ্টা চলছে। এদিকে সম্প্রতি বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া সিলেট থেকে কার্গো ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি বিষয়ে জানতে সিলেট বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন। তিনি টার্মিনালের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন। ওই সময় তিনি বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালুর আগেই বিদ্যমান অবকাঠামোতে শিগগিরই দুই-তিন গুণ বেশি কার্গো পরিচালনা করা হবে। অন্যদিকে এ বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কার্গো পরিচালক শাকিল মিরাজ জানান, কার্গো পরিবহন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত নেয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। বেবিচকের সক্ষমতা এবং ব্যবসায়ীদের খরচের বিষয়টা মাথায় রেখেই কাজ করা হচ্ছে। সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ঢাকার পাশাপাশি শিগগির সিলেট বিমানবন্দর থেকে কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা শুরু হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকেও কার্গো ৭-এর পাতায় দেখুন

আমানউল্লাহ আমানের ১৩ ও তার স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপনের অভিযোগের মামলায় বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমানের ১৩ বছর কারাদণ্ডের সাজা বাতিল করে তাকে খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে তার স্ত্রীকেও খালাস দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই রায় দেন। আদালতে আমানের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন। এর আগে ২০০৭ সালের ৬ মার্চ সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে রাজধানীর কাফরুল থানায় আমান দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। ওই বছরের ২১ জুন আমান উল্লাহ আমানকে ১৩ বছর এবং তার স্ত্রী সাবেরাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন বিশেষ জজ আদালত। এরপর ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন তারা। ২০১০ সালের ১৬ আগস্ট হাইকোর্ট তাদের খালাস দেন। পরে হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করে দুদক। আপিল বিভাগ ২০১৪ সালের ২৬ মে হাইকোর্টের রায় বাতিল করে আপিলটি পুনঃশুনানির নির্দেশ দেন। ২০২৩ সালের ৩০ মে হাইকোর্টের একই বেঞ্চ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আমানের ১৩ বছর ও তার স্ত্রী সাবেরা আমানের ৩ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখে আদেশ দেন। এরপর ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দুর্নীতির মামলায় সাজার বিরুদ্ধে খালাস চেয়ে স্বস্তিকার আপিল দায়ের করেন বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমান।

নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বুধবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' উপলক্ষ্যে প্রেস ব্রিফিং করেন। -পিআইডি

শ্রম আইনে অনেক পরিবর্তন আসছে: উপদেষ্টা সাখাওয়াত

স্টাফ রিপোর্টার : শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, সরকারের প্রচেষ্টা হচ্ছে মানবাধিকার এবং শ্রমিক অধিকার সমুন্নত রাখা। বুধবার (৩০ এপ্রিল) সচিবালয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'মহান মে দিবস' এবং 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস ২০২৫' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে উপদেষ্টা এ কথা জানান। তিনি বলেন, এবার মহান মে দিবস বড় পরিসরে করা হচ্ছে। শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা, বিরোধটা আমরা কমাতে চাচ্ছি। আমাদের অনেক ভালো ভালো মালিক আছেন, সবাই একরকম নন। কিছু জায়গায় তাদের উদ্দেশ্যে মনে হয় যে একটা কিছু করে টাকা-পয়সা নেওয়া, টাকা-পয়সার মালিক হওয়া। আপনারা জানেন যে সংস্কার কমিশন কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছে, আমরা এগুলো দেখবো। আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে কীভাবে শ্রমিকদের মান উন্নয়ন করা যায়। প্রতিদিনই যে সমস্যার মুখোমুখি হই, সেগুলো সমাধান করতে করতে সময় চলে যায়। আমি বলবো মে দিবস করার উদ্দেশ্যটাই হলো, আমাদের সচিব বলেছেন, এটা শ্রমিকদের জন্য ঈদ। সরকারের প্রচেষ্টা হচ্ছে যেন মানবাধিকার এবং শ্রমিক অধিকার সমুন্নত থাকে। আমি নিজেও আইএলও-তে গিয়ে এই কথাগুলো বলেছি। এজন্য শ্রমিকের সহযোগিতা দরকার, মালিকের সহযোগিতা দরকার ড় এটা শুধু শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়। সব মন্ত্রণালয় মিলে যেন একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি, এজন্য একটি টিম করা উচিত। আমরা কর্মসংস্থান উইং তৈরির চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, আপনারা জানেন বাংলাদেশ আমেরিকান টোব্যাকো নিয়ে আমি কথা বলেছি। আশা করি তারাও আইনের আওতায় আসবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি একটা স্লোগান ছিল, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এবং একটি হাতুড়ির প্রতীক ছিল। আমার মনে হতো দুনিয়ার মধ্যে রেখে হাতুড়ি দিয়ে পেটাপেটি করবে। আমরা 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বলবো না, বলবো 'দুনিয়ার মজদুর-মালিক এক হও।' এবার আমাদের স্লোগান হচ্ছে, শ্রমিক-মালিক এক হয়ে গড়বো এ দেশ নতুন করে।

ডিএনসিসিতে দুদকের অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গাবতলীর পশুর হাটে ইজারা না দিয়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতিসাধনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দুদকের এই অভিযান চালানো হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ১২টার দিকে দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে একটি এনফোর্সমেন্ট টিমকে গুলশানে নগর ভবনে যেতে দেখা যায়। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গাবতলীর পশুর হাট নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রক্রিয়াগত ভুল দেখিয়ে ইজারা বাতিল করে ডিএনসিসি। পরে নিজেরা হাটের খাজনা আদায়সহ সব দায়িত্ব নিজেরা পালনের সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রশাসক মো. ইজাজ। অভিযোগ রয়েছে, ২২ কোটি ২৫ লাখ টাকার কার্যাদেশ পাওয়া ইজারাদার 'আরাত মটর'-এর টেন্ডার বাতিল করা হয়। ডিএনসিসি নিজেরা হাট পরিচালনা করার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তৃতীয় ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারি চাকরিজীবীদের টাইম স্কেল-সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তরাও পাবেন উচ্চতর গ্রেড: আপিল বিভাগ

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তরাও উচ্চতর গ্রেড পাবেন বলে রায় দিয়েছেন আপিল বিভাগ। বুধবার (৩০ এপ্রিল) সকালে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ রায় দেন। এর ফলে প্রায় ১৫ লাখ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই সুবিধা পাবেন। রিটকারীদের আইনজীবী ব্যারিস্টার ইব্রাহিম খলিল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকারি চাকরিজীবীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দেয়া আদেশ অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন হাইকোর্ট। সংক্ষুব্ধ চাকরিজীবীদের এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ রায় দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। পরিপত্রে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এক পরিপত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, একই পদে কর্মরত কোনো সরকারি কর্মচারী দুই বা তার চেয়ে বেশি টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড পেয়ে থাকলে নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী তিনি উচ্চতর গ্রেড পাবেন না। তবে ইতোমধ্যে একটিমাত্র টাইম স্কেল অথবা সিলেকশন গ্রেড পেলে নতুন স্কেলে শুধু একটি উচ্চতর গ্রেড পাবেন। পরিপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়, সরকারি কর্মচারীদের প্রদত্ত এসব আর্থিক সুবিধা কোনোক্রমেই ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বরের আগে দেওয়া হবে না। পরবর্তীতে পরিপত্রের এ আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন সংক্ষুব্ধ সরকারি চাকরিজীবীরা। মূল পে-স্কেলে উল্লেখ আছে, সরকারি চাকরিতে নিচের স্তরের কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত। এসব পদোন্নতিবঞ্চিতদের আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার বহুল আলোচিত টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের পুরোনো প্রথা বাতিল করে। একইসঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চতর গ্রেড প্রথা প্রবর্তন করে। নতুন স্কেল অনুযায়ী, কোনো কর্মচারী একই পদে ১০ বছর চাকরি করার পর পদোন্নতি না পেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুটি উচ্চতর গ্রেড পাবেন। এরমধ্যে একটি পাবেন চাকরির ১০ ৭-এর পাতায় দেখুন

রমনা বটমূলে বোমা হামলা হাইকোর্টের রায় ৮ মে

স্টাফ রিপোর্টার : ২০০১ সালে রাজধানীর রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলার ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও জেল আপিলের ওপর আগামী ৮ মে রায় ঘোষণা করবেন বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি নাসরিন আক্তারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ। গতকাল বুধবার মামলার অন্যতম আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলার ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও জেল আপিলের ওপর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আসামিপক্ষ ও রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষে হাইকোর্ট রায় ঘোষণার জন্য মামলাটি অপেক্ষমাণ রেখেছিলেন (সিএভি)। আদালতে আসামিপক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও সরওয়ার আহমেদ এবং আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক বিতর্ক নেই সরকারকে এমন সংস্কার সুপারিশ করছে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারকে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং আর্থিক সংশ্লেষ নেই এমন নির্বাচনী সংস্কার সুপারিশ করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ চাইলে সংস্থাটি এমন সিদ্ধান্ত নেয় বলে জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। বুধবার (৩০ এপ্রিল) নির্বাচন ভবনে তিনি আরও বলেন, আশু বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার সুপারিশ চূড়ান্ত করেছি। এটা এখন পাঠিয়ে দেবো। এখানে তিন ধরনের ক্যাটাগরি ছিল। যেটা আশু বাস্তবায়নযোগ্য কিন্তু রাজনৈতিক কোনো বিতর্ক নাই, সেগুলো আমরা অনুমোদন দিয়ে দিয়েছি। যেগুলো ঐক্যমত্যের বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করিনি। আবার যেগুলো আগে দিয়েছি সেগুলো বলেছি।

তিনি বলেন, কিছু আছে নির্বাচন কমিশন নিজেই বাস্তবায়ন করবে। বিধি সংশ্লিষ্ট যেগুলো, সেগুলো ইসি করতে পারবে। রাজনৈতিক দলগুলো যে বিষয়গুলোতে একমত হবে সেগুলো নিয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

ঝটিকা মিছিলবিরোধী অভিযানে আ. লীগের সাবেক এমপিসহ গ্রেপ্তার ১৩

স্টাফ রিপোর্টার : ঝটিকা মিছিলবিরোধী অভিযানে সাভারের আশুলিয়া ও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপিসহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা মহাগর পুলিশের (ডিএমপির) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, রাজধানীতে মিছিলবিরোধী অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপিসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন- আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও চকরিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. জাফর আলম (৬৯), তুরাগ থানা ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম বাবু (৪৯), ৭-এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টি হতে পারে আরও কয়েক দিন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর আকাশ সকাল থেকে পরিষ্কার ছিল। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ঘনঘটা বাড়তে শুরু করে। দুপুর দেড়টা নাগাদ মতিঝিল, পল্টন, প্রেসক্লাব, গুলিস্তান, জিরো পয়েন্ট, টিকাটুলি, কাকরাইল, কমলাপুর, পুরান ঢাকার বংশাল, লক্ষ্মীবাজার, কোতোয়ালি এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়। প্রথম দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলেও পরে বাড়তে শুরু করে। আগামী কয়েকদিন রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল বুধবার এসব তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে হঠাৎ ঝুম বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েন কর্মজীবী ও সাধারণ পথচারী মানুষ। ছবিটি বুধবার পুরানো পল্টন থেকে তোলা।

মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা, ইলিশ ধরতে জেলেদের প্রস্তুতি

ভোলা প্রতিনিধি : ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের দেওয়া টানা দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে বুধবার (৩০ এপ্রিল) রাত ১২টায়। ফলে মধ্যরাত থেকে ভোলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে শুরু হচ্ছে ইলিশ ধরা। জেলে পাড়ায় চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। উপকূলের ঘাটগুলো কর্মব্যস্ত হয়ে উঠবে রাত পোহালেই। জেলে, পাইকার আর আড়তদারদের সরগরমে মুখর হয়ে উঠবে ইলিশের আড়তগুলো। ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে মার্চ-এপ্রিল মাছ শিকারের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে রাতে। ফলে জেলে পাড়ায় বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ। কেউ জাল নৌকা প্রস্তুত করছেন, কেউ বা ইঞ্জিন মেরামত নিয়ে ব্যস্ত। আবদুর রব, মফিজ ও সিরাজ নামে তিন জেলে বলেন, দুই মাস মাছ ধরতে না পারায় অর্থকষ্টে দিন পার করেছি। রাতে নিষেধাজ্ঞা শেষ হবে, ৭-এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে টানা তিন দিন রাজধানীতে ৪ সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের মধ্য দিয়ে আজ ১ মে বৃহস্পতিবার থেকে টানা তিন দিনের ছুটি। আর এই ছুটির দিনগুলোকে কাজে লাগিয়ে রাজধানীতে পৃথকভাবে চারটি বড় সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এই জনসমাবেশগুলোর আয়োজক হলো বিএনপির সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, জামায়াতের শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, তরুণদের নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। জানা গেছে, ?আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে বড় পরিসরে শ্রমিক সমাবেশ করবে বিএনপির সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। সমাবেশে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হবেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় নেতারা। নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইলসহ রাজধানীর আশপাশের জেলার নেতাকর্মীরা অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। একইদিন রাজধানীর পুরানা পল্টন মোড়ে লক্ষাধিক শ্রমিক নিয়ে সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতের শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। সংগঠনটির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাওলানা আনম শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ওই সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন দলটির নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং সেক্রেটারি জেনারেল ও ৭-এর পাতায় দেখুন

ঝুঁকিতে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ, শঙ্কায় কৃষকরা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের হাওরগুলোতে এখন চলছে পুরোদমে বোরো ধান কাটা। কৃষকরা সোনালী ফসল ঘরে তোলা নিয়ে ব্যস্ত। এ দিকে হাওরের আকাশে কালবৈশাখী মেঘের আনাগোনা। বজ্রপাতের ভয় আর উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ছে হাওরগুলোতে। যেকোনো সময় ভারী বৃষ্টিপাত আর বন্যায় তলিয়ে যেতে পারে কষ্টের সোনালী ফসল। আর হাওরের সেই ফসল রক্ষায় প্রতিবছর সরকারিভাবে সংস্কার করা হয় ফসল রক্ষা বাঁধের। কিন্তু সেই ফসল রক্ষা বাঁধ আজ ঝুঁকিতে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মোট আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ জুড়ে রয়েছে হাওর- জলাভূমি। হাওরভূমি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাওর এলাকার প্রায় ৬৭ শতাংশ জনগণ সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রতি বছরে অকাল বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে হাওরে ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। হাওরের ফসল রক্ষার্থে পূর্বে স্থানীয় জনগণ সম্মিলিতভাবে বাঁধের ব্যবস্থা করলেও স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ সরকারের 'পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়'-এর উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম চালু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা খরচ করে সরকারি উদ্যোগে হাওর এলাকাগুলোতে ডুবো বাঁধ (সাবমারজিবল অ্যামব্যাঙ্কমেন্ট) নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে হাওরের ফসল রক্ষার পাশাপাশি হাওরের জীব, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা। কিন্তু কিশোরগঞ্জের হাওরে ঘটেছে এর উল্টো। জেলার ৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে বড় পতন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম আরও কমেছে। ফলে তেলের দামে গত তিন বছরের মধ্যে মাসিকিভিত্তিতে সবচেয়ে বড় পতন হয়েছে। মূলত বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে তেলের চাহিদা কমার ইঙ্গিত রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে পতন অব্যাহত রয়েছে। বুধবার (৩০ এপ্রিল) ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৭৫ সেন্ট বা ১ দশমিক ১৭ শতাংশ কমে ৬৩ দশমিক ৫০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের দাম (ডব্লিউটিআই) ৭৯ সেন্ট বা ১ দশমিক ৩১ শতাংশ কমে ৫৯ দশমিক ৬৩ ডলার হয়েছে। এই মাসে এখন পর্যন্ত ব্রেন্ট ও ডব্লিউটিআই যথাক্রমে ১৫ ও ১৭ শতাংশ কমেছে, যা ২০২১ সালের নভেম্বরের পর থেকে সবচেয়ে বড় পতন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সব ধরনের আমদানির ওপর শুল্ক ঘোষণার পর উভয় বেঞ্চমার্কের দাম কমে যায়। এরপর ৭-এর পাতায় দেখুন

রাস্তায় নামছে নতুন রিকশা

স্টাফ রিপোর্টার : আগে শুধু পায়ে চালিত রিকশা চললেও সময়ের বিবর্তনে ব্যাটারিচালিত রিকশার এখন রমরমা বাজার। যত্রতত্র তৈরি হওয়া এসব রিকশার নিবন্ধন নেই। নেই চালকের ন্যূনতম প্রশিক্ষণও। এ কারণে বাড়ছে দুর্ঘটনা ও হতাহতের সংখ্যা। বিভিন্ন সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ এই বাহন ঠেকাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় এটি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) করা নকশায় স্ট্যান্ডার্ড মডেলের অনুমোদিত ব্যাটারি রিকশা (ই-রিকশা) নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের একটি দল নতুন ব্যাটারি রিকশার নকশা করেছে। আর সেটি অনুমোদন দিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এজন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন-২০০৯ সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে রিকশাচালকদের প্রশিক্ষণ, রিকশার কাঠামো এবং আইন ও জরিমানার বিষয়ে উল্লেখ থাকবে। এর মাধ্যমে এই বাহনকে নিয়ম ও কাঠামোর মধ্যে আনা হবে। শিগগিরই এ সংক্রান্ত একটি খসড়া উপদেষ্টা পরিষদে পাঠানো হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বুয়েটের নকশা করা রিকশায় যা থাকবে বুয়েটের দলটির সঙ্গে কথা বলে নতুন নকশার রিকশার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানা গেছে। তারা জানিয়েছেন, রিকশার দৈর্ঘ্য হবে ৩ দশমিক ২ মিটার, প্রস্থ দেড় মিটার এবং উচ্চতা ২ দশমিক ১ মিটার। সব মিলিয়ে আকার হবে এখনকার রিকশার মতোই। রিকশাটি ৩২৫ থেকে ৪২৫ কেজি পর্যন্ত ৭-এর পাতায় দেখুন

৫ মে থেকে বাজারে মিলবে সাতক্ষীরার আম

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : গাছ থেকে আম পাড়া ও বাজারজাত করার জন্য আম সংগ্রহের সময়সূচি নির্ধারণ করেছে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন। বুধবার (৩০ এপ্রিল) বেলা ১১টায় সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত'নিরাপদ আম বাজারজাতকরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সাইফুল ইসলামসহ চাষি, ব্যবসায়ী, কৃষি কর্মকর্তা ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। সভা শেষে জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদ জানান, অপরিপক্ব আম সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা বাজারজাতকরণে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও কৃষি বিভাগের সহায়তায় এ বিষয়ে কঠোর নজরদারি থাকবে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, ৫ মে থেকে গোবিন্দভোগ, গোপালভোগ, বোম্বাই, গোলাপখাস ও দেশীয় বৈশাখী আম, ২০ মে হিমসাগর, ৭-এর পাতায় দেখুন

লাইসেন্স সংস্কারের নামে অর্থনীতি-কর্মসংস্থান বন্ধের নীতিমালা করতে যাচ্ছে বিটিআরসি

স্টাফ রিপোর্টার : বিটিআরসি লাইসেন্স সংস্কারের নামে দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বন্ধের অযৌক্তিক পলিসি গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাসোসিয়েশন অব আইসিএক্স অপারেটরস অব বাংলাদেশের (এআইওবি) জেনারেল সেক্রেটারি লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিনুর রহমান (অব.)। গতকাল বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে এসোসিয়েশন অব আইসিএক্স অপারেটরস অব বাংলাদেশ আয়োজিত 'নতুন নীতিমালার নামে আইসিএক্স ধ্বংস নয়, সম্ভাবনার দ্বার খুলুন ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে লে. কর্নেল আমিনুর রহমান (অব.) বলেন, বিটিআরসি লাইসেন্সের সংস্কারের নামে এই নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে দেশের টেলিকম অবকাঠামো, জাতীয় নিরাপত্তা, ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব এবং হাজার হাজার কর্মীর কর্মসংস্থান চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। আমাদের মতো সহস্রাধিক প্রকৌশলী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের চাকরি হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। এতে হাজার হাজার পরিবারের জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে এবং দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সংবাদ সম্মেলনে খসড়া টেলিযোগাযোগ নীতি ২০২৫ -কে জাতীয় স্বার্থ, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি বলে অভিযোগ করেছে এআইওবি। এসময় জানানো হয়, টেলিযোগাযোগ নীতি ২০২৫ কার্যকর হলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত টিকে থাকতে পারবে না, যা একটি সম্ভাবনাময় খাতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। এর ফলে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি তৈরি হবে। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী টেলিকম খাতের নিয়ন্ত্রণ মূলত বিদেশি বড় কোম্পানিগুলোর হাতে চলে যাবে। যার ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলোর নির্ভরতা কমানোর আর কোনও সুযোগ থাকবে না। এর ফলে ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার ওপর আঘাত আসবে। টেলিকম নেটওয়ার্কে বিদেশি নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশের সাইবার নিরাপত্তা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় তথ্য ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

প্যারোলে মুক্তি চেয়ে ডা. দীপু মনির

দীপু মনিকে গ্রেফতারের তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। পরে ডিএমপির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, দীপু মনিকে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। তাকে মোহাম্মদপুর থানার একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। দীপু মনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ছাত্রজনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পর আত্মগোপনে চলে গেছেন আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতারা। আত্মগোপনের তালিকায় আছেন সাবেক মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বরত ব্যক্তিরা। তাদের কেউ কেউ গ্রেফতার হচ্ছেন। শেখ হাসিনা সরকারের কোনো মন্ত্রীকে গ্রেফতারের খবর প্রথম আসে ১৩ আগস্ট। সেদিন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে ঢাকার সদরঘাট এলাকা থেকে গ্রেফতারের কথা জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ। পরে তাদের কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে ঢাকা কলেজের সামনে সংঘর্ষে এক হকার নিহত হওয়ার ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় করা হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

বাধ্য হলে নারী সংস্কার কমিশনের

পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির ছায়া স্পষ্ট। এমনকি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা প্রমাণ করে এটি একটি পূর্ব পরিকল্পিত প্রচেষ্টা।"সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন এবি পার্টির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমদ আব্দুল কাদের, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল-মাদানী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সভাপতি মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মুফতি রেজাউল করিম আবরার।

বিএসইসির ২১ কর্মকর্তা সাময়িক

(৩০), সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন, সহকারী পরিচালক আব্দুল বাতেন (৩২), লাইব্রেরিয়ান মো. সেলিম রেজা বাপ্পী(৩১) এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তা আবু ইউসুফও (২৯)। মামলার আসামি না হলেও চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগে আরও সাতজনকে শনাক্ত করে তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এদের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয়েছে এরা হলেন- পরিচালক মাহমুদুল হাসান, অতিরিক্ত পরিচালক মিরাজুল মুন্না, সহকারী পরিচালক আমিনুল হক, সহকারী পরিচালক সমীর ঘোষ ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা সেলিম রেজা। তবে বাকি দুইজনের নাম জানা যায়নি। গত ৪ মার্চ বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমানকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠায় খন্দকার রাশেদ মাকসুদের কমিশন। সাইফুর রহমানকে অবসরে পাঠানোর পরের দিন কর্মকর্তারা চেয়ারম্যান-কমিশনারদের ফ্লোরে সমবেত হয়ে তাদের অবরুদ্ধ করেন। পরে সেনাবাহিনীর সহায়তায় চেয়ারম্যান-কমিশনাররা কার্যালয় ত্যাগ করেন। পরের দিনও কর্মকর্তারা কর্মবিরতি পালন করেন। তবে এদিন বিএসইসি চেয়ারম্যার তার গানম্যান আশিকুর রহমানকে দিয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় বিএসইসির ১৬ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করান। এরই মধ্যে ১৪ জনসহ আরও ৭ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছেন রাশেদ মাকসুদের কমিশন।

নড়াইলে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও

বীড়গ্রামের দশরথ বৈরাগীর সাড়ে ৪ বছরের মেয়ে হৃতিকা বৈরাগী চাচা দিলীপ বৈরাগীর বাড়িতে খেলতে যায়। রাতে হৃতিকা বৈরাগী বাড়িতে ফিরে না আসায় স্বজনরা তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান পায়নি। পরের দিন ২৯ ডিসেম্বর দুপুরে স্থানীয় লোকজন ওই গ্রামের একটি পুকুর পাড়ের নিচে লাশ দেখতে পেয়ে স্বজনদের খবর দেয়। দশরথ বৈরাগীর ভাতিজা হৃদয় বৈরাগী ২৮ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে তাদের বাড়িতে বাবা-মার অনুপস্থিতিতে চাচাতো বোন শিশু হৃতিকা বৈরাগীকে ধর্ষণ শেষে শ্বাসরোধে হত্যা করে। পরে লাশ পুকুর পাড়ের নিচে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় ৩০ ডিসেম্বর হৃদয় বৈরাগীকে আসামি করে নড়াইল সদর থানায় মামলা দায়ের হয়। পুলিশ তদন্ত শেষে হৃদয় বৈরাগীকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক এ রায় ঘোষণা করেন।

আ.লীগের বিচার ও মৌলিক সংস্কারে

হয়। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং গণসংহতির প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকির নেতৃত্বে বৈঠকে অংশ নেয় দুই পক্ষ। বৈঠক শেষে নাহিদ ইসলাম জানান, "বিচার, মৌলিক সংস্কার ও গণপরিষদ নির্বাচনের প্রশ্নে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই একমত হয়েছি। কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আমাদের লক্ষ্য, গঠনমূলক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংস্কার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা।"আওয়ামী লীগকে দলগতভাবে নিষিদ্ধ করার বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি, সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক পরিবেশ গঠনে করণীয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। গণসংহতির প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, "আমরা আলোচনা শুরু করেছি এই বিশ্বাস থেকে যে, জনগণের গভীর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে কাঠামোগত রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য। সেই সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষমতার কেন্দ্র যেন জনগণের হাতে ফিরে যায় এবং জনপ্রতিনিধিরা তাদের কাছে জবাবদিহির আওতায় থাকেন।"তিনি আরও জানান, "বৈঠকে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার, সাংবিধানিক কাউন্সিলের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সীমা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ও ক্ষমতার ভারসাম্যসহ নানা কাঠামোগত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।"

ফের রিমান্ডে সালমান, মামুন ও

মামলায় সালমান এফ রহমানের তিনদিন ও বাড্ডা থানার আব্দুল জব্বার হত্যা মামলায় আনিসুল হকের দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে। এর আগে, আজ ঢাকার সিএমএম আদালতে তাদের হাজির করে এর আগে সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা এসব মামলায় মামুনের সাতদিন এবং আনিসুল ও সালমানের পাঁচদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, এ ছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন থানার হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় আনিসুল হক, সালমান এফ রহমান, সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে নতুন করে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গত ১৩ আগস্ট নৌপথে পালানোর অবস্থায় সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হককে সদরঘাট থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ ছাড়া গত ৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর উত্তরা থেকে পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের প্রত্যেককে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান দেখে পালাল

বিমানগুলো শনাক্ত করে। তাদের প্রস্তুত প্রতিরক্ষার কারণে ভারতীয় বিমানগুলো একপর্যায়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার সাংবাদিকদের জানান, "বিশ্বস্ত গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে যে, পরবর্তী ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে পারে।" এমন অবস্থায় ভারতের যেকোনো আগ্রাসনের পূর্ণ শক্তি দিয়ে জবাব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে ফোনালাপে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন। শেহবাজ বলেন, "ভারত যদি আগ্রাসী পদক্ষেপ নেয়, তবে পাকিস্তান তার সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ড রক্ষায় পূর্ণ শক্তি দিয়ে জবাব দেবে।" এছাড়া ভারত যদি সত্যিই পাকিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে, সেক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করবে পাকিস্তান। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহম্মদ আসিফ গত সোমবার এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

২২৭ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে

হাসিনার। ফরেনসিক রিপোর্টে এর প্রমাণ মিলেছে। এমন রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বুধবার (৩০ এপ্রিল) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রসিকিউশন টিম থেকে দায়ের করা এমন অভিযোগের ওপর একইদিনে শুনানিও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। প্রসিকিউশন জানিয়েছে, অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ওই অডিওতে শোনা যায়, ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে ২২৭টি মামলা হয়েছে তাই ২২৭ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গেছি।' শেখ হাসিনার অডিও বক্তব্যের ফরেনসিক প্রমাণ মিলেছে, সে বক্তব্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজ বাধাগ্রস্ত করা এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এবার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে।

১০ লাখ ফ্রিল্যান্সারের আয় ১২

নীরব বিপ্লব।বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলে বছরে প্রায় ৫০ কোটি মার্কিন ডলার আসছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা হাজার ১৫০ কোটি টাকা। ফ্রিল্যান্সিং সংশ্লিষ্টরা জানান, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে ১০ লাখ মানুষ এ খাতে যুক্ত আছেন এবং বছরে এক বিলিয়ন ডলার আয় করছেন। তবে পেপ্যাল না থাকাসহ কিছু সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান করা গেলে ফ্রিল্যান্সিং বাংলাদেশের জন্য বিশাল সম্ভাবনাময় খাত হয়ে উঠবে। ফ্রিল্যান্সারদের সংগঠন বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি/অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ড. তানজীবা রহমান বলেন, বিশ্বে বর্তমানে ফ্রিল্যান্সারদের মার্কেটের আয়তন প্রায় ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার। ফ্রিল্যান্সারদের মোট ১৫৩টি মার্কেট প্লেস আছে। ১ শতাংশ কিছু কাজ ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়ে থাকে। তিনি বলেন, দেশের ফ্রিল্যান্সারদের নিবন্ধনের প্ল্যাটফর্ম আপ-ওয়ার্কে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা সাড়ে ছয় লাখ। আর নিবন্ধনের বাইরে থাকাদের মিলিয়ে দেশে মোট ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা সাড়ে ১০ লাখ। দেশে অনেক ফ্রিল্যান্সার কাজ করেন এবং তাদের আয়ের পরিমাণও অনেক বড়। বিভিন্ন চ্যানেলে প্রতিবছর আয় আসে ১ বিলিয়ন ডলারের মতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বলছে, ব্যাংকিং চ্যানেলে ফ্রিল্যান্সিং থেকে বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার আসছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ছয় হাজার ১৫০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় ৪৯ কোটি ৪৩ লাখ ১৯ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা পাঁচ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। তার আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে এসেছিল ৪৬ কোটি সাত লাখ ৭৮ হাজার কোটি ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪ হাজার ৫৮২ কোটি ১৯ হাজার টাকা। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ফ্রিল্যান্সিংয়ে কিছুটা বেশি বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসে। সে হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে এসেছিল ৫০ হাজার ৪ লাখ ৬ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা চার হাজার ৩২৩ কোটি টাকা। বছরজুড়ে প্রায় নির্দিষ্ট কাজ করে লাখ লাখ ডলার এ দেশে নিয়ে আসা রুলিং কাজের হিসেবে গ্রাফটা কষ্টের। রনি জানান, প্রতিনিয়ত হাজার হাজার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন বায়ারদের কাছ থেকে কাজ আনতে হয়। এতে প্রয়োজন ইংরেজিতে দক্ষ হওয়া। পাশাপাশি কাজের মান উন্নত করা। এভাবে প্রতিযোগিতায় যারা টিকে থাকে তারাই সফল হতে পারে। রনি আরও জানান, ফ্রিল্যান্সিং এমন ধরনের কাজ, যেটি শেষ হলে তারা জেনে নাও হয় পড়েন। অনেক সময় তাদের অ্যাকাউন্ট ডাউন হয়ে যায়। এতে ফ্রিল্যান্সাররা হতাশ হয়ে পড়েন। তাই টিকে থাকতে হলে প্রাকটিসের মধ্যে থাকতে হয়। পাশাপাশি ক্লায়েন্টের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হয়। ইংরেজিতেও দক্ষ হতে হবে। ক্লায়েন্টের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার প্র্যাকটিসটা উন্নত হতে হবে। অনেকে অধৈর্য হয়ে ভেঙে পড়েন। রনি বলেন, অনেক ফ্রিল্যান্সার আছেন, কাজ শেখার পর আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারেন না। কাজ শিখা হলেই ডলার ইনকাম করতে চায়। এটাই তাদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের কাজের ধরণ নিয়ে তানজীবা রহমান বলেন, আমাদের দেশে বর্তমানে ৭২ শতাংশ কাজ করেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ওপর। এরপর ক্যাটাগরিভিত্তিক ফ্রিল্যান্সিং, যেমন: মেডিকেল কনটেন্ট রাইটার, অ্যাকাউন্টিং বা বিষয়ভিত্তিক কাজ হয়। সামনের দিনগুলোয় বিষয়ভিত্তিক ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট ভালো হবে এবং আমরা ভালো করতে পারবো। কারণ, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের প্রতি ঘণ্টা পেমেন্ট খুব কম এবং প্রতিযোগী অনেক বেশি। চ্যালেঞ্জ নিয়ে তিনি বলেন, আপনার বস আপনার সামনে নেই, শত-সহস্র মাইল দূরে থাকা বসকে কনভিন্স করে কাজ নেওয়া সহজ না। গত কয়েক বছর আমরা দেখেছি, কেবল মাত্র গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং ছাড়া কোনো প্রশিক্ষণ হয়নি। আর বাকি যারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশন আছে তারা অন্য কোনো কাজ করেনি। ফ্রিল্যান্সারদের টাকা দেশে নিয়ে আসা নিয়ে জটিলতা দিন দিন নিরসন হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এতদিন ব্যাংকগুলো এডুকেটেড না হওয়ার কারণে ফ্রিল্যান্সাররা হয়রানির শিকার হতো। এই টাকা কীভাবে নিয়েছেন, কেন নিয়েছেন, চুক্তিপত্রগুলো বুঝতে পারতো না এবং কাজের ডকুমেন্টগুলো যাচাই-বাছাই করার ব্যবস্থা ছিল না। যে কারণে অনেকেই আসলে তার আয়ের কেবলমাত্র ৩০ শতাংশ টাকা বাংলাদেশে নিয়ে আসতো। সেটা আপাতত কিছুটা বেড়েছে।

তানজীবা রহমান আরও বলেন, মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংকগুলো এগিয়ে এলে ফ্রিল্যান্সাররা লিগ্যাল চ্যানেলে ডলার নিয়ে আসবে। পেমেন্ট গেটওয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকগুলোর সার্ভিসেরও দরকার আছে। এখন ব্যাংকগুলো এডুকেটেড হচ্ছে, ফ্রিল্যান্সাররা কী ধরণের আয় করে, এসব এখন বুঝতে পারছে। বর্তমানে ১৬টি ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের চুক্তি আছে, যার মধ্যে নয়টি সেবা চালু করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংক 'ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ফর দ্য ফ্রিল্যান্সার' প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছে। ব্যাংক যখন এগুলোয় অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন ফ্রিল্যান্সারদের আর ব্যাংকে যেতে হবে না। আশা করছি, লিগ্যাল চ্যানেলে ৭০ শতাংশ নিয়ে আসতে পারবে, বলেন তানজীবা।

আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে আয়ের টাকা দেশে সহজ করতে সম্প্রতি ফ্রিল্যান্সার অ্যাকাউন্ট চালু করেছে স্টার্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। ব্যাংকটির হেড অব ওয়েলথ অ্যান্ড রিটেইল ব্যাংকিং লুৎফুল হাবিব বলেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ে আমরা তৃতীয় দেশ। আমাদের ৬৫ ভাগ মানুষের বয়স ৩৫ বছর বা তার নিচে। যাদের পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে এটাচ হওয়া সহজ। এটা ভবিষ্যতের জন্য বিরাট খাত হতে পারে। যদি সরকারি-বেসরকারি সব সাপোর্ট দিতে পারি তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ ৫ বিলিয়ন ডলারের একটা ব্যবসা হতে পারে। তাদের সাপোর্টের জন্য আমরা অ্যাকাউন্ট ওপেন করছি। অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে সব কাজ অনলাইনে করতে পারবেন ফ্রিল্যান্সাররা। তাদের ডেভেলপ ও উৎসাহিত করার জন্য চার্জ ফ্রি করে দিয়েছি। আউটসোর্সিংয়ে যারা পেশা হিসেবে নিতে চান তাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রত্যেক সেক্টরে, প্রত্যেক প্রফেশনে একটা ফ্রিল্যান্সিং ভার্সন আছেড় এটা সবাই জানেন না। এটার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সঙ্গে আমি কাজ করছিলাম। যে, যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছে সে বিষয়ে টেক ভার্সনগুলো জানবে। আপ-ওয়ার্ক ফ্রিল্যান্সিংয়ে এক হাজার ২৩টি বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং হয়। যেগুলোর নলেজ আমাদের ফ্রিল্যান্সারদের কাছে আসেনি।

তিনি বলেন, আমরা (ফ্রিল্যান্সাররা) গ্লোবাল টেক ওয়ার্কার। বাংলাদেশে বসে কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে বিট করে কাজ পাচ্ছি। যেসব মেধাবী ওয়ারর্কার রয়েছে, তাদেরকে সম্মান দেওয়া উচিত। আমরা যখন শুরু করি, তখন থেকে একটা টার্গেট ছিল যে ফ্রিল্যান্সরদের সম্মানজনক পজিশনে নিয়ে আসা। বাবা-মা যেন বলতে পারে আমার ছেলে-মেয়ে ফ্রিল্যান্সার। আজকে আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি ফ্রিল্যান্সার সেটা নিয়ে গর্ববোধ করি। তিনি আরও বলেন, যারা ফ্রিল্যান্সার হওয়ার জন্য চিন্তা করছে কিন্তু সামাজিক দোটানায় ভয় পান তাদের জন্য এটা বড় সম্মানের। আজকে মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংকগুলো ফ্রিল্যান্সারদের জন্য অ্যাকাউন্ট খোলার চিন্তা করলে এদেশ থেকে যারা কাজ করেন, তারা বিদেশে ব্র্যান্ড হয়ে উঠবে। আমরা সেই ব্র্যান্ড তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছি। তবে বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসার ট্রেন্ড ভালো। তবে অনেকেই বেরিয়ে যাচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আমাদের অনেক সংখ্যার দরকার নেই। ৫০ হাজার দরকার, কিন্তু সেগুলো মাস্টার ফ্রিল্যান্সার হতে হবে। অদক্ষ ফ্রিল্যান্সাররা চলে যাচ্ছে। আজকে যে বিষয়ে কাজ করছি, কাল সেটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত পড়াশোনা করতে হবে। প্রতিদিন পরিবর্তন হবে। এজন্য তাদের আপ-স্কেলিং করা, রিস্কিলিং করা দরকার। ফ্রিল্যান্সাররা জানান, দেশে বর্তমানে পেপ্যালের সুবিধা না থাকায় কিছু প্ল্যাটফর্ম একচেটিয়া ব্যবসা করছে। তারা যখন খুশি বাড়তি চার্জ বসায়। এতে খরচ বেশি হয়। পেপ্যাল চালু হলে ফ্রিল্যান্সাররা উপকৃত হবেন। পেমেন্টের জন্য বিকল্প মাধ্যম চালু করার উদ্যোগ ফ্রিল্যান্সের উপার্জিত অর্থ দেশে আনার কোনো বাধা আছে কিনা বা এসব বাধা দূর করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় আরও বাড়ানো যায় কিনাড় এ বিষয়ে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মুখপাত্র মো. আরিফুর রহমান খান। তিনি বলেন, অনেক সময় দেখা যায় কোনো পণ্য রপ্তানি হলেও দেশে অর্থ আসে না। তবে, ফ্রিল্যান্সারদের অর্থ দেশে আসা নাড় এমনটা বলা যায় না। ফ্রিল্যান্সের আয় যেটা দেশে আসে, সেটাই বৈধ। তারা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। তাদের পেমেন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে কিনা, কোনো সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে কিনা, তারা যাতে সহজে অর্থ আনতে পারেড় সে ব্যাপারে কাজ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করে এমন কয়েকটি পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে আমরা কাজ করছি। কীভাবে আরও সহজ-সাবলীলভাবে আয় দেশে আনা যায় সে চেষ্টাই আমরা করবো। বিদেশ থেকে ফ্রিল্যান্সারদের আয় আনার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান আমাদের সঙ্গে কাজ করবে বলে এগিয়ে এসেছে, আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করছি। শিগগির তাদের সঙ্গে জয়েন্টলি কাজ করবো, যাতে ফ্রিল্যান্সাদের আর্নিং সহজে দেশে আনা যায়। পেপ্যাল চালু না হওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থার কথা জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক মুখপাত্র আরিফুর রহমান খান বলেন, ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের অর্থ যাতে সহজে দেশে আনা যায়, সে জন্য আমরা একটি মাধ্যম ডেভলোপ করতে যাচ্ছি। বিদেশে আমাদের অনেকে কাজ করে, তাদের সঙ্গে জয়েন্টলি কাজ করার জন্য অনেকটা এগিয়ে গেছি।

কোথায় রাখা আছে পাকিস্তানের

মূল বিষয় হয়েছে। ২০২৩ সালে 'ফেডারেশন অব আমেরিকান সায়েন্সেস' (FAS) পাক পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে বিস্তারিত কিছু তথ্য জানিয়েছিল। সংস্থাটির প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছিল, কোথায় এই অস্ত্রগুলো (সম্ভাব্য) রাখা আছে। তারা আরও বলেছিল, পাকিস্তান বছরে নতুন করে ১৪ থেকে ২৭টি পারমাণবিক অস্ত্র নিজেদের ভাণ্ডারে যুক্ত করার কাজ করছিল। ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কাছে ১৭০টি পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। অপরদিকে একই সময়ে ভারতের কাছে ছিল ১৮০টি অস্ত্র। সংস্থাটি জানিয়েছিল, পাকিস্তান তার পারমাণবিক অস্ত্রগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গোপনে সংরক্ষণ করে থাকে, যাতে একযোগে সব অস্ত্র ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি না থাকে। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির নাম জানা গেছে, যেগুলোতে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। ১. মাশরুর বিমান ঘাঁটি : এটি করাচির নিকটে অবস্থিত এবং পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এখান থেকে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম মিরাজ-টু এবং মিরাজ-থ্রি যুদ্ধবিমান পরিচালিত হয়। ২. সর্গোধা (Sargodha) ঘাঁটি : পাঞ্জাব প্রদেশের এই ঘাঁটি পাকিস্তানের স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। এখানে পারমাণবিক ও কৌশলগত অস্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে মনে করা হয়। ৩. কামরা (Kamra) বিমান ঘাঁটি : এটি পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান বিমান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র। এখানেও পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধবিমান মোতায়েনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ৪. গজনি ও খুশাব ঘাঁটি : কিছু উপগ্রহচিত্র ও বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পাকিস্তান এই অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য গোপন ভূগর্ভস্থ বাংকার নির্মাণ করেছে। অস্ত্র বহনের মাধ্যম : পাকিস্তান তার পারমাণবিক অস্ত্র উৎক্ষেপণের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে, যেমন : ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র : হাতফ সিরিজের ক্ষেপণাস্ত্র (Hatf ও থেকে Hatf VII পর্যন্ত) পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম। এর মধ্যে শাহীন-১ ও শাহীন-২ সর্বাধিক শক্তিশালী। যুদ্ধবিমান : মিরাজ-ওওও ও মিরাজ-ঠ বিমান পারমাণবিক অস্ত্র বহনে ব্যবহৃত হয়। অত্যাধুনিক এই যুদ্ধবিমান চীন এবং পাকিস্তান যৌথভাবে নির্মাণ করেছে এবং এখন পাকিস্তান নিজেই এটি উৎপাদন করে থাকে। ট্যাকটিকাল নিউক্লিয়ার অস্ত্র : ভারতীয় সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলায় স্বল্প পাল্লার ট্যাকটিক্যাল অস্ত্র তৈরি করেছে পাকিস্তান, যার মধ্যে রয়েছে NASR (Hatf-IX) ক্ষেপণাস্ত্র। বিশ্লেষকরা মনে করেন, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবস্থাপনা এখনও মূলত সামরিক বাহিনীর অধীনে রয়েছে এবং বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ সীমিত। ফলে সংকটকালে হঠাৎ প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ পাকিস্তানে এখনও একটি বড় হুমকি, যার কারণে পারমাণবিক অস্ত্রের নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ আছে।

ভারত ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে হামলা

থেকেই একে অপরের ওপর পালটাপালটি দোষারোপের কারণে দুপক্ষের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে। কাশ্মীরে ওই ভয়াবহ হামলার প্রতিশোধ নিতে একদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) চলমান পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক করেন। সেখানে তিনি পহেলগাম হামলার জবাবের ধরন, লক্ষ্যবস্তু ও সময় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। মোদী বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করা আমাদের জাতীয় সংকল্প এবং ভারতীয় সেনাবাহি-নীর ওপর তার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। ওই বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও চিফ অব স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহানও অংশ নেন। এদিকে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার বলেন, পাকিস্তানের কাছে বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে যে ভারত পহেলগাম ঘটনায় জড়িত থাকার ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট অভিযোগের অজুহাতে আগামী ২৪ থেকে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান এই অঞ্চলে ভারতের এমন আগ্রাসী ভূমিকা এবং বেপরোয়া আচরণকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান নিজেই সন্ত্রাসবাদের শিকার এবং এই অভিশাপের যন্ত্রণা সত্যিই তারা জানে। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বিশ্বের যে কোনো স্থানে এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আসছি। তিনি বলেন, একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান এই হামলার সত্যতা নিরূপণের জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি নিরপেক্ষ কমিশন দ্বারা একটি বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ এবং স্বাধীন তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যুক্তির পথ অনুসরণ করার পরিবর্তে ভারত স্পষ্টতই অযৌক্তিকতা এবং সংঘাতের বিপজ্জনক পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পরিণতি এই অঞ্চল এবং তার বাইরেও বিপর্যয় ডেকে আনবে। তিনি ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভারতের এ ধরনের সামরিক অভিযানের জবাব নিশ্চিতভাবে এবং চূড়ান্ত আকারে দেওয়া হবে।

এবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে মহান মে

বাংলাদেশের বিবিএসের হিসেব অনুযায়ী, ১২ কোটি ভোটারের মধ্যে ৭ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমিক। অথচ বাংলাদেশে আজ সবচেয়ে অবহেলিত শ্রমিক সমাজ। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, বাজার মূল্যের সঙ্গে অসঙ্গতি ও কম মজুরিতে শ্রমিক সমাজের এখন বেঁচে থাকাই কষ্টকর। অগণতান্ত্রিক শ্রম আইনে মালিক পক্ষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় শ্রমিক সমাজ সর্বত্র হয়রানিসহ নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া ও অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। অত্যাবশ্যকীয় পরিসেবা বিল ২০২৩ এর মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি উত্থাপনের অধিকারকে আইন করে বন্ধ কারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে ১২ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন করা হয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির এই সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে। মহান মে দিবস পালনের লক্ষ্যে শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে গঠিত দুটি কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি, অধিকার প্রতিষ্ঠার এই মহান দিনে শ্রমজিবী মানুষ তাদের দুঃখ কষ্ট যাতনার প্রতিবাদে শ্রমিক দলের সমাবেশে উপস্থিত হবেন। রিজভী বলেন, শ্রমিক দলের সমাবেশে বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি ও সসমসাময়িক জাতীয় রাজনীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ ছাড়া দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ শীর্ষ নেতারা বক্তব্য দেবেন।

ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে

জানিয়েছে। ভারতের অভিযোগ সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বললেও, যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, তারা পুরো পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং উভয় দেশের সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছে। একজন পাকিস্তানি মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে করা এক প্রশ্নের জবাবে ব্রুস কোনো নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে জানান, ইসলামাবাদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের সহায়তায় আইএস সংশ্লিষ্ট এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ব্রুস বলেন, ঘটনাটি যখন ঘটেছিল, তখন আমরা তা গভীরভাবে প্রশংসা করেছি। তবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গেছেন তিনি। ব্রুস বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক অগ্রাধিকার হলো দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সংলাপ চালিয়ে যাওয়া এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টা।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি

অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান দক্ষতাকে যুগোপযোগী করতে সদা সচেষ্ট রয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিমান বাহিনীর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। একইসাথে তিনি ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের শহীদদের কথা স্মরণ করে বলেন, শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণী এবং সাধারণ জনগণ যারা দেশের অধিকারের প্রশ্নে জীবন ও রক্ত দিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তাদেরকে স্মরণ করছি। তিনি দেশের বিমান বন্দরসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত বিমান বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। মহড়া কেবল একটি সাময়িক অনুশীলনই নয় উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এটি আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিমান বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় বহন করে। নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও পেশাগত উৎকর্ষরে জন্য মহড়ায় অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আরো বলেন, আজকের এই অনুশীলন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আত্মবিশ্বাস, প্রস্তুতি এবং অর্পিত দায়িত্ববোধের বাস্তব রূপায়ণ। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ বিমান বাহি-নী সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কার্যকর আকাশ প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিস্তীর্ণ সমুদ্র এলাকায় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিমান বাহিনীর সদস্যদের প্রতি জাতির আস্থা ও ভালবাসা অটুট থাকুক-এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। এর আগে বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌঁছালে প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানান বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। অনুষ্ঠানস্থলে বিমান বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল প্রধান উপদেষ্টাকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানায়। এসময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

আজ মহান মে দিবস

চাকুরিচ্যুত/ছাঁটাই করার পূর্বে স্থানীয় প্রশাসন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্পাঞ্চল পুলিশ এবং বিজিএমইএ এর ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। শ্রম আইন মেনে শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত/ছাঁটাই করা না হলে-মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্মারকে বলা হয়, মহান মে দিবসে সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে। কোন কারখানা কর্তৃপক্ষ মে দিবসে কারখানা খোলা রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শ্রম শাখার উপসচিব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ স্মারক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

চিন্ময় দাসের জামিন স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের সাবেক মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী জামিন স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে বুধবার (৩০ এপ্রিল) সন্ধ্যায় আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হকের আদালত এ আদেশ দেন। হাইকোর্টের রায়ের অনুলিপি প্রকাশ ও নিয়মিত লিভ টু আপিল দায়ের না হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। চেম্বার আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হক। এর আগে বিকেলে চিন্ময় দাসের জামিন প্রশ্নে রুল অ্যাবসলিউট (যথাযথ) ঘোষণা করে জামিন দেন হাইকোর্ট। রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে আজ বুধবার বিচারপতি মো. আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি মো. আলী রেজার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। মামলায় জামিন চেয়ে চিন্ময় দাসের করা আবেদনের শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট গত ৪ ফেব্রুয়ারি রুল দিয়েছিলেন। আবেদনকারীকে (চিন্ময়) কেন জামিন দেওয়া হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়। গত ২৩ এপ্রিল হাইকোর্ট রুল শুনানির জন্য ৩০ এপ্রিল তারিখ রাখেন। এর ধারাবাহিকতায় আজ শুনানি নিয়ে রুল 'অ্যাবসলিউট' ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত দেন হাইকোর্ট। আদালতে চিন্ময় দাসের পক্ষে আইনজীবী জেড আই খান পান্না, প্রবীর হালদার ও অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য শুনানিতে ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ভুঞা, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ফরিদ উদ্দিন খান উপস্থিত ছিলেন। জামিনের পরে আইনজীবী প্রবীর হালদার বলেন, হাইকোর্ট চিন্ময় দাসকে জামিন দিয়েছেন। জামিন হওয়ায় তার মুক্তিতে আইনগত কোনো বাধা নেই। তবে হাইকোর্টের রায়ের পর পরই রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন জানায়। পরে সন্ধ্যায় চেম্বার বিচারপতির আদালতে শুনানি হয়। শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়। ফলে চিন্ময় দাসের কারামুক্তি মিলছে না বলে জানান আইনজীবীরা। এই মামলায় চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ গত ২ জানুয়ারি চিন্ময়ের জামিন আবেদন খারিজ করে আদেশ দিয়েছিলেন। এ নিয়ে হাইকোর্টে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন চেয়ে গত ১২ জানুয়ারি আবেদনটি করেছিলেন চিন্ময় দাস। এ আবেদনের শুনানি নিয়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি রুল দেন হাইকোর্ট। রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে আজ সিদ্ধান্ত দেন আদালত। মামলায় গ্রেপ্তার চিন্ময় দাসের জামিন নামঞ্জুর হওয়া নিয়ে গত বছরের ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে সংঘর্ষ হয়েছিল। এ সময় আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। জামিন নামঞ্জুর হওয়ার পর চিন্ময় দাসকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন জামিন শুনানির দিন ধার্য থাকলেও আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক দিলে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। পরে আদালত গত ৩ ডিসেম্বর শুনানি-নর দিন রাখেন। সেদিন চিন্ময়ের কোনো আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় আদালত শুনানির জন্য ২ জানুয়ারি পরবর্তী দিন রাখেন। সেদিন তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর হয়। গত বছরের ৩১ অক্টোবর নগরের চান্দগাঁও মোহরা ওয়ার্ড বিএনপির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ওই মামলা করেন। পরে ফিরোজ খানকে বিএনপি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দুটি উচ্চতর গ্রেড পাবেন একটি টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তরাও

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের একই পদে কর্মরত কোনও কর্মচারী দুই বা ততোধিক টাইম স্কেল কিংবা সিলেকশন গ্রেড পেয়ে থাকলে, তিনি উচ্চতর গ্রেড পাবেন না বলে জাতীয় বেতন স্কেল স্পষ্টীকরণ পরিপত্র অবৈধ ঘোষণার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা পৃথক আপিল ও লিভ টু আপিল নিস্পত্তি করে রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের রায় সংশোধন করে গতকাল বুধবার আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন পাচ বিচারপতির আপিল বিভাগ বেঞ্চ এ এই রায় দেন। এতে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ১৫ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী, যারা ২০১৫ সালের আগে একটা টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড পেয়েছেন তাদের দুটি উচ্চতর গ্রেড পেতে আইনি বাধা কাটলো। এর আগে 'জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ স্পষ্টীকরণ' বিষয়ে ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন কয়েকজন সরকারি চাকরিজীবী। সে রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। ওই রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০১৭ সালের ৪ জানুয়ারি রায় দেন হাইকোর্ট। সে রায়ে স্পষ্টীকরণ পরিপত্রটি অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে। ২০২০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপক্ষের লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেন এবং পরিপত্রটি অবৈধ ঘোষণার হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেন। অবশেষে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের পৃথক আপিল ও লিভ টু আপিল নিস্পত্তি করে গতকাল বুধবার রায় দেছন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

৩০ হাজার টাকার শুল্ক দিতে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ: বিটিএমএ সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার : বস্ত্র খাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ঘুষের অভিযোগ তুলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) গঠনমূলকভাবে সম্পদ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ। গতকাল বুধবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এনবিআর ও এফবিসিসিআই আয়োজিত বাজেট সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শওকত আজিজ বলেন, আমাদের আগে যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক দেওয়ার পর বিটিএমএ নিজেই ছাড়পত্র দিতো। তখন কোনও জটিলতা ছিল না। কিন্তু এখন এনবিআর পুরো বিষয়টি নিজের হাতে নেওয়ার পর প্রতিটি ধাপে ছাড়পত্র নিতে হয়, আর সেখানে ঘুষের কালচার গড়ে উঠেছে। ৩০ হাজার টাকার শুল্ক জমা দিতে গিয়ে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। তিনি আরও বলেন, এনবিআরের উচিত তার নিজস্ব সম্পদ গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা এবং ব্যবসা পরিবেশ সহজ করা। এইচএস কোড জটিলতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিটিএমএ সভাপতি। তিনি বলেন, একই পণ্যের একাধিক এইচএস কোড থাকায় ব্যবসায়ীদের বিভ্রান্ত হতে হয়। এক পণ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট এইচএস কোড নির্ধারণ করে দিলে এই জটিলতা কমবে। করপোরেট কর বিষয়ে বিটিএমএ'র প্রস্তাব তুলে ধরে শওকত আজিজ বলেন, যেভাবে তৈরি পোশাক খাতে ১২ শতাংশ কর নির্ধারণ করা হয়েছে, একই হারে বস্ত্র খাতেও কর আরোপ করা উচিত। কারণ বস্ত্র ও পোশাক খাত একে অপরের পরিপূরক। শিল্পবান্ধব ও স্বচ্ছ নীতিমালার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, শুধু নীতির কথা বললেই হবে না, প্রয়োগেও স্বচ্ছতা ও সহজীকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

উত্তরায় প্রকাশ্যে গাড়িতে তুলে অপহরণ, গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরায় প্রকাশ্যে গাড়িতে অপহরণের ঘটনায় দুই জনকেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এ সময় অপহরণে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার উদ্ধার করা হয়। গতকাল বুধবার দুপুরে ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো মো. হাসানুজ্জামান শাওন (৩৬) ও মো. আমির হোসেন (৩২)। উত্তরা-পূর্ব থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ এপ্রিল ২ দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে উত্তরা পূর্ব থানার বিএনএস সেন্টারের বিপরীতে একটি প্রাইভেটকারে কয়েকজন লোক অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে উত্তরা-পূর্ব থানা পুলিশের নজরে আসে। থানার একটি টিম ঘটনাস্থল ও এর আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ। প্রযুক্তির সহায়তায় অপহরণকারী ও অপহরণে ব্যবহৃত প্রাইভেটকারটি শনাক্ত করা হয়। এরপর ২৮ এপ্রিল ভোর সাড়ে ৫টায় রাজধানীর খিলগাঁও এলাকা থেকে হাসানুজ্জামান শাওনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে অপহরণের কাজে ব্যবহৃত প্রাইভেটকারটি জব্দ করা হয়েছে। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের পূর্ব চনপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে আমির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বরাতে থানা-পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার চার জন মিলে আরিফকে অপহরণ করে রূপগঞ্জে নিয়ে যায় এবং পাওনা টাকা আদায়ের পর তাকে ছেড়ে দেয়। অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে উত্তরা-পূর্ব থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছে। গ্রেপ্তারদের আদালতে পোঠানো হয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্ত, অপহরণে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান ও ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা অব্যাহত আছে বলেও জানায় পুলিশ।

অভিনেতা সিদ্দিক হত্যাচেষ্টা মামলায় ৭ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় রাজধানীর গুলশানে ভ্যানচালক জব্বার আলী হাওলাদার হত্যাচেষ্টা মামলায় অভিনেতা মো. সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিকের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ছানাউল্যাহ'র আদালত এ আদেশ দেন। এদিন সিদ্দিককে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার সাব-ইন্সপেক্টর আব্দুস সালাম। আসামির পক্ষে জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্র পক্ষের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউট রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীর বেইলি রোডে এ সিদ্দিককে 'আওয়ামী লীগের দোসর' আখ্যা দিয়ে মারধর করে রমনা থানায় সোপর্দ করে একদল যুবক। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বিকালে বেইলি রোড দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু যুবক সিদ্দিককে আটকে মারধর করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, জামাকাপড় ছেঁড়া অবস্থায় তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন একদল যুবক। নেওয়ার সময়ও কেউ তার গায়ে হাত তুলছিলেন। সেসময় কান্নাকাটি করছিলেন অভিনেতা। সিদ্দিককে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় 'আওয়ামী লীগের দোসর' বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন তারা। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার ঢাকার গুলশান ও টাঙ্গাইলের মধুপুর আসন থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন সিদ্দিক। তবে তিনি মনোনয়ন পাননি। জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯ জুলাই গুলশানের শাহজাদপুরের কনফিডেন্স টাওয়ারের সামনে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে জব্বার আলী হাওলাদার গুলিবিদ্ধ হন। চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১০৯ জনের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মামলা করেন।

'মানবিক করিডোর' দিয়ে দেশকে নিরাপত্তাহীন করবেন না: রিপন

স্টাফ রিপোর্টার : ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন বলেছেন, রাখাইন রাজ্যে মানবিক করিডোর দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে নিরাপত্তাহীন করবেন না। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের' উদ্যোগে 'রাখাইন পরিস্থিতি: মানবিক করিডোর এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি' শীর্ষক এক নাগরিক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, আমরা শুনলাম ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাখাইন রাজ্যগুলোতে ত্রাণ সহায়তা পাঠাতে মানবিক করিডোর দিচ্ছে। এই মানবিক করিডোর কী? মানবিক করিডোরটা হচ্ছে- যখন পাশের রাজ্যে, পাশের দেশে গৃহযুদ্ধ, রক্তারক্তি হয়, তখন সে দেশের সাধারণ জনগণকে নির্গমনের জন্য রাস্তা করে দেওয়া হয়। এই ধরনের ঘটনা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখেছি। কিন্তু একটি করিডোরও রক্তারক্তি ছাড়া মুক্তি পায়নি। সব মানবিক করিডোর অমানবিক অবস্থায় পতিত হয়েছে। সুতরাং, বাংলাদেশের যে মানবিক করিডোর দেওয়াও হচ্ছে, এটা বাংলাদেশের জনগণ ও সার্বভৌমত্বের জন্য সুখকর নয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনি চাইলে দেশের জন্য অনেক ভালো কিছু করতে পারেন।

কিন্তু আপনার ভুলের কারণে দেশের জনগণ বিপদে পড়তে পারে। আপনি তো মুখ মুছে বিদেশে চলে যাবেন। যাদেরকে বিদেশ থেকে নিয়ে এসে উপদেষ্টা বানিয়েছেন, তারাও বিদেশে চলে যাবে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের বাংলাদেশে থাকতে হবে। আমাদের দেশে থাকতে হবে। এই সাধারণ জনগণের দেশে থাকাটা অনিরাপদ করবেন না। আমাদেরকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলে দেবেন না। সরকারের উদ্দেশে রিপন আরও বলেন, স্টারলিংক বাংলাদেশে আনতে চাচ্ছেন ভালো কথা। কিন্তু বাংলাদেশে কোনও কোম্পানির মাধ্যমে আনতে হবে।

মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা

জাল আর নৌকা নিয়ে নেমে পড়ব নদীতে। আড়তদার সাহাবুদ্দিন বলেন, মাছ ধরার বন্ধ থাকায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা কেটে যাবে মাছ ধরা শুরু হলেই। আড়তগুলো সরগরম হয়ে উঠবে। এদিকে নিষেধাজ্ঞার দুই মাসে জেলায় মোট ৫৬০টি অভিযান চালিয়েছে মৎস্য বিভাগ। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব বলেন, এ বছর ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এক লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন। নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যেমাত্রা অর্জিত হবে। ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাত অর্থাৎ শনিবার (১ মার্চ) থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস জাটকাসহ সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে সরকার। এছাড়া ভোলায় মেঘনার ৯০ এবং তেঁতুলিয়া নদীর ১০০ কিলোমিটারসহ মোট ১৯০ কিলোমিটারের মধ্যেও এ নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল।

বৃষ্টি হতে পারে আরও কয়েক দিন

রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো, বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপামাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঝটিকা মিছিলবিরোধী অভিযানে

বংশাল থানা ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. ওয়ারেজ সিকদার (৪৮), তুরাগ থানা যুবলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহেদ আলম (৪০), যুবলীগের কেন্দ্রিয় কমিটির সাবেক সদস্য শহীদুল হক চৌধুরী রানা (৫৪), স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ও সম্প্রতি যাত্রাবাড়ী এলাকায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল সমন্বয়কারী জাহিদুল ইসলাম তুষার (৩০) এবং তুরাগ থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি মো. রেজাউল করিম (৪৭)। গ্রেপ্তার সাত জনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত বলেও জানান ডিসি। এদিকে আশুলিয়ায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের অংশ নেওয়ার অভিযোগে গত মঙ্গলবার ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আশুলিয়ার ভাদাইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) শাহীনুর কবীর এ তথ্য জানান। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন- ভাদাইল এলাকার ইব্রাহিম (১৮), নাজমুল খান (১৮),ইসমাইল হোসেন রনি (১৮), তুষার মিয়া (১৮) ও ইব্রাহিম (১৮)। এছাড়া পাবনারটেক এলাকার আবদুল্লাহ নয়ন। গত ২৬ এপ্রিল নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের শ্রীপুর এলাকায় ১০ জন ব্যক্তি আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল বের করেন। এর পরের দিন ২৭ এপ্রিল মিছিলের ৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পরে। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, দুই ব্যক্তি ঝটিকা মিছিলের সামনে মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও করছেন। আওয়ামী লীগের ব্যানার চার জন স্লোগান দিচ্ছিলেন, তাদের পিছনে আরও চার জনকে দেখতে পাওয়া যায়।

লাইসেন্স সংস্কারের নামে অর্থনীতি

ব্যবস্থাপনা হুমকির মুখে পড়বে, যা দেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থি। আইসিএক্সের কাজ হলো -ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে বা আইজিডাব্লিউগুলোর মাধ্যমে বিদেশ থেকে যেসব কল আসে তা মোবাইল ও অন্যান্য টেলিফোন (এএনএস বা অ্যাকসেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস) অপারেটরের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একটি মোবাইল কল থেকে আইসিএক্স কত টাকা পায় তা তুলে ধরে এআইওবির পরিচালক ও জীবনধারা সলিউশন লিমিটেডের গ্রুপ সিইও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. খুরশিদ আলম (অব.) বলেন, মোবাইল কলের ২ টাকা ৪০ পয়সার মধ্যে আইসিএক্স পায় ৪ পয়সা। দুই পয়সা বিটিআরসিকে দিয়ে দিতে হয়। এই দুই পয়সার মধ্যে ১ পয়সা লাইসেন্স, ট্যাক্স, ভ্যাট বাবদ চলে যায়। আমাদের কাছে থাকে কেবল এক পয়সা। এসময় অন্যান্য বক্তারা জানান, নতুন নীতিমালা কার্যকর হলে অবৈধ ভিওআইপি ও রাজস্ব ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নীতির দুর্বলতা অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রমকে বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে সরকার বিপুল রাজস্ব হারায়। এছাড়াও নতুন নীতির ফলে গ্রাহক পর্যায়ে খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রতিযোগিতা হ্রাস পেলে কল রেট ও ইন্টারনেট ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, যা সরাসরি সাধারণ জনগণের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে।

৫ মে থেকে বাজারে মিলবে

২৭ মে ল্যাংড়া এবং ৫ জুন আম্রপালি আম সংগ্রহ ও বাজারজাত করা যাবে। জেলা প্রশাসক আরও জানান, চলতি বছরও সাতক্ষীরা জেলা থেকে আম বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। রপ্তানিযোগ্য আম নিশ্চিত করতে গুণগতমান রক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ের আগে আম সংগ্রহ বন্ধ রাখা হবে।

কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, প্রতিটি জাতের আম পরিপক্ব হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। আগেভাগে পাড়লে আমের স্বাদ ও গুণগত মান কমে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ ক্ষুণ্ন হয়। ২০১৫ সাল থেকে সাতক্ষীরার আম ইউরোপে নিয়মিত রপ্তানি হচ্ছে, যা জেলার অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। সভায় জানানো হয়, চলতি মৌসুমে আম সংগ্রহ ও পরিবহনে নজরদারি করতে মাঠ পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত, চেকপোস্ট ও বিশেষ মনিটরিং টিম কাজ করবে। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে চালানো হবে প্রচার অভিযানও। সাতক্ষীরার আম শুধু বাংলাদেশের বাজারে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও জনপ্রিয়। জেলার আবহাওয়া ও মাটি এই অঞ্চলের আমকে করেছে সুস্বাদু, ঘ্রাণযুক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।

রাস্তায় নামছে নতুন রিকশা

ওজন সহজেই বহন করতে পারবে। ফলে দুজন যাত্রী নিয়ে চালক সহজেই রিকশাটি চালাতে পারবেন। নতুন রিকশায় ব্রেকিং ব্যবস্থা এখনকার চেয়ে অনেক ভালো হবে বলে জানান বুয়েটের দলটির সদস্যরা। তারা বলছেন, এর তিনটি চাকায় 'হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক' ও বিকল্প 'পার্কিং ব্রেক' সংযোজন করা হয়েছে। ফলে রিকশা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। সাধারণ রিকশায় 'লুকিং গ্লাস' থাকে না। ফলে রিকশাচালককে পেছনে তাকিয়ে দেখতে হয় কোনো যান আসছে কি না। আবার সাধারণ রিকশায় 'ইন্ডিকেটর' নেই। ফলে রিকশা ডানে অথবা বাঁয়ে মোড় নিলে পেছনের যানবাহনের চালকেরা তা বুঝতে পারেন না, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করে। নতুন রিকশায় 'লুকিং গ্লাস' ও 'ইন্ডিকেটর' থাকবে। নতুন রিকশায় ছাউনি ও কাচের 'উইন্ডশিল্ড' থাকবে। ফলে বৃষ্টিতে চালক ও যাত্রীদের ভিজতে হবে না। নতুন রিকশায় কাঠামোর সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত করা হয়েছে হেডলাইট (মূল বাতি), যাতে রাত্রের দৃষ্টিসীমা ঠিক থাকে। নতুন হেডলাইটে 'হাই বিম', 'লো বিম' ও 'ডিআরএল' (ডে টাইম রানিং ল্যাম্প) যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এই বাতি চালককে সড়কে চলাচলের সময় দেখতে এবং রিকশাটিকে অন্য যানবাহনের চালকের দৃষ্টিগোচর করতে সহায়তা করবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বর্তমান আইনে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন প্যাডেল রিকশার নিবন্ধন ও লাইসেন্স দেয়। আর মোটরযানের নিবন্ধন দেয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। এখন মোটর ও ব্যাটারিচালিত রিকশার নিবন্ধন ও লাইসেন্স যাতে সিটি করপোরেশন দিতে পারে, সেজন্য বিদ্যমান আইনটি সংশোধন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, সড়কে চলাচল করা ব্যাটারি রিকশাগুলো ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করা হবে। এর বিপরীতে নতুন মডেলের ব্যাটারি রিকশা নামানো হবে। এ প্রক্রিয়া ঢাকার দুই সিটি দিয়ে শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে করা হবে। নতুন রিকশার লাইসেন্স, নম্বর প্লেট ও অনুমোদন এবং রিকশা তৈরির জন্য কারখানাকে অনুমোদন দেবে স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া চালকদের প্রশিক্ষণ ও পাসের পর একজন একটি করে গাড়ি নামানোর অনুমতি পাবেন। তারা আরও জানান, সিটির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এটি নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট জেলা বা উপজেলার রাস্তা, জনসংখ্যা ও চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে এটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। আবার এক শহরের রিকশা অন্য শহরে চালানো যাবে না, সেভাবে রং, নাম্বার আলাদা করা হবে। রিকশা বানানোর ক্ষেত্রে চালকরা এক বছর সময় পাবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এ বিষয়ে সহায়তা দেবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নগর উন্নয়ন অনুবিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, ব্যাটারিরিকশা নিয়ম ও কাঠামোর মধ্যে আনতে নিবন্ধন ও লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এজন্য বর্তমান আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অধীনে নতুন বিধি করা হবে। এতে রিকশার কাঠামো, রিকশাচালকের প্রশিক্ষণ ও জরিমানার কথা উল্লেখ থাকবে। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ গণমাধ্যমকে বলেন, সুনির্দিষ্ট নকশার ভিত্তিতে এ রিকশা নামানো হবে। ইতোমধ্যে এটি প্রাইভেট সেক্টরকে দেওয়া হয়েছে। তারা একটা এটি বানাবে। দুয়েকজন এরই মধ্যে বানিয়েছেন। সেটি আমরা দেখব ঠিক আছে কি না। ঠিক থাকলে চালককে প্রশিক্ষণ করে দেব। যারা পাস করবেন, তারা সিটিয়ারিংয়ে বসতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, প্রশিক্ষণে পাস করা চালকদের একটি এনআইডি কার্ডের বিপরীতে একটি করে রিকশার লাইসেন্স দেওয়া হবে। কেউ একটির বেশি পাবেন না। রিকশা দিয়ে ব্যবসা করা যাবে না। অন্যদিকে নির্দিষ্ট নকশায় রিকশা তৈরি করতে পারবে কি না, নির্ধারিত মূল্যে সময়মতো রিকশা ডেলিভারি দিতে পারবে কি না, সেটিও লক্ষ্য রাখা হবে। মোহাম্মদ এজাজ বলেন, এখনকার ব্যাটারি রিকশাগুলো প্রতিযোগিতা উচ্ছেদ করা হবে। প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ হবে। ঢাকার দুই সিটিতে এ ধরনের রিকশা কয়েক লাখ নামবে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে

চীন পণ্যে শুল্ক আরোপ করলে তেলের দাম এক বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে আসে। রয়টার্সের এক জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে এই বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার আশঙ্কা রয়েছে। অন্য এক জরিপে দেখা গেছে, এপ্রিল মাসে চীনের কারখানার কার্যক্রম ১৬ মাসের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে সংকুচিত হয়েছে। এএনজেড ব্যাংকের সিনিয়র পণ্য কৌশলবিদ ড্যানিয়েল হাইন্স বলেছেন, বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যে চাহিদা নিয়ে উদ্বেগ বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের ওপর প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে শুল্ক নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে মার্কিন ভোক্তাদের আস্থা প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে এসেছে।

ঝুঁকিতে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ

ফসল রক্ষার বাঁধগুলো নিজেই পড়েছে ঝুঁকিতে। সরেজমিনে কিশোরগঞ্জের ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, ভৈরব, তাড়াইল, নিকলী, করিমগঞ্জ ও কটিয়াদী উপজেলায় মেরামতকৃত বাঁধগুলো ঘুরে দেখা গেছে দায়সারা সংস্কার। এগুলোর মধ্যে ইটনা উপজেলার কুনিয়ার হাওর, জিওলের হাওর, তেরালিয়ার হাওর, বালদার হাওর মিঠামইনের কাজিবখলা বড় হাওর, নওগা হাওর অষ্টগ্রামের দেওঘর হাওর, খয়েরপুর হাওর, ভৈরবের জোয়ানশাহী হাওর, বাজিতপুরের হুমাইপুর হাওর, তাড়াইলে সোনাইর হাওর, করিমগঞ্জের বাদলা হাওর, কটিয়াদীতে বড় হাওরসহ নিকলীতে নোয়াগাঁও হাওর, সাপমারী হাওর, নুন্নীর হাওর, নোয়াপাড়া হাওরে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। দেখা গেছে, বাঁধ নির্মাণের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে দায়সারাভাবে বাঁধগুলোর পাশ থেকে গর্ত করে কাটা হয়েছে মাটি। আবার অনেক স্থানে নদী থেকে ভেকু মেশিনের মাধ্যমে কাদামাটি তুলে ফেলা হয়েছে বাঁধে। যার ফলে কাজ সমাপ্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে বাঁধগুলোর গোড়া থেকে মাটি ধসে পড়ার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ নিয়ম অনুযায়ী দূর থেকে ড্রাম ট্রাকে মাটি এনে বাঁধ মেরামতের কথা। কিন্তু ইটনার জিওলের হাওরে একটি প্রকল্প ছাড়া কোথাও এ নিয়ম মানা হয়নি বলেও অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। এতে করে শঙ্কা কাটছে না কৃষকদের। স্থানীয় কৃষকরা বলছেন, টেকসই বাঁধ না হওয়ায় ঝুঁকিতে পড়তে পারে হাওরের অবশিষ্ট বোরো ধান। স্থানীয়দের অভিযোগ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নজরদারির অভাবে এ বছর হাওরের গুরুত্বপূর্ণ ফসল রক্ষা বাঁধগুলো ঝুঁকিতে পড়েছে। এসব বাঁধ মজবুত না হওয়াতে বাঁধ করা আর না করা সমান। অযথা সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কোনো প্রয়োজন ছিল না। জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, কিশোরগঞ্জের ৯টি উপজেলায় প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫০ কিলোমিটারের দীর্ঘ ১২৯টি ফসল রক্ষা বাঁধ মেরামত প্রকল্প গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, বাঁধ মেরামত কাজ সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়েছে। যেসকল উপজেলায় কাজের ত্রুটি বিচ্যুতির অভিযোগ পেয়েছি সেগুলো ঠিক করে দেওয়ার জন্য উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আর আপনারা যেগুলোতে ত্রুটি পাবেন আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সেগুলোও ঠিক করার ব্যবস্থা করবো। জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খান বলেন, প্রতি বছরই আমরা বাঁধ নিয়ে এমন অভিযোগ পাই। এবার কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। অনিয়ম হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ থেকে টানা তিন দিন

সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও মহানগরীর নেতারা বক্তব্য রাখবেন। পরদিন শুক্রবার (২ মে) বিকেল ৩টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে 'আওয়ামী লীগের বিচার, নিবন্ধন বাতিল এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবিতে' সমাবেশ করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ঢাকা মহানগর শাখার ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ উপস্থিত হতে পারে বলে এনসিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এরপর শনিবার (৩ মে) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ করবে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। মহাসমাবেশে হেফাজতে ইসলামের নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা প্রায় ৩০০টি মামলা প্রত্যাহার, ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বর, ২০২১ সালের মার্চ এবং ২০২৪ সালের বিভিন্ন ঘটনায় 'নিহতদের হত্যাকাণ্ডের বিচার', নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিল, সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপনসহ ফিলিস্তিন ও ভারতে মুসলিম নিপীড়নের প্রতিবাদ থাকবে আলোচনায়। এছাড়াও দিবস উপলক্ষে আরও বেশকিছু রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ছোট-বড় বেশ কয়েকটি সভা-সমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে।

রাজনৈতিক বিতর্ক নেই সরকারকে

কেউ বলেছে ব্যালট পেপারে জলছাপের কথা। এর সঙ্গে আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে। তাই এটা আমরা আশু বাস্তবায়নযোগ্য মনে করি না। ১০ থেকে ১২টি সুপারিশ হবে। যে বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন এবং আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে এই বিষয়গুলো বাদে অন্যগুলো নিয়ে সুপারিশ করেছেন বলে জানান তিনি।

রমনা বটমূলে বোমা হামলা

সুলতানা আক্তার রুবী। এর আগে ২০১৪ সালের ২৩ জুন বহুল আলোচিত রমনা বটমূলে বোমা হামলা মামলার রায় ঘোষণা করেন ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক রুহুল আমিন। রায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের (হুজি) শীর্ষ নেতা মুফতি আবদুল হান্নান, বিএনপি নেতা ও সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুর ভাই মাওলানা তাজউদ্দিনসহ ৮ জনের ফাঁসি ও ৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত। রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়। অনাদায়ে আরো এক বছর করে কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন আসামিরা। মুফতি হান্নান ছাড়াও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্যরা হলো- মাওলানা তাজউদ্দিন, মওলানা আকবর হোসেন, মুফতি আব্দুল হাই, হাফেজ জাহাঙ্গীর আলম বদর, মওলানা আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার, মুফতি শফিকুর রহমান ও মাওলানা আরিফ হাসান সুমন। এর মধ্যে মুফতি আবদুল হান্নানের পৃথক একটি মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, হাফেজ মাওলানা আবু তাহের, মওলানা সাব্বির ওরফে আব্দুল হান্নান সাব্বির, হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া, মাওলানা শওকত ওসমান ওরফে শেখ ফরিদ, মওলানা আব্দুর রউফ ও শাহাদত উল্লাহ ওরফে জুয়েল। পরে ২০১৭ সালের ৮ জানুয়ারি বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি সহিদুল করিমের হাইকোর্ট বেঞ্চে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের শুনানি শুরু হয়। এরপর ওই বছরের ১৪ মার্চ চূড়ান্ত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য দিন ঠিক করা হয়। পরে আদালত মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেন। এরপর মামলাটি যায় বিচারপতি মো. রুহুল কুদ্দুস ও বিচারপতি এ এসএম আব্দুল মোবিনের হাইকোর্ট বেঞ্চে। সেখানে দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর মামলাটি শুনানি হয়নি। প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান চলাকালে নিষিদ্ধ-ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের (হুজি) জঙ্গিদের বোমা হামলায় ১০ জন নিহত হন ও অনেকে আহত হন। এ ঘটনায় থানায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয়। পরে ২০০৮ সালের ২৯ নভেম্বর হরকাতুল জিহাদ (হুজি) নেতা মুফতি আবদুল হান্নানসহ ১৪ জনকে অভিযুক্ত করে সিআইডি হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করে। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে হত্যা মামলাটি বিচারিক আদালতে শেষ হয়।

ডিএনসিসিতে দুদকের

সর্বনিম্ন দরদাতা এক ইজারাদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে করে সরকার প্রতিদিন প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, দুদক অভিযানে এসেছে, এটাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা নিজেরাও এ বিষয়ে তদন্ত করছি। যেটা রেজাল্ট আসে, সে ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকারি চাকরিজীবীদের টাইম স্কেল

বছর পর (১১তম বছরে)। আর অপরটি ১৬ বছর পর অর্থাৎ ১৭তম বছরে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মূল পে-স্কেলে এ বিধান করা হলেও এ সুবিধা কীভাবে দেয়া হবে, সে বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে মূল পে-স্কেলে উল্লেখিত নিয়ম কার্যকর করতে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দিয়ে একটি পরিপত্র জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয়। মূল পে-স্কেল কার্যকর হওয়ার ৩ মাস পর গত বছরের সেপ্টেম্বরে এটি জারি করা হয়।

চাপ সামাল দিতে আকাশপথে কার্গো

ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জনবলের সংস্থান করা হবে। তিন মাসের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকেও কার্গো ফ্লাইট পরিচালনার লক্ষ্য রয়েছে।

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী থেকে স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী থেকে মো. রাহাত খান (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল বুধবার সকালে চান্দগাঁও থানাধীন হামিদচর এলাকা থেকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত রাহাত বহদ্দারহাট এলাকার মো. লিয়াকতের ছেলে এবং চান্দগাঁও থানার সানোয়ারা আবাসিক এলাকার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সে চট্টগ্রাম ব্রাদার্স ইউনিয়ন জুনিয়র ক্রিকেট টিমের সদস্য ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার বিকেলে স্কুল ছুটি শেষে গিয়েছিল রাহাত। ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে আর বাসায় ফেরেনি। সকালে হামিদচর এলাকায় লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসকে জানায়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় রাহাত খানের লাশটি উদ্ধার করে পুলিশকে হস্তান্তর করে। চান্দগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তানভীর আহমেদ বলেন, গত ২৯ এপ্রিল স্কুল থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যায় রাহাত। এরপর আর ফেরেনি। ফায়ার সার্ভিস লাশ উদ্ধার করেছে। সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে সেটি ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে জানা যাবে। পরিবার এখন পর্যন্ত কোনও অভিযোগ করেনি। বিষয়টি তদন্তাধীন, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাজীপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষে একজন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের কালীগঞ্জে জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ইসমাইল পালোয়ান (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার দুর্বাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইসমাইল পালোয়ান (৪৫) গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার দুর্বাটি এলাকার মৃত আলাউদ্দিন পালোয়ানের ছেলে। অভিযুক্তরা হলেন- একই এলাকার মৃত রওশন আলীর ছেলে তোফাজ্জল পালোয়ান (৫৫) ও তার স্ত্রী সাবিনা আক্তারসহ (৪৫) আরো কয়েকজন। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কালীগঞ্জ উপজেলার দুর্বাটি এলাকায় ইসমাইল পালোয়ান ও তোফাজ্জল পালোয়ানের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। সকালে ইসমাইল পালোয়ান জমি থেকে ধান কাটতে যায়। এ সময় তোফাজ্জল ও তার সহযোগীরা ধান কাটতে বাধা দেয় এবং ওই জমি তাদের বলে দাবি করে। পরে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে অভিযুক্তরা ইসমাইল পালোয়ানকে হাতুড়ি দিয়ে পেটায় ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় আঘাত করে। এতে তার গলা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় ও গুরুতর আহত হন। পরে ইসমাইল পালোয়ানকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। তার ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। কালীগঞ্জ থানার এসআই মাসুদ রানা শামীম জানান, নিহতের গলায় ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মুন্সীগঞ্জে মাটির নিচে মিলল ২০০ কেজির মর্টার শেল, নিষ্ক্রিয় করল ডিএমপি

স্টাফ রিপোর্টার : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার আড়ালিয়া গ্রামে মাটির নিচ থেকে উদ্ধার করা প্রায় ২০০ কেজি ওজনের মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় করেছে ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। গতকাল বুধবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, উদ্ধারকৃত মর্টার শেলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের। এদিকে গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করার সময় বিকট শব্দ হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ও দোকানপাট, মারা যায় তিনটি গরু। গজারিয়া থানার ওসি আনোয়ার আলম আজাদ জানান, গত মঙ্গলবার রাতে মর্টার শেল বিস্ফোরণ ঘটানোর মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করার সময় সেটি ২০০ মিটার এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যদের অবরুদ্ধ করে রাখেন স্থানীয়রা। পরে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিস্ফোরণে ঘরে থাকা টিভি-ফ্রিজসহ ঘরের চাল উড়ে গেছে অনেকের। ইউএনওসহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, বিস্ফোরণে সেলিম, হারেস, রশিদ, রফিজ, রেনু মিস্ত্রী, ফরিদ হোসেন, আব্দুল হান্নান, মানিক মিয়া, জলিল, মুক্তার হোসেন, আব্দুল গাফফার, সেলিম মিয়া, বারেকের বাড়িসহ গ্রামটির অর্ধশত বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় তীব্র শব্দে আশিক নামে এক চাষির তিনটি গরু মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শী চা দোকানি আব্দুর রশিদ বলেন, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটা বেশি ছিল যে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে আমার দোকানের প্রায় সব কিছু উড়ে গেছে। ঘটনাস্থলের চার কিলোমিটার দূরে বালুয়াকান্দি গ্রামের বাসিন্দা তানিয়া আক্তার বলেন, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ঠিক ৭টা ৫৬ মিনিটে আমরা তীব্র ঝাকুনি অনুভব করি। প্রথমে ভূমিকম্প ভাবলেও পড়ে জানতে পারি আড়ালিয়া গ্রামে উদ্ধার হওয়া মর্টার শেলটির বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। সোমবার সকালে আড়ালিয়া গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন হানিফের কৃষি জমিতে মাটি কেটে আইল বানাতে গেলে একটি মর্টার শেল পাওয়া যায়। স্থানীয়রা এটিকে প্রথমে সীমানা পিলার মনে করলেও পরে পুলিশ জানায় যে এটি একটি অবিস্ফোরিত মর্টার শেল। পরে সেটি নিষ্ক্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

রাজনৈতিক বিতর্ক-আর্থিক সংশ্লেষ নেই সরকারকে এমন সংস্কার সুপারিশ ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারকে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং আর্থিক সংশ্লেষ নেই এমন নির্বাচনী সংস্কার সুপারিশ করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ চাইলে সংস্থাটি এমন সিদ্ধান্ত নেয় বলে জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। গতকাল বুধবার নির্বাচন ভবনে তিনি আরও বলেন, আশু বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার সুপারিশ চূড়ান্ত করেছি। এটা এখন পাঠিয়ে দেবো। এখানে তিন ধরনের ক্যাটাগরি ছিল। যেটা আশু বাস্তবায়নযোগ্য কিন্তু রাজনৈতিক কোনো বিতর্ক নাই, সেগুলো আমরা অনুমোদন দিয়ে দিয়েছি। যেগুলো ঐক্যমত্যের বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করিনি। আবার যেগুলো আগে দিয়েছি সেগুলো বলেছি। তিনি বলেন, কিছু আছে নির্বাচন কমিশন নিজেই বাস্তবায়ন করবে। বিধি সংশ্লিষ্ট যেগুলো, সেগুলো ইসি করতে পারবে। রাজনৈতিক দলগুলো যে বিষয়গুলোতে একমত হবে সেগুলো নিয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, কেউ বলেছে ব্যালট পেপারে জলছাপের কথা। এর সঙ্গে আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে। তাই এটা আমরা আশু বাস্তবায়নযোগ্য মনে করি না। ১০ থেকে ১২টি সুপারিশ হবে। যে বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন এবং আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে এই বিষয়গুলো বাদে অন্যগুলো নিয়ে সুপারিশ করেছেন বলে জানান তিনি।

বনশ্রীতে বাসচাপায় ২ যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর খিলগাঁও বনশ্রী এলাকায় বাসচাপায় পাভেল (১৯) ও আব্দুল্লাহ আল মামুন (২০) নামে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। ঘটনার সময় পৃথক দুটি মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল যুবকরা। গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে খিলগাঁও বনশ্রী ফরাজী হাসপাতালের পাশের রাস্তায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি বাস দুটি মোটরসাইকেলকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে ওই দুই যুবক মারা যায়। খিলগাঁও থানার ওসি মো. দাউদ হোসেন ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, পৃথক দুটি মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল ওই যুবক। পরবর্তী একটি বাসের চাপায় দুইজন ঘটনাস্থলে মারা যায়। প্রাথমিকভাবে তাদের নামটা পাওয়া গেল বিস্তারিত জানার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে নিহত দুইজন সম্পর্কে কী হয় তা জানা যায়নি তবে একই এলাকায় তাদের বাসা বলে জানা গেছে। তাদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হবিগঞ্জে গরু চোর সন্দেহে ৩ যুবককে পুলিশে সোপর্দ

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় গরু চোর সন্দেহে তিন যুবককে আটক করে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার সুলতানপুর গ্রামবাসী তাদের আটক করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলে কাশিনগর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের গ্রেপ্তার দেখায়। এরা হলেন- মাধবপুর উপজেলার আলীনগর গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে আল আমিন, বরুড়া গ্রামের ইউনুস মিয়ার ছেলে পারভেজ মিয়া ও একই গ্রামের শামসু মিয়ার ছেলে শাকিল মিয়া। স্থানীয়রা জানান, মাধবপুর উপজেলার ধর্মঘর ও চৌমুহনী ইউনিয়নে গত এক সপ্তাহে ৮টি গরু চুরি হয়েছে। পরে গতকাল বুধবার সকালে জঙ্গলে বাঁধা অবস্থায় দুটি গরু উদ্ধার করা হয়। এরপরই আল আমিন, পারভেজ মিয়া ও শাকিল মিয়াকে আটক করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। এ ব্যাপারে কাশিমনগর পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক গোলাম মোস্তফা বলেন, এলাকাবাসী গরু চোর সন্দেহে তিনজনকে আটক করে বেঁধে রাখে। তবে তারা গরু চুরির সঙ্গে জড়িত কিনা পুলিশ এখনও নিশ্চিত হয়নি। মারধরের শিকার হবে এজন্য তিনজনকে উদ্ধার করে দণ্ডবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে একজনকে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দিঘীরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় মোশাররফ হোসেন (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুর ১টার দিকে নিজ বাড়িতে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার পরিবারের ছয় সদস্য। নিহত মোশাররফ দিঘীরপাড় গ্রামের বাসিন্দা। আহত ছয়জন হলেন- আনিছুর রহমান, মতিয়ার রহমান, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, জাহাঙ্গীর হোসেন ও নাহিদ। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য আহম্মদ আলী জানান, দিঘীরপাড় গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ শিকদার ও আবু সাঈদের দুটি সামাজিক দল ছিল। গ্রাম পর্যায়ে তারা আলিমুদ্দীন ও আহম্মদ আলী পক্ষে বিভক্ত হয়। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর উভয়পক্ষের সামাজিক দলের সদস্যরা যুবদল নেতা শাহাবুল ও বিএনপি নেতা জাহিদ বিশ্বাসের দলে যোগ দেন এবং বিরোধ আরও চরমে ওঠে। সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল কুদ্দুস জানান, পুরোনো বিরোধের জের ধরে গত ২৮ এপ্রিল উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বুধবার দুপুরে মোশাররফ হোসেনের বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায় প্রতিপক্ষ। ঘটনার দিন আলিমুদ্দীনের সমর্থকরা পিটিয়ে ও কুপিয়ে নারীসহ পাঁচজনকে আহত করে। এরই জের ধরে গতকাল বুধবার দুপুরে এলাকায় পুলিশ আসার খবরে আলিমুদ্দীনের সমর্থকরা নিরাপদ স্থানে চলে যায়। যে কারণে সুযোগ বুঝে আহাম্মদ আলীর সমর্থকরা প্রতিপক্ষ আলিমুদ্দীন পক্ষের সদস্য মোশাররফের বাড়িতে ঢুকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে সাতজনকে গুরুতর জখম করে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মোশাররফের মৃত্যু হয়। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল-মামুন এতথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতির স্বাভাবিক রয়েছে। পরবর্তী সংঘর্ষ এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

করমুক্ত আয়সীমা সাড়ে ৪ লাখ টাকা করার পরামর্শ এফবিসিসিআইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার : করমুক্ত আয়সীমা এক লাখ টাকা বাড়িয়ে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা করার পরামর্শ দিয়েছে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান এ পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আয়কর ও মূসকের আওতা সম্প্রসারণ করে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ট্যাক্স-জিডিপির অনুপাত বাড়াতে আয়কর বাড়াতে হবে। সক্ষম করদাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক আয়কর ও মূসক নিবন্ধনের আওতায় এনে কর জিডিপি অনুপাত বাড়ানো সম্ভব। সভায় বেনাপোল স্থলবন্দর ব্যবহার করে সুতা আমদানির সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানা বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) প্রশাসক আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, রিসাইকেল ফাইবার নীতি সহায়তা দিতে হবে। এটা করা গেলে সাত বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার প্রসার ঘটতো। পাড়ার ছোট দোকান থেকে পাড়ার মাস্তান চাঁদা তোলে। কিন্তু সরকার কর আদায় করতে পারে না। প্রয়োজনে বিন নম্বর না দিয়ে নিবন্ধনের আওতায় এনে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর দাবি জানান ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র সহ-সভাপতি রাজীব চৌধুরী। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ বলেন, ব্যবসায়ীদের দাবি দাওয়া ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে, যা আগামী বাজেটে প্রতিফলিত হবে। কর বেয়াতের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। ট্যাক্স না দিলে সেবা দেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, সরকারের সেবার বিষয়টি একটি সার্বজনীন বিষয়। ট্যাক্স দেওয়া মানে শুধু নিজের বাড়ির সামনে বাতি জ্বলা বা পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয় না। নিজের বাড়ির পাশাপাশি অন্যের বাড়ির সামনে আলো, পানি নিশ্চিত করাসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। উপদেষ্টা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানিতে আরোপিত ৩৭ শতাংশ কর ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। পুরোপুরি কমানোর জন্য আলোচনা চলছে। প্রয়োজনে আরও ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান। সভায় অতিথি ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

খুলনায় ট্রেনের ধাক্কায় যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনায় রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় মো. হেলাল (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত হেলালের বাড়ি খুলনার তেরখাদা উপজেলার মধুপুর গ্রামে। তিনি খালাসী হিসেবে সাহা চন্দ্রপুর ঝুট প্রেসে কর্মরত ছিলেন। গতকাল বুধবার সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে মহানগরীর দৌলতপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিহত হেলাল ট্রেনের ধাক্কায় মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত পান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সাড়ে ৯টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। খুলনা রেলস্টেশন মাস্টার মো. জাকির হোসেন বলেন, খুলনা থেকে রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস দৌলতপুর গেলে রেললাইন পারাপারের সময় হেলাল ট্রেনের ধাক্কায় আহত হন। পরে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন তিনি মারা যান।

আছিয়া ধর্ষণ-হত্যা মামলায় ৪র্থ দিনে সাক্ষ্য দিলেন তিন চিকিৎসক

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরার শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ টানা চতুর্থ দিনের মতো সম্পন্ন হয় গতকাল বুধবার। এদিন সকাল ১০টার দিকে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম জাহিদ হাসানের আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। গতকাল বুধবার মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন মাগুরা ও ফরিদপুর মেডিকেলের তিনজন চিকিৎসক। যারা শিশু আছিয়ার চিকিৎসা করেছিলেন। আগামী ৪ মে মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। এর আগে সবাই ঝিনাইদহ জেলা কারাগার থেকে মাগুরায় আনা হয় হিটু শেখসহ সব আসামিদের। ২৩ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে বিচারকাজ শুরু হয়। গত রোববার থেকে প্রতিদিন মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। চাঞ্চল্যকর এই মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখকে আদালত থেকে পুলিশের একটি হেলমেট পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, আমি নির্দোষ, আমার বেটার বউকে ধরেন, ওই সব করেছে। এমন অভিযোগ করতে করতে আদালত থেকে বের হয়ে যান হিটু শেখ। এই মামলায় চতুর্থদিনের মতো সাক্ষ্য দিয়েছেন মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালের গাইনি বিভাগের প্রধান নাকিবা সুলতানা, জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জুলহাস ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক চিকিৎসকের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এহসানুল হক সমাজী বলেন, আদালতে তিনজন মেডিকেল এক্সপার্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন। জবানবন্দির পাশাপাশি তারা মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখিয়েছেন। পরে আরও মেডিকেল এক্সপার্ট রয়েছেন আশা করছি আগামী রোববার তারা আদালতে এসে সাক্ষ্য দেবেন। আমরা আশা করছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি হবে। রমজানের ছুটিতে শহরের নিজনান্দুয়ালী এলাকায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গত ৫ মার্চ রাতে শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়। বোনের শ্বশুর হিটু শেখ মেয়েটিকে শুধু ধর্ষণই করেননি, হত্যারও চেষ্টা চালিয়েছেন। এ ঘটনায় হিটু শেখকে প্রধান আসামি করে মামলা করেন মেয়েটির মা। ঘটনার পর শিশুটিকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ফদিরপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে পাঠানো হয় ঢাকায়। ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৩ মার্চ সে মারা যায়। এ মামলায় আদালতে পুলিশের দাখিল করা চার্জশিটে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় হিটু শেখকে প্রধান অভিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শিশুটির বোনের স্বামী সজীব শেখ ও তার ভাই রাতুল শেখকে ভয়ভীতি দেখানো এবং বোনের শাশুড়ি জাহেদা বেগমকে তথ্য গোপনের অভিযোগে অভিভুক্ত করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে দেয়াল ভেঙে ঘরে ঢুকে গেল লরি

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে সিমেন্টবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেয়াল ভেঙে একটি ঘরে ঢুকে গেছে। এসময় ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান পরিবারের ৪ সদস্য। গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে ৫টায় হেঁয়াকো-গহিরা সড়কের কাজিরহাট বাজার বণিকপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। বেঁচে যাওয়া পরিবারের সদস্যরা হলেন- জয়দেব (২৫), মুন্নী (২০), কেয়া (২২) ও দেড় বছর বয়সী অঙ্কিত। থানা পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় লরি চালককে আটক করা হয়েছে। লরিটি জব্দ করা হয়েছে। ঘটনার শিকার বাবুল ধর জানান, ভোরে একটি সিমেন্টবোঝাই লরি দেয়াল ভেঙে পুত্রবধূ কেয়ার ঘরে ঢুকে যায়। এসময় ঘুমিয়ে থাকা কেয়ার কন্যা সন্তান অঙ্কিত প্রাণে বেঁচে যায়। আহত হয় কেয়া, বাবুলের ছোট ছেলে জয়দেব ও তার স্ত্রী মুন্নী।

মানিকগঞ্জে হত্যা মামলায় ১ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১ জনের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে বিল্লাল হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে একজনের মৃত্যুদণ্ড এবং একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাবিনা ইয়াসমিন আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন- জেলার শিবালয় উপজেলার দক্ষিণ খানপুর এলাকার এখলাস মাতাব্বরের ছেলে মো. পারভেজ হোসেন ওরফে সুমন শেখ (৩০) এবং একই এলাকার শহিদ বেপারীর ছেলে আলীম (৩২)। এদের মধ্যে সুমনকে মৃত্যুদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপর আসামি আলীমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন বিচারক। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভিকটিম বিল্লাল হোসেনের স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে স্কুলে যাওয়া আসার পথে উত্ত্যক্ত করতেন আসামি সুমন শেখ। আর বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ ছিল আসামি আলীমের। মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার বিচার চাওয়ায় আসামি সুমন অপর আসামি আলীমের সঙ্গে একজোট হয়ে বিল্লাল হোসেনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৫ মার্চ এই দুই আসামিসহ আরও এক আসামি মিলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিল্লালকে কুপিয়ে হত্যা করেন। এদের মধ্যে এক আসামি শিশু হওয়ায় পৃথক আদালতে তার বিচার চলমান। এরপর দীর্ঘ সময় মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারক এ রায় দেন। আসামি সুমন শেখের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক ও আসামি আলীমের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম। আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট বুলবুল আহমেদ গোলাপ।

রাজধানীতে পর পর তিনদিনে ৪টি সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার : টানা তিনদিনের সরকারি ছুটি শুরু হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার থেকে। এই ছুটিকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকায় চারটি দল ও সংগঠন পৃথকভাবে জনসমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে বড় পরিসরে শ্রমিক সমাবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। সমাবেশে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হবেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় নেতারা। এই সমাবেশ আয়োজন করছে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। এদিকে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর পল্টন মোড়ে শ্রমিক সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের আমির ডা. শফিকুর রহমান। বক্তব্য দেবেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পারওয়ার। এর পরের দিন, আগামীকাল শুক্রবার বিকেল ৩টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ ফটকে সমাবেশ করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আওয়ামী লীগের বিচার, নিবন্ধন বাতিল এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবিতে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। দলটির ঢাকা মহানগর শাখার ব্যানারে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এনসিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এতে ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষের উপস্থিতি হতে পারেন। ছুটির তৃতীয় দিন আগামী শনিবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ করবে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এক মাস ধরে এ কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে সংগঠনটি।

সম্পাদকীয়

উর্ধ্বমুখী প্রবণতায় কেন অস্থির পেঁয়াজের বাজার

পেঁয়াজের ভরা মৌসুম এখন। এর পরও কেজিতে ১৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত দাম বেড়েছে। ৩০-৩৫ টাকার পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকায়। অনেকের মতে, বাজারে তদারকি না থাকায় ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে বাজারে অস্থিরতা তৈরি করছেন। এখনই লাগাম টেনে ধরতে না পারলে বাজারে অস্থিরতা বাড়বে। কোনো ঘাটতি নেই, তবু পণ্যটির দাম বাড়ছে। আর কারণ হিসেবে মজুত করে রাখা, আমদানির অনুমতি (আইপি) বন্ধ রাখা এবং রমজানে দাম বেশি পাওয়ার আশায় অপরিপক্ব পেঁয়াজ বাজারে বেশি সরবরাহ করায় পরিপক্ব পেঁয়াজ বাজারে কম আসার মতো বিষয়গুলোকে দায়ী করছেন পাইকার ও আড়তদাররা। পেঁয়াজের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে পেঁয়াজচাষি, ব্যবসায়ী ও আড়তদাররা সবাই প্রায় একই কথা বলছেন। তারা বলছেন, জমিতে এখন আর কোনো পেঁয়াজ নেই। সব পেঁয়াজ কৃষকের ঘরে উঠে গেছে। এসব পেঁয়াজের বেশিরভাগই কৃষক নিজেরা ও মজুতদাররা কিনে সংরক্ষণ করছেন। ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়বে, সে আশায় বাজারে তুলনামূলক কম পেঁয়াজ আনছেন। এসব কারণে পেঁয়াজের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে পণ্যটির দাম বেড়ে গেছে। শ্যামবাজারে পাইকারিতে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৪২ থেকে ৪৮ টাকা কেজি দরে, যা রোজার ঈদের আগেও ছিল ২৫ থেকে ৩২ টাকা কেজি দরে। সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, গত সপ্তাহে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ছিল ৩০ থেকে ৫০ টাকা। চলতি সপ্তাহে এই দাম বেড়ে ৪৫ থেকে ৬৫ টাকা হয়েছে। টিসিবির হিসাবেও কেজিতে দাম বেড়েছে ১০ থেকে ১৫ টাকা। গত বছরের এই সময়ে পেঁয়াজের দাম ছিল ৬০ থেকে ৬৫ টাকা। এদিকে, পেঁয়াজের বর্তমান খুচরা মূল্যকে যৌক্তিক বললেও দাম বৃদ্ধি যেন লাগামহীন হয়ে না পড়ে, সেদিকে নজরদারির পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের। কৃষি বিভাগ বলছে, দেশে বছরে পেঁয়াজের চাহিদা ৩২ থেকে ৩৫ লাখ মেট্রিক টন। গত অর্থবছরে ৩৬ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছে ৩৪ লাখ টনের বেশি। ৩৮ লাখ ২১ হাজার টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এবার। কোনো রকম ফলন বিপর্যয় ছাড়াই কৃষকের ঘরে উঠে গেছে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ। অন্তর্বর্তী সরকার যেভাবে রমজানে বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, সেই ফরমুলা অন্য সময়ের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। সরকারকে জনগণের কাছে শত্রু বানাতে কারা পেছন থেকে ছুরি মারছে, গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করে তাদের শনাক্ত করা জরুরি।

ভূমি অফিসে ঘুস লেনদেন
কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

ভূমি অফিসগুলোতে অনিয়ম, ঘুসের খবর নতুন নয়। তৃণমূল থেকে ওপরের দিকে বিভিন্ন ভূমি অফিস যেন ঘুসের হাট। পরিহাস হচ্ছে, ভূমিসেবা দুর্নীতিমুক্ত রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগের পরও এই সেবা খাতে দুর্নীতি কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলছে, সেবা খাতগুলোর মধ্যে বিচারিক সেবার পরপরই বেশি ঘুস দিতে হয় যেসব সেবা খাতে, সেগুলোর মধ্যে প্রথমেই আছে ভূমি খাত। সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ শীর্ষক প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছিল। টিআইবি বলছে, ২০২৩ সালে ঘুসের শিকার হয়েছে দেশের প্রায় ৫১ শতাংশ পরিবার (খানা)। সেবা নিতে গিয়ে ২০২৩ সালে খানাপ্রতি ভূমিসেবায় ১১ হাজার ৭৭৬ টাকা ঘুস দিতে হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নামজারি, রেকর্ড সংশোধন, দখল নিরসন কিংবা জমির দস্তাবেজ জারি- প্রতিটি ধাপে ঘুস যেন অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাগজ ঠিক, দলিল সঠিক, খতিয়ান ঠিকঠাক, তবু ফাইল নড়ে না ঘুস ছাড়া। এই দুর্নীতিকে পুষ্ট করে আমাদের নিষ্ক্রিয় প্রশাসন, লোক-দেখানো অভিযান আর দুর্বল রাজনৈতিক সদিচ্ছা। মাঝেমধ্যে গণমাধ্যম কিছু প্রকাশ করে, দু-একজন সাময়িক বরখাস্ত হন, কিছুদিন আলোচনা চলে, তারপর আবার আগের জায়গায় ফিরতে সময় লাগে না। আসলে এসবের গোড়ায় রয়েছে স্বচ্ছতার অভাব। বেশির ভাগ ভূমি অফিস এখনো ডিজিটাইজড হয়নি। ফলে কাগজপত্র ঘাঁটার ফাঁকেই চলে ঘুসের খেলা। অনলাইনে খতিয়ান কিংবা নামজারির আবেদন করা গেলেও তা শেষমেশ গিয়ে আটকে যায় 'ম্যানেজ' করার দরজায়। ভূমি অফিসগুলোতে সম্পূর্ণ ডিজিটাল রেকর্ড ব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রতি সেবার জন্য নির্ধারিত সময় ও খরচ জনসমক্ষে প্রচার করতে হবে। অনিয়মকে প্রতিরোধ করতে হলে শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার নয়, একই সঙ্গে জরুরি মানসিকতার বদল। দেশের ভূমি অফিসে হরেক রকমের জালিয়াতি আর অবৈধ অর্থ লেনদেনের সুযোগ বন্ধ করতে দীর্ঘদিন ধরে নানা কথা চলতে থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিক্রিয়া খুব সামান্যই। দেশের ভূমি নিবন্ধন সেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি-অনিয়ম বাড়তে বাড়তে এখন তা প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়ে গেছে। ঘুস নিলে শুধু চাকরিচ্যুতি নয়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির তৈরি করতে হবে।

ঢাকার বাইরের সরকারি হাসপাতালগুলোতে ধস

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। অথচ বাংলাদেশের প্রান্তিক জেলা, উপজেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতে যে চিত্র উন্মোচিত হচ্ছে, তা এই অধিকারকে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করছে। রাজধানীর বাইরে একটি কার্যকর, মানবিক ও আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো গড়ে তুলতে রাষ্ট্রযন্ত্রের অক্ষমতা ও অবহেলা আজ ভয়াবহ সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে পুরো ব্যবস্থাটিকে। প্রায় প্রতিটি জেলা কিংবা বড় উপজেলা হাসপাতালেই চিত্র একই–নষ্ট যন্ত্রপাতি, পর্যাপ্ত ডাক্তার ও নার্সের অভাব, আইসিইউ চালু থাকলেও জনবল নেই, আধা-নির্মিত ভবন পড়ে আছে বছরের পর বছর। কোনো এক জায়গায় রোগী আছে, কিন্তু ওষুধ নেই। কোথাও ডাক্তার নেই, আবার কোথাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না যন্ত্রপাতি বিকল থাকার কারণে। অবকাঠামো শেষ না হওয়ায় অনেক হাসপাতাল রোগীর চাপ সামলাতে না পেরে কার্যত রেফার সেন্টারে পরিণত হয়েছে–রোগী এলেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়, রাজশাহীতে কিংবা অন্যত্র। তাতে ভোগান্তি বাড়ছে সাধারণ মানুষের, চিকিৎসা ব্যয় বহুগুণে বাড়ছে, এবং সবচেয়ে শোচনীয়–অনেক রোগী রাস্তাতেই হারিয়ে ফেলছেন প্রাণ। চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, নোয়াখালী, যশোর, গাজীপুর–প্রায় সব জায়গায় জনবল সংকট এবং যন্ত্রপাতির অচলাবস্থা যেন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। আশঙ্কার বিষয় হলো, এসব দুরবস্থা সরকারের বিভিন্ন দফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের জানা থাকার পরও, বছরের পর বছর ধরে এ সংকটগুলো সমাধানের কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। বরিশালের ৫০ শতাংশ চিকিৎসক পদ ফাঁকা, বাগেরহাটে ২২০ জন চিকিৎসকের স্থলে আছেন মাত্র ২১ জন, আর নড়াইলে ভবন নির্মাণের কাজই শেষ হয়নি ছয় বছরেও। এই চিত্র কেবল সংখ্যা নয়–এগুলো একটি ব্যর্থ নীতির প্রতিচ্ছবি, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা নয়, বরং কাগুজে প্রকল্প ও দীর্ঘসূত্রতা যেন প্রাধান্য পাচ্ছে। এই সংকট শুধু সেবার মান কমিয়ে দিচ্ছে না, বরং রাজধানী মুখী রোগীর চাপ দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে–ফলে ঢাকাতেও হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে অসহনীয়ভাবে। একটি সুস্থ স্বাস্থ্যব্যবস্থা কেবল শহরের জন্য নয়, দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার বাইরে হাসপাতালগুলোর এই বেহাল অবস্থা মূলত স্বাস্থ্য খাতে সমতা ও ন্যায়ের অভাবকেই প্রকাশ করে। এখন সময় এসেছে, এ সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করে অবিলম্বে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করার। প্রতি বছর বাজেট ঘোষণায় স্বাস্থ্য খাতে বিপুল বরাদ্দের কথা বলা হলেও বাস্তবায়ন কোথায়? কেন এতগুলো মেশিন বছরের পর বছর মেরামত হচ্ছে না? কেন ভবন তৈরি হচ্ছে, অথচ চিকিৎসক নেই? কেন একজন রোগী সামান্য চিকিৎসার জন্য ২০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ঢাকায় আসছেন? এসব প্রশ্নের জবাব রাষ্ট্রের কাছে জনগণের ন্যায্য দাবি। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য খাতের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকরা অবিলম্বে এসব সমস্যার সমাধানে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। শুধু আশ্বাস নয়, দেখতে চাই দৃশ্যমান পরিবর্তন।

আবেগে মগ্ন উম্মাহর আত্মবিস্মৃত প্রতিচ্ছবি

রাজু আহমেদ

মুসলিমদের আবেগ কত সস্তা! কত অল্পতে এরা সন্তুষ্ট হয়! ইসরায়েলের ২৫০০ হেক্টর বনভূমি আগুনে পুড়েছে এবং তাতেই বাংলাদেশে ''সুবহান-াল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ'' বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর বিচার লিখে সে অগ্নিকাণ্ডের চিত্র ফেইসবুকে দেদারসে শেয়ার হচ্ছে। ফিলিস্তিনের একটা শিশুর জীবনের দাম কত? মুসলিমরা বোধহয় গাজা ও রাফার শহিদদের লাশের সাথে ইসরায়েলের লেলিহান আগুনে পুড়ে যাওয়া বৃক্ষের কয়লাকে এক পাল্লায় তুলে দিয়ে ক্ষতির খতিয়ান মাপছে! সারাবিশ্বের মুসলিমরা এটা হয়ত কখনোই বুঝবে না যে, তাদের সগৌরবে ইতিহাস এবং ঐতিহ্য আছে। ভবিষ্যতে তাদের জন্য সুখবর আছে। অথচ কত গভীর আত্মবিস্মৃতির প্রতিচ্ছবি দেখছি। তাদের কর্মকাণ্ডের কী করুণ অবস্থা অবলোকন করছি। শত্রুর দেশে ভূমিকম্প হলে তারা ''আলহামদুলিল্লাহ'' পড়বে, আগুন লাগলে ''সুবহানাল্লাহ'' বলবে। তবুও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রকল্প হাতে নেবে না। নিহত ও আহত ভাইদের ছবি সম্বলিত ব্যানার নিয়ে মিছিল করবে, শত্রুর ছবিতে জুতোর মালা দেবে কিংবা কুশপুত্তলিকা দাহ করবে–তবুও সঠিক পথে হাঁটবে না। প্রতিবাদের মঞ্চে স্লোগানে স্লোগানে পরিবেশ পরিস্থিতি মুখর করে বটে তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি কি আদৌ হাসিল হয়? তরবারি বিক্রি করে তসবি কেনা তৌহিদি জনতাকে উহুদ-বদরের গল্প বলে লাভ নাই। যারা গড় আয়ুর সবটুকু বাঁচতে চায়, তাদের দ্বারা ফিলিস্তিনের মানুষের দরদ কোনোদিন প্রকাশ পাবে না। তারা কোকাকোলা বন্ধ করবে, মোজোর ব্যবসা জাগিয়ে দিতে। তারা বাটার শোরুম লুট করে অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়ে চুরি করা জুতো বিক্রি করবে। মুসলিমদের অধিকার রক্ষার জন্য যা করা দরকার, সেটুকু বাদে তারা সব করছে। পনেরো জন মুসলিম মোটামুটি পঁচিশটি মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের সাথে কথার লড়াইয়ে লিপ্ত থাকছে। তাদের দলেরও অভাব নাই, অনুসারীরও কমতি নাই। অভাব শুধু ঐক্যের। শায়খরাই যেখানে শত্রু সেখানে তাদের অন্ধ মুরিদ পরস্পরের বন্ধু হবে কী করে? জ্ঞানের রাজ্যের দখল, নতুন কিছু ইনোভেশন–এসবে মুসলিমদের অংশগ্রহণ খুব কম। গরুর গোশত ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি করা জাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কত কম দামে বিক্রি করে গেলো। লুট হয়ে গেলো পূর্বপুরুষদের সম্মান। তারা মুরিদদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আদালতকে জিম্মি করে মেয়রের রায় বাগিয়ে নিতে চায়! কাশ্মীর পরবর্তী ফিলিস্তিন। ভারতীয় মিডিয়া এবং বিজেপির শুভেন্দুরা সে ব্যাকগ্রাউন্ড ইতোমধ্যেই তৈরি করছে। মোদীর মমতায় নেতানিয়াহুরা সহায়তা করতে এক পা বাড়িয়ে আছে। অথচ ইসলামের ইজারাদার সৌদি আরব রাজতন্ত্র টিকাতে ব্যস্ত। মানচিত্রে পাকিস্তান নামক একটা দেশ আছে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ মাথামোটা শ্রেণির! আর বাংলাদেশ? এইট পাশ তৌহিদি জনতাকে নিয়ে যারা স্বার্থ হাসিলের লড়াইয়ে অবতীর্ণ, তারা দেশটার বারোটা না বাজিয়ে থামবে না। যে পৃথিবীতে অস্ত্রের যুদ্ধ হয়, আকাশের দখল নিয়ে লড়াই চলে, সমুদ্রের তলদেশে ঘাঁটি হয় কিংবা বিজ্ঞান পৌঁছে যায় মহাকাশ পর্যন্ত– সেখানে আল্লাহর কাছে নালিশ এবং স্বার্থপরতার দখলদারিত্বের ঈমানে ফেরেশতারা মুনাফেকদের পক্ষে যুদ্ধ করে না। নিজেদের মধ্যে হানাহানি, মারামারিতে যে জাতি বিভক্ত, সে জাতির কাউকেই শত্রুপক্ষ ছাড় দেবে না। একজনও রক্ষা পাবে না। মুসলিমের আবাসস্থল ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হতে হতে মক্কা-মদিনায় গিয়ে ঠেকবে। সময় যত সামনে গড়াবে, 'ইসলাম ভার্সেস অলে'র লড়াই তত ঘনীভূত হবে। মুসলিমের শত্রু ঘরে এবং দূরে। মত ও পথের পার্থক্য পৃথিবী থেকে ইসলামের ঝান্ডা বিলুপ্ত করবে। ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সিরিয়া–কাদের বুলেটে কারা মরছে? কাদের বিরুদ্ধে কারা লড়ছে? শত বছর ধরে কাশ্মীরের নাগরিকদের রক্তে পৃথিবীর ভূস্বর্গ রঞ্জিত হচ্ছে–মানবতাবাদীরা কোথায়? স্ব স্ব ধর্মের সীমানা প্রচীরকে কৃত্রিম মানবতাবোধ অতিক্রম করতে পারে না। যারা প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে সোচ্চার, তাদের দেশে সংখ্যালঘুদের আবেগ ও রক্ত নিয়ে হোলিখেলা চলছে- সেদিকে খেয়াল নাই। মসজিদ ভাঙছে, জমিন দখল হচ্ছে এবং সরকার সেসবকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। কেউ যদি নিজেকে রক্ষা করতে না পারে– অন্য কেউ সহায়তা করবে না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয় থাকলে অন্যরা তো ফিরেও তাকাবে না। সবকিছু আল্লাহ দেখবেন, বিচার করবেন- এমন আশায় বসে আছে দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করা পক্ষ। তবে তো আর চেষ্টা করা লাগে না! নিজেকে সুরক্ষা দিতে সুরম্য প্রাচীরঘেরা দুর্গে থাকা লাগে না। যে যুগে তসবির চেয়ে তরবারির প্রয়োজনীয়তা বেশি ছিল, সে যুগের বীররা তাই করেছিল। এখন সেয়ানে সেয়ানের লড়াইয়ের জন্য আকাশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সমুদ্রের দখল নিতে হবে। যুদ্ধাস্ত্রে ভূমি ভারী করতে হবে। শত্রুপক্ষের কাছে মিসাইল, আর তুমি খেঁজুরের লাঠি হাতে নিয়ে মানবতার নাসিহা শুনালে– কে শুনবে তোমার বাক ওয়াজ? আজগুবি কিচ্ছা কাহিনি বলে জনতাকে সাময়িক বোকা বানানো যায় কিন্তু শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করা যায় না। মুসলিম বিশ্বকে পরমাণু শক্তিধর হতে হবে। আকাশ প্রতিরক্ষার আধুনিক টেকনোলজি উদ্ভাবন করতে হবে। জমিনে বিচরণের জন্য আধুনিক নিরাপত্তার সমন্বয় করতে হবে। মোটকথা, সমরবিদ্যায় পরাঙ্গম হতে হবে। নাহু-সরফ আর শরহে বেকায়া-মুতাওয়ালা করার উপযুক্ত সময় এখন নয়। মসজিদের কোণে বসে মোশাহাদার সময় শেষ হয়েছে। তাবলিগের ক্ষেত্রটাকে মর্যাদা রক্ষার ময়দানে সম্প্রসারিত করতে হবে। মর্দে মুজাহিদ হতে হবে। পানিতে ফুঁক দেওয়া, বালি ছুড়ে মারা কিংবা বান মেরে মান মারা– এসব আধিভৌতিক ব্যাপার দিয়ে সমরে শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করা যায় না। কৌশলী হয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। আদর্শ দিয়ে অন্যদের আকৃষ্ট করতে হবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। মুসলিমদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। ২০০ কোটি মুসলিম- মোটেও সামান্য সংখ্যা নয়। শরাব এবং নারীতে বুঁদ থাকলে, সম্পদ ও ক্ষমতার কাছে বিক্রি হলে মুসলিমদের জন্য অচিরেই দুনিয়াজোড়া জাহান্নাম নাজিল হবে। ইতোমধ্যে আলামত বোধহয় প্রকাশিত হয়েছে। নয়তো গোটা আরব বিশ্বকে এক ইসরায়েলের সাথে বারবার নাকানিচুবানি খেতে হতো না।

লেখক: রাজু আহমেদ; প্রাবন্ধিক

রাজনৈতিক রূপান্তরের এক সতর্কবার্তা

রহমান মৃধা

আমি মেলা থেকে তাল পাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি। কিন্তু সেই বাঁশি আর আগের মতো বাজে না। মন আমার কেমন যেন সাজে না। তবে কি সত্যিই ছেলেবেলা, অর্থাৎ আমাদের জাতির আদর্শিক শৈশব, আমরা বহু দূরে ফেলে এসেছি? মনে পড়ে, উদাস করা নকশীকাঁথার মাঠ, বিকেলের রোদ, হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা বাঁশির সুর– সব মিলিয়ে একটি দেশীয় সত্তা, একটি স্বপ্নজাগানিয়া শৈশব। সেই কিশোর বয়সের রঙিন কল্পনা, সংগ্রামের গল্প আর সততার চেতনা আজ আর চোখে ভাসে না। হঠাৎ দেখি, অনেকটা পথ আমরা হেঁটে এসেছি। কিন্তু পেছনে ফেলে এসেছি আদর্শ, সংগ্রাম, আত্মত্যাগের গান। আজকের আরামের রাজনীতিতে সেই বাঁশির সুর আর নেই– শুধু একধরনের অস্বস্তিকর নিঃসঙ্গতা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। 'আরাম পার্টি': এক অঘোষিত রাজনৈতিক শক্তি

বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত দলগুলোর বাইরেও সমাজে একটি অদৃশ্য, অথচ প্রভাবশালী দল সক্রিয়– 'আরাম পার্টি'। এই দলের সদস্যরা কিছু করে না, কিছু বলে না, শুধু চায় অন্যরা সব করুক। অন্যরা মরুক, খাটুক, লড়ুক– আর এরা ভোগ করুক। তাদের আছে অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি। কিন্তু দেশের সংকটের মুহূর্তে তারা দৃশ্যমান হয় না। স্বাধীনতা সংগ্রামে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা থাকে না। কিন্তু যখন ভোগের পালা আসে, তখন তারাই সবচেয়ে সক্রিয়। রাজনীতির শাপলা ফুল ও আরামের ভাসমানতা

শাপলা ফুল বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। পানির উপর ভাসে বলেই তার সৌন্দর্য। একে তুলে আনলে তার রূপ নষ্ট হয়ে যায়। আরাম পার্টিও অনেকটা তেমন– তারা সমাজের উপরিভাগে ভেসে থাকতে পছন্দ করে, নিচে নামতে চায় না। দুধের উপর ভেসে থাকা মাখনের মতো তারা নিজেদের দায়িত্বহীন অস্তিত্বে অভ্যস্ত। কিন্তু তারা ভুলে যায়, মাখন একসময় গলেই যায়, বা ঘি হয়ে অন্য রূপ নেয়। রাজনীতির রাসায়নিক রূপান্তর: দুধ, মাখন ও ঘি

বাংলাদেশের রাজনীতি একধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এখানে দুধ প্রতীক আদর্শিক স্বপ্নের, মাখন প্রতীক সুবিধাভোগী আরামের, আর ঘি প্রতীক আত্মত্যাগী পরিণতির। আমাদের রাজনীতি দুধ থেকে মাখনে এসে থেমে গেছে। ঘি হওয়ার জন্য যে উত্তাপ, দায়বদ্ধতা আর ত্যাগ দরকার, তা নেই। নির্বাচনের আগে প্রতিটি দল দুর্নীতি রুখবে, সুশাসন আনবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বারবার দেখা যায়– সবকিছু মুখের মাখন হয়েই থেকে যায়। কাজের জায়গায় শুধু শূন্যতা। 'আমি না করিলে কে করিবে?': আজ আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না

নন্দলাল বলেছিলেন, 'আমি না করিলে কে করিবে?' আজ সেই প্রশ্ন করার লোক নেই। আরাম পার্টির সদস্যরা মনে করেন, অন্য কেউ করবে, আমি শুধু নিজের আরাম নিয়ে ভাবব। এই মনোভাব আমাদের জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করে ফেলছে। একটি নতুন রাজনৈতিক চেতনার দরকার দেশকে সত্যিকারের পরিবর্তনের পথে নিতে হলে, আমাদের দুধ-মাখন-ঘি রূপান্তরের প্রতিটি ধাপ সঠিকভাবে অতিক্রম করতে হবে। প্রয়োজন সেইসব মানুষ যারা নেতৃত্ব দেবেন, যারা লড়াই করবেন, যারা ঝুঁকি নেবেন এবং নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে জাতির জন্য কাজ করবেন।

আজকের রাজনীতি যদি শুধু আরামনির্ভর হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ এক আত্মবিস্মৃত, দিশেহারা দেশ হয়ে উঠবে। আমরা যদি এখনই না জাগি, যদি সত্যিকার অর্থে সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনায় না ফিরি, তবে সেই তাল পাতার বাঁশির মতো আমাদের রাজনীতিও চিরকাল নিঃশব্দ হয়ে থাকবে। শত আঁধারেও সকাল আসে, শিশির ঝলমল করে, নতুন দিনের আশাবাদী বার্তা নিয়ে। রাজনীতির জটিল পথে হয়তো আমরা পথভ্রষ্ট, কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে, বাধা ভেঙে সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি এখনও আমাদের মধ্যেই রয়েছে। বাধা আর সীমারেখা ভুলে, মন ছুটে চলে এক নতুন মুক্তির দিকে, যেখানে আলোর জোয়ারে হতাশার দেয়াল ভেঙে যায়। পুরনো ক্লান্তি হারিয়ে যায়, নতুন দিনের সূচনা হয়। যায় যদি যায়, যাক পুরনো ক্লান্তি, হতাশার মেঘ। দেশের মানুষের আশা একদিন সত্যি হবে– নতুন ভোর আসবে, যেখানে সত্যিকারের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়, উন্নয়ন, আর নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন।

দুর্যোগ আসার আগেই উপকূলীয় বেড়িবাঁধ মেরামতে ব্যবস্থা নিন

প্রকাশ ঘোষ বিধান

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূল অঞ্চলের মানুষের সুরক্ষা নির্ভর করে উপকূলীয় বেড়িবাঁধের ওপরে। বাঁধ ভালো থাকলে তারা দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবে। আর বাঁধ ভেঙে গেলে তাদের ঘরবাড়ি, ফসলের খেত, রাস্তাসহ সবকিছু পানিতে ভেসে যায়। নিঃস্ব হয়ে পড়ে মানুষ। বর্ষাকাল শুরু হওয়ার আগেই নদীভাঙন দেখা দিয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলোচ্ছ্বাস বা সাগরের জোয়ারে নতুন এলাকা -প্লাবিত হওয়ায় দিন দিন ছোট হয়ে আসছে উপকূল এলাকার বসতি। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকা। ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল যা জঙ্গল, সমতলসহ বিভিন্ন পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইন্টারফেসের সমন্বয়ে গঠিত। উপকূলীয় কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালি, ঝালকাঠি, বরগুনা, পিরোজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলার বিস্তৃত এলাকাজুড়ে সমুদ্র উপকূলীয় বেড়িবাঁধ প্রকল্প রয়েছে। বাঁধ নির্মাণ এবং পানি নিষ্কাশনে এই প্রকল্পে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয় স-ুইস গেইট বা জলকপাট দ্বারা।

টেকসই বাঁধ ছাড়া উপকূলীয় এ সংকটের মোকাবিলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সেটি সবাই বুঝে থাকেন, নীতিনির্ধারকেরাও। কিন্তু কাজের কাজ কতটুকু হয়, এ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। একের পর এক প্রকল্প হয়, বিপুল অর্থ খরচ হয় কিন্তু উপকূলের মানুষের দুশ্চিন্তা দিনে দিনে আরও বেশি গাঢ় হয়। খুলনা জেলার কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, তালা ও শ্যামনগরে নদী ভাঙন লেগেই আছে। সেখানে কোথাও বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, কোথাও বাঁধ ভেঙে গিয়ে ইতোমধ্যে তলিয়ে গেছে জনপদ। ইতোমধ্যে দুর্বল বাঁধ ভেঙে আশাশুনির আনুলিয়া ইউনিয়নের অন্তত ৬টি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়েছে। বাঁধ ভাঙার ক্ষত শুকানোর আগেই তালা উপজেলার কপোতাক্ষ নদের বেড়িবাঁধে ৪ পয়েন্টে ভাঙন ধরেছে। তালার খেশরা ইউনিয়নের শাহাজাতপুর অঞ্চলে কপোতাক্ষ নদের ৪টি পয়েন্টে বেড়িবাঁধে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। পাইকগাছার কপোতাক্ষ নদের বোয়ালিয়া মালোপাড়া, রাড়ুলী মালোপাড়ায় নদের ভাঙ্গনে বিস্তীর্ণ এলাকায় বেড়ি বাধ নেই। আমন ক্ষেতের পাকা ধান ঘরে তোলার আশঙ্কায় নির্ঘুম রাত অতিবাহিত করছেন এলাকাবাসি। যেকোনো মুহূর্তে বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। উপকূলীয় বেড়িবাঁধের অধিকাংশই দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ। আইলা, বুলবুল, সিডর, ইয়াসের মতো ঘূর্ণিঝড়ে এসব বাঁধগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ। কয়েকমাস আগে বেতনা নদীর ভাঙনে আশাশুনি উপজেলার প্রায় ৪০টি গ্রাম -প্লাবিত হয়। সেখানে আবারও বাঁধে ধসের আশঙ্কায় তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সঠিক সময়েই যদি বাঁধ মেরামত না হয় এবং সেটি কাজে না লাগে। ভাঙন শুরু হলে বাধ সঠিক ভাবে মেরামত করা যায় না। তখন দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

পশ্চিম উপকূলে খুলনার পাইকগাছা, কয়রা, সাতক্ষীরার শ্যামনগর, তালা, আশাশুনির জনপদে কান পাতলে এখন ভেসে আসে বাঁধ ভাঙার খবর। বাঁধ ভেঙে গ্রামের মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। লক্ষ মানুষ প্রতিবছর নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতার কবলে থাকে। মানুষজন জান ও মালের অনিশ্চয়তার মাঝে বসবাস করে আসছে বছরের পর বছর। উপর মহল এটা জানেন, তবুও কোন কাজ হয় না। তাই উপকূলবাসীর দুর্ভোগও শেষ হয় না। ষাটের দশকে নির্মিত পশ্চিম উপকূলের বাঁধগুলো ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে। আশির দশকে এই এলাকায় চিংড়ি চাষের শুরুতে বাঁধ আরও নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে লবণপানির ধাক্কা, জোয়ারের পানির প্রবল চাপ এই বাঁধকে নাজুক করে তোলে। বিভিন্ন সময়ে এইসব বাঁধ মেরামতের কাজ হলেও যথাযথভাবে কাজ না হওয়ায় বাঁধের এই বেহাল দশা। অস্বাভাবিক জোয়ার কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাস ঠেকানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। উপকূলের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ও চরাঞ্চল জুড়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ এবং পুরানো বাঁধ সংস্কার প্রয়োজন।

কীটনাশকের বিষচক্র : উন্নয়নের নামে শোষণ ও বিপর্যয়

বাবুল রবিদাস

যুক্তরাষ্ট্রে ফসভেল নিষিদ্ধ হওয়ার কিছুদিন পর ভেল সিকল কোম্পানির একজন কর্মকর্তা ঘোষণা দেন যে, এখন থেকে তারা ফসভেল বিদেশে রপ্তানি করবেন। তিনি বলেন, যারা খাদ্যের অভাবে ভুগছে, তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করায় দোষ কী থাকতে পারে? অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে যে কোনো জিনিসের ব্যবহারে একটি ক্ষতিকর দিক থাকতেই পারে। তাই কীটনাশকের ব্যবহারকে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে এর ক্ষতিকর দিকটিও মেনে নিতে হবে। এই কর্মকর্তার যুক্তি অনেকের কাছে অকাট্য মনে হতে পারে এবং অনেকে এর সঙ্গে একমতও হতে পারেন। একই ধরনের বক্তব্য দেন রোহ্ম অ্যান্ড হাস কোম্পানির কর্মকর্তারাও। তাদের মতে, ফসভেলের মতো কীটনাশক পোকামাকড় ধ্বংসে ব্যবহারে বিপদ হলেও হতে পারে, কিন্তু তাই বলে অনাহারে মানুষের মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যবহৃত কীটনাশকের অর্ধেক, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ, রপ্তানিযোগ্য ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এর বেশিরভাগই যায় ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে। অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত দরিদ্র শ্রমিকরা এই ক্ষেত্রে কীটনাশক ছিটিয়ে বিষাক্ত পদার্থে হাত-পা ও শরীর নোংরা করে বিষক্রিয়ার শিকার হন। ভালো ফলনের জন্য তারা এ দুর্ভোগ সহ্য করেন, কিন্তু সেই ফসলের খাবার তাদের ভাগ্যে কখনো জোটে না। উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে মধ্য আমেরিকার দিকে তাকালে এমন অনেক ঘটনা চোখে পড়ে। সেখানে বহু মানুষ ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে ভুগছেন, অথচ উৎপন্ন কৃষিপণ্যের ৭০ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে কফি, কোকো ও তুলার মতো পণ্য। কীটনাশক ব্যবহার হয় এ অঞ্চলের তুলাখেতে। পৃথিবীতে ব্যবহৃত মোট প্যারাথিওনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ শুধু এল সালভাদরের মতো ছোট্ট একটি দেশে তুলা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বর্গমাইল তুলাখেতে বছরে প্রায় ২,১০০ পাউন্ড কীটনাশক ছিটানো হয়, কিন্তু এই তুলা থেকে মানুষের উপযোগী খাদ্য তৈরি হয় না; বরং তা পশুখাদ্যে রূপান্তরিত হয়। এই পশুখাদ্যের বেশিরভাগ ল্যাটিন আমেরিকার বড় বড় পশুপালন খামারে ব্যবহৃত হয়, যার মাংস ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। বাকি অংশ স্থানীয় ধনী ও মধ্যবিত্তদের ভোগে লাগে। দরিদ্র ও অনাহারীদের ভাগ্যে এর কিছুই জোটে না। অথচ এই কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় জন্ম নেয় বিকলাঙ্গ শিশু, ঘটে গর্ভপাত এবং শরীরে দেখা দেয় বিভিন্ন চর্মরোগ। ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানকার রপ্তানিমুখী বৃহৎ কৃষিখামারে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহৃত হয়, যা স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপন্ন ছোটখাটো ফসলের খেতে ব্যবহৃত কীটনাশকের তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বেশি। অথচ তুলনামূলকভাবে এই ছোট খামারগুলোর একরপ্রতি উৎপাদন বড় খামারের তুলনায় ৭ গুণ বেশি। কেউ কেউ বলতে পারেন, রপ্তানির জন্য উৎপন্ন ফসল গরিবদের ভাগ্যে না জুটলেও, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হচ্ছে; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন কর্মকা- বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই বৈদেশিক মুদ্রা দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়নে কোনো কাজে আসে না। এতে তাদের দৈনন্দিন আয় বাড়ে না, বাসস্থান, সুচিকিৎসা বা শিক্ষার সুযোগও তৈরি হয় না। বরং এই অর্থ ব্যয় হয় শহরের বিত্তবানদের ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশে। ল্যাটিন আমেরিকায় বড় বড় জঙ্গল সাফ করে গোচারণভূমি তৈরি করা হচ্ছে। এই কাজে ব্যবহৃত হয় ২, ৪, ৫-টি ও ২, ৪-ডি-এর মতো আগাছা ধ্বংসকারী কেমিক্যাল, যা 'এজেন্ট অরেঞ্জ' নামে কুখ্যাত। এর ফলে মাটি ও পানিতে ডাই-অক্সিন নামক অতি তীব্র বিষ তৈরি হয়, যা মানবসৃষ্ট বিষের মধ্যে অন্যতম।

দেশের পত্রপত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, দলিত-বঞ্চিত, মজদুর, কৃষক ও শ্রমিকরা কৃষিজমিতে সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়াই কীটনাশক প্রয়োগ করেন। ফলে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হন। এছাড়া কীটনাশক সহজলভ্য হওয়ায় অনেকে তা খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে দৈনিক ১৭৫ জন বিষক্রিয়ায় হাসপাতালে যান, বছরে ৬৪ হাজার রোগী ভর্তি হন, যার মধ্যে উপজেলা হাসপাতালে ২৩ হাজারের বেশি। এটি মোট ভর্তি রোগীর ২ শতাংশ। বিশ্বের অনেক দেশে নিষিদ্ধ এই কীটনাশক বাংলাদেশে এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। ধনাঢ্যরা খেতে-খামারে কাজ না করায় বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকেন; কিন্তু দিনমজুর, দলিত-বঞ্চিত, শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকরা কীটনাশক প্রয়োগের ফলে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে তাদের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও বিষ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর জন্য সহযোগিতার দাবি জানাচ্ছেন।

জনতুষ্টিবাদীরা এগিয়ে আছে যেদিক থেকে

রুশাইদ আহমেদ

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিশ্ব রাজনীতিতে অভিষিক্ত হয় জনতুষ্টিবাদ তথা লোকরঞ্জনবাদ। এর ফলে কোনো একক মতাদর্শের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে নানা ইস্যুতে রাজনীতিবিদদের এজেন্ডা নির্ধারণ, বাকযুদ্ধ, প্রচারণা এবং জাতীয়তাবাদের ধুয়ো। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে এ ধারণা পায় নতুন প্রাণ। জার্মানির এডলফ হিটলার ও ইতালির বেনিতো মুসোলিনির মতো একনায়কের হাত ধরে লোকরঞ্জনবাদ পৌঁছে যায় অনন্য উচ্চতায়। স্বয়ং হিটলারই নিজের আত্মজীবনীতে এ নিয়ে লিখেছিলেন- বাগাড়ম্বরতার মধ্য দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা যতা সহজ, অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। নানা ইস্যুতে বাগাড়ম্বর বয়ান উপস্থাপনের কৌশল জনতুষ্টিবাদীদের প্রধানতম হাতিয়ার হলেও নানা ধরনের কট্টর সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু দিক থেকে উদারবাদী অর্থাৎ লিবারেলদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন জনতুষ্টিবাদীরা। এডলফ হিটলার ও বেনিতো মুসোলিনি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভিক্টর অরবান কিংবা নরেন্দ্র মোদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্যই আমাদের সামনে এসে ধরা দেবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিশ্রুতি পালনে আগ্রাসী জনতুষ্টিবাদী রাজনীতিবিদরা সর্বদাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রবণতা লালন করে থাকেন। এর মধ্য দিয়ে তারা জনগণকে দেখাতে চান– নিজেদের অবস্থানে তারা কতা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। এক্ষেত্রে তাদের ভাষ্যে সাধারণত স্থান পায় জাতীয়তাবাদের প্রতিধ্বনি। তাই ক্ষমতায় আরোহণের পর হিটলার যেমন করে জার্মান জাতির বিশুদ্ধতার কথা সবসময় উচ্চারণ করতেন, একইভাবে দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পও মার্কিনীদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অবৈধ অভিবাসন কঠোরভাবে দমন করার। এ লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে প্রবেশের একদিনের মাথায় 'প্রোটেকটিং দ্য মিনিং অ্যান্ড ভ্যালু অব আমেরিকান সিটিজেনশিপ' শীর্ষক নির্বাহী আদেশে ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির পর যুক্তরাষ্ট্রে জন্মানো বাইরের দেশের শিশুদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তিনি। এ উদাহরণের মতো বিশ্বের সব জনতুষ্টিবাদী রাজনীতিবিদই তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করে থাকেন। কেননা এটি শুধু তাদের অঙ্গীকার পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ইমেজ গড়ে তোলে না, বরং পরবর্তী ভোটযুদ্ধের রসদও উল্লেখযোগ্য হারে সম্প্রসারিত করে। জাতীয় অর্থনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ বিশ্বজুড়ে সকল পপুলিস্ট রাজনৈতিক শক্তি আবহমানকাল ধরে জাতীয় অর্থনীতি এবং দেশজ উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করে এসেছে। কারণ যা কিছুই ঘটে যাক না কেন, জনগণ যখন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অগ্রগতির নেপথ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দেখতে পায় তারা সেটিকে সাদরে গ্রহণ করে। এ কারণেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার সুগঠিত বুলি নিয়ে হাজির হন জনতুষ্টিবাদীরা। জনগণকে দেশের অর্থনীতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখান তারা। আরোপ করেন নতুন নতুন খাতে কর। বৃদ্ধি করেন আমদানি শুল্ক। উল্লেখ্য, এ পর্যায়ে সকল জনতুষ্টিবাদীদের প্রথম পছন্দ হয়ে দাঁড়ায় মুক্তবাজার অর্থনীতি। ২০১৯ সালে প্রস্তাবিত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশ এবং মার্কোসুরভুক্ত লাতিন আমেরিকার মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার চুক্তির প্রতি ব্রাজিলের কট্টর ডানপন্থি সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোর অকুণ্ঠ সমর্থন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ সেটাই প্রমাণ করে। মূল্যবোধের উচ্চকিত জনতুষ্টিবাদীদের আরেকটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে তুলে ধরেন। তাদের প্রচারাভিযান এবং নীতি-নির্ধারণে জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সুর অনুরণিত হয় বারবার। তাই ভিক্টর অরবান হাঙ্গেরির ঐতিহ্য ও খ্রিস্টান মূল্যবোধ রক্ষার নামে অভিবাসনবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছেন। প্রসার ঘটিয়েছেন দেশটিতে ইসলামোফোবিয়ার। হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে সামনে রেখে গরু হত্যা নিষিদ্ধকরণ থেকে শুরু করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (ঈঅঅ) বাস্তবায়ন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইভাবে ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টানদের কা-ারি হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন ট্রাম্প। আর 'ব্রাজিল সবার ওপরে, ঈশ্বর সবার ওপরে' স্লোগান নিয়ে মাদক ও সমকামিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে হাজির হয়েছেন বলসোনারো। কারণ এ ধরনের নীতি গ্রহণ ও বুলি আওড়ানোর মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে একধরনের নস্টালজিয়া বা অতীতমুখী আবেগ তৈরি করে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়– দেশ ও সমাজের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে এই মূল্যবোধগুলো রক্ষা করতেই হবে। আর এটিই সহায়তা করে জনতুষ্টিবাদীদের নির্দিষ্ট ভোটব্যাংককে সুসংহত করতে। আমলাতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস জনতুষ্টিবাদীরা প্রায়শই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তাদের মতে, আমলাতন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত, জনবিচ্ছিন্ন এবং সময়ের অপচয়কারী। তাই তারা প্রশাসনিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে সরাসরি জনগণের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উচ্চারণ করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যখন তিনি প্রশাসনের নানা স্তরে পরিবর্তন এনে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন তখন এই প্রবণতাই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। একইভাবে, লাতিন আমেরিকার 'ট্রাম্প' বলে খ্যাত বলসোনারোও বারবার আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন ক্ষমতায় থাকতে। আদতে এ ধরনের নীতির মাধ্যমে জনতুষ্টিবাদীরা জনগণের কাছে নিজেদের 'সিস্টেমের বাইরের নেতা' হিসেবে তুলে ধরে জনগণকে অনুভব করান যে, প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে তারা লড়ছেন। এর ফলে তাদের প্রতি জন্ম হয় সাধারণ জনগণের একধরনের সহানুভূতির। জনতার আবেগের কার্যকর ব্যবহার জনতুষ্টিবাদীরা জানেন, জনগণের আবেগ রাজনীতিতে কতা গুরুত্বপূর্ণ। তারা কৌশলে জনগণের অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে তাদের পক্ষে জনসমর্থন তৈরির চেষ্টা করেন এবং এটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তাদের একটা পাড় সমর্থকগোষ্ঠীও গড়ে ওঠে। ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজয়ের পর ক্যাপিটাল হিলের ঘটনা এক্ষেত্রে প্রণিধান করা যায়। এর পাশাপাশি, চলমান সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংকটের সময় জনতুষ্টিবাদীরা জনগণের ক্ষোভকে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন।

গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত ৪, নিখোঁজ ৩০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা জানিয়েছে, গতকাল শনিবার গাজা সিটিতে ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। হামলায় আহত হয়েছেন পাঁচজন। এ হামলায় আরো ৩০ জনেরও বেশি মানুষ একটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গাজা সিটি থেকে এএফপি এ খবর জানায়। বেসামরিক প্রতিরক্ষা মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল এএফপিকে বলেন, 'আমাদের দল ইসরাইলি হামলার পর চারজন শহীদ এবং পাঁচজন আহতকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।' ইসরাইল ভোরে গাজা শহরের সাবরা পাড়ায় একটি বেসামরিক বাড়িতে হামলা চালায়। তবে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ইসরাইল এক মাসেরও বেশি সময় আগে গাজা উপত্যকা জুড়ে হামাসের বিরুদ্ধে পুনরায় আক্রমণ শুরু করেছিল। বেসামরিক প্রতিরক্ষা মুখপাত্র বাসাল বলেন, ভূখণ্ডের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত গাজা সিটিতে ইসরাইলিদের লক্ষ্যবস্তুতে থাকা বাড়িটির ধ্বংসস্তূপের নিচে '৩০ জনেরও বেশি' মানুষ নিখোঁজ বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং 'প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে আমাদের কর্মীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না'। হামাস-নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শুক্রবার প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, গত ১৮ মার্চ থেকে নতুন করে ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে ২ হাজার ৬২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজা যুদ্ধে মোট মৃতের সংখ্যা ৫১ হাজার ৪শ' ৩৯ জনে দাঁড়িয়েছে। ইসরাইলি সরকারি পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে এএফপি'র হিসাব অনুসারে জানা গেছে, গত ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ১ হাজার ২শ' ১৮ জন নিহত হয়, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। হামাস ২৫১ জনকে অপহরণ করেছে, যাদের মধ্যে ৫৮ জন এখনও গাজায় আটক রয়েছে। এই অপহরণকারীদের মধ্যে ৩৪ জন নিহত হয়েছে বলে ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে। ইসরাইল বলছে, নতুন করে সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হলো হামাসকে অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্ত করতে বাধ্য করা।

ইরানের বন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ ইরানের বন্দর আব্বাসের কাছে শহীদ রাজাই বন্দরে একটি বিশাল বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘটনার কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে পরস্পরবিরোধী খবর পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার এই বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে আশেপাশের এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে এবং পশ্চিম বন্দর আব্বাসের কিছু শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি গ্যাস ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইরনা জানিয়েছে, অনলাইনে প্রচারিত ভিডিওতে ঘটনাস্থলে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। সম্ভাব্য হতাহতের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। হরমোজগান প্রদেশের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান বলেছেন, প্রতিক্রিয়া দলগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি, তদন্ত চলছে। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা কমাতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব ইরানের ভারতনিয়ন্ত্রত কাশ্মিরের পেহেলগামে বন্দুক হামলায় ২৬ জন নিহতের ঘটনায় সৃষ্ট পাকিস্তান-ভারত উত্তেজনা নিরসনে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। গত শুক্রবার ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এক এক্স পোস্টে এ প্রস্তাব দেন। খবর সামা টিভির। এক্স পোস্টে আরাগচি লেখেন, "ভারত ও পাকিস্তান ইরানের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশী। আমরা এমন সম্পর্ক উপভোগ করছি যা কয়েক শতক পুরোনো সাংস্কৃতিক সভ্যতায় নিহিত। অন্যান্য প্রতিবেশীর মতো তাদেরও আমরা সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করি।"

তিনি আরো লেখেন, "ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লিতে থাকা আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে আমরা এই কঠিন সময়ে দুই দেশের মধ্যে বৃহৎ বোঝাপড়া তৈরি করতে চাই।"পোস্টে পার্সিয়ান কবি সাদির একটি কবিতাও উল্লেখ করেছেন আব্বাস আরাগচি। যেখানে বলা হয়েছে, সমস্ত মানুষ একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ঈশ্বর তাদের একই সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন, যদি একটি অঙ্গ ব্যথায় আক্রান্ত হয়, অন্যান্য অঙ্গগুলো অস্বস্তিতে থাকে। গত মঙ্গলবার ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মিরের পেহেলগাম এলাকায় ভয়াবহ সশস্ত্র হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এই ঘটনায় পাকিস্তানকে পরোক্ষভাবে দায়ী করে ভারত। এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু নদের পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিত করার ঘোষণা দেয় নয়াদিল্লি। পাশাপাশি পাকিস্তানের নাগরিকদের ভিসা বাতিল এবং প্রধান সীমান্ত ক্রসিং বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানও ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা বাতিল করে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় এবং ভারতীয় বিমানকে আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেয়। ভারতের জলশক্তিমন্ত্রী শুক্রবার বলেন, সিন্ধু নদের এক ফোঁটাও যেন পাকিস্তানে না যায়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে পাকিস্তান জানায়, ভারত যদি পানি প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে, তবে তারা তা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল হিসেবে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় জবাব দেবে। ইরানের মধ্যস্থতার প্রস্তাবের বিষয়ে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ এখনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে সিআইএ উপপরিচালকের ছেলে নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের বিপক্ষে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে দেশটির সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) এক উপ-পরিচালকের ছেলে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে গত বছর প্রাণও হারিয়েছেন ওই যুবক। সম্প্রতি রাশিয়ান গণমাধ্যম আইস্টোরিসের অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, সিআইয়ের উপ-পরিচালক জুলিয়ান গ্যালানের ২১ বছর বয়সী ছেলে মাইকেল আলেকজান্ডার গ্লস। তিনি ২০২৪ সালের ৪ এপ্রিল পূর্ব-ইউক্রেনে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারান। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রথম থেকে কিয়েভের অন্যতম সহায়তাকারী দেশ ছিল যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নানাভাবে ইউক্রেনকে সহায়তা করেছে বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে উঠে এসেছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার বসবাসরত একজন মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তার সন্তান কীভাবে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলোড় এই কাহিনী অবাক করেছে অনেককেই। রুশ সামাজিকমাধ্যম 'ভিকেতে' দেওয়া এক পোস্টে গ্লস নিজেকে বহুত্ববাদী বিশ্বের সমর্থক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি ঘর ছেড়ে পালিয়েছি, বিশ্ব ঘুরেছি। আমি ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করি। আমি আমার জন্মভূমিকে ভালোবাসি। তিনি তার নিউজ ফিডে ফিলিস্তিনের পতাকাও শেয়ার করতেন। আইস্টোরিসের প্রতিবেদনের তথ্যমতে, গ্লস ২০২২ সালে রাশিয়ার সেনাবাহি-নীতে যোগ দেওয়া এক হাজার ৫০০ বিদেশির মধ্যে একজন। তবে এ সম্পর্কিত নথি ফাঁস হলে জানা যায়, গ্লস ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে একটি চুক্তিতে সই করেছিলেন। এক সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, যোগদানের তিনমাস পর ডিসেম্বরে তাকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সম্মুখসারিতে (অ্যাসল্ট ইউনিট) মোতায়েন করা হয়। গ্লসের এক পরিচিত জানান, ইউক্রেনের কাছে শোলেদার নামক শহরে তাকে এয়ারবর্ন রেজিমেন্টে (যারা প্যারাস্যুট দিয়ে বিমান থেকে নেমে রণক্ষেত্রে লড়াই করেন) তাকে মোতায়ন করা হয়।

পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছেন বিশ্বনেতারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে অংশগ্রহণের জন্য ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটারস চত্বরে জড়ো হন বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশের প্রতিনিধি, রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান, ইউরোপের রাজপরিবারের সদস্যসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন প্রিন্স উইলিয়াম, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার পূর্বসূরি জো বাইডেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার কাইর স্টারমার এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। বিবিসি জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রচুর নিরাপত্তার সঙ্গে রোমে এসেছিলেন। তাকে তার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে হেঁটে যেতে দেখা গেছে। সেই মুহূর্তের আরেকজন উপস্থিত ব্যক্তি ছিলেন জেলেনস্কি, যিনি ভ্যাটিকানে বিষণ্ণ মুখমণ্ডলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রতিবেদন অনুসারে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্কোয়ারের ডানদিকে বসে আছেন - সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার দিকে মুখ করে। আর্জেন্টিনা এবং ইতালির রাষ্ট্রপ্রধানরা সামনের আসনে বসে আছেন। এরপর আছে সার্বভৌম শাসকদের পদ এবং তারপর অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের পদ, যাদের ফরাসি ভাষায় দেশ অনুসারে বর্ণানুক্রমিকভাবে বসানো হয়। ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী, প্রিন্স অফ ওয়েলসও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। স্টারমার তার স্ত্রী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে উপস্থিত হন। বিবিসি আরও জানায়, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে তার স্ত্রী জিলের সঙ্গে দেখা গেছে। একই সঙ্গে অনেক ইউরোপীয় নেতা এবং ইউরোপীয় রাজপরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত আছেন। ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইনও রয়েছেন। তাকে ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। পোপের শেষ বিদায়ে উপস্থিত অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে রয়েছে: পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদা, পোপ ফ্রান্সিসের নিজ দেশ আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মাইলি, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাত্তারেলা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট লুইস আবিনাদার, বেলজিয়ামের রাজা ফিলিপ এবং রানী ম্যাথিল্ড, জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টেইনমায়ার।

পাকিস্তানে নিরাপত্তা বাহি-নীর অভিযানে নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার বান্নু জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর পরিচালিত অভিযানে অন্তত ছয়জন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। দেশটির আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ (আইএসপিআর) এক বিবৃতি জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী বান্নু জেলায় গোয়েন্দা তথ্যেরভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করেছে। এতে দাবি করা হয়, অভিযান পরিচালনার সময় নিরাপত্তা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে গোলাগুলি হয়। এক পর্যায়ে ছয় সন্ত্রাসী নিহত হন। আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদের হুমকি নির্মূল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানদের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে পাকিস্তানে হামলার সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। যার বেশিরভাগই কেপি ও বেলুচিস্তানে। ইসলামাবাদের দাবি, শত্রু গোষ্ঠীগুলো আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে হামলা পরিচালনা করছে।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের মতো গুলিবিনিময়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের মতো গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। সম্পর্ক অবনতির দিকে যাওয়ার মধ্যে কাশ্মীরের পেহেলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ পর্যটক নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল শনিবার টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দুই দেশের সেনাবাহি-নী গুলিবিনিময় করেছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে চলমান ভারতীয় পক্ষ থেকে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো কোনও মন্তব্য আসেনি। কাশ্মির পুলিশের বরাতে জানা গেছে, ওই হামলায় তিনজন সন্দেহভাজনের নাম চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন পাকিস্তানি নাগরিক। পাকিস্তান এই হামলায় জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। এছাড়া তাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী

উত্তেজনা আরও বাড়ছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গত শুক্রবার রাত ১২টার দিকে ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখার একাধিক পয়েন্টে পাকিস্তানি বাহিনীর সেনা চৌকি থেকে 'উসকানিমূলক' হালকা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালানো হয়। জবাবে পাল্টা গুলি ছোড়ে ভারতীয় বাহিনী। ৭৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নিয়ন্ত্রণরেখা দুই দেশের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে। সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাতেও পাকিস্তানি সেনারা বিচ্ছিন্নভাবে গুলি চালিয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। হামলার পর ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান তাদের আকাশসীমা ভারতীয় বিমানের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। ভারত ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত সিন্ধু পানি বণ্টন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। কাশ্মীর অঞ্চলটি দুই দেশই নিজেদের বলে দাবি করে আসছে। ফলে কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি থাকলেও মাঝেমধ্যেই সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে থাকে। এই অঞ্চল নিয়ে দুই দেশের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ হয়েছে।

কষ্ট আর সংগ্রামের গল্প বললেন প্যারিস জ্যাকসন

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বখ্যাত পপ তারকা মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যুর পরপর গুগল, টুইটারসহ বিশ্বের বড় কয়েকটি ওয়েবসাইট কিছু সময়ের জন্য ক্র্যাশ করে। মাইকেল ভক্তরা তাদের প্রিয় গায়কের মৃত্যুর খবব জানতে ইন্টারনেটে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। তাতেই ক্রাশ করেছিল গুগল, টুইটার। কিছু সময় পর সেগুলো স্বাভাবিক হতে শুরু করে কিন্তু মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যুর পর সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছিলো তার টিনেজার মেয়ে প্যারিস জ্যাকসন। তার স্বাভাবিক হতে লেগে গেছে অনেক সময়। এর মধ্যে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। একজন সেলিব্রেটি বাবার সন্তান হিসেবে প্যারিস জ্যাকসন যে সংগ্রাম করেছেন তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর বাবার সঙ্গেই থাকতেন প্যারিস। মায়ের সঙ্গে দেখার করার সুযোগ ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর একাকীত্বে ভুগতে শুরু করেন প্যারিস। এরপর আত্মহত্যা করার চেষ্টা চালান। ২০১৩ সালে জুন মাসের দিকে রান্নাঘরে ছুরি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালানোর পরে তাকে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রাণে বেঁচে ফেরেন। তবুও হতাশা কাটাতে বেশ কয়েক বছর লেগে গেছে তার। প্যারিস জ্যাকসন সিএনএন এর 'রেড টেবিল টক টেকওভারে' জানিয়েছিলেন মানসিক চাপ সহ্য করতে পারছিলেন না তাই আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। প্যারিস জ্যাকসনের মা ডোবি রোও একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, ''বিচ্ছেদের পরে আমি কো-প্যারেন্টিংয়ের সুযোগ পাচ্ছিলাম না। মা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছাও প্রকাশ করিনি। কারণ মাইকেল জ্যাকসন আমাকে ছাড়াই প্যারিসকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে বড় করছিলেন।'' প্যারিস জ্যাকসনের বয়স ১৫ বছর হওয়ার পরে সে তার মা ডোবি রোও- এর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ লাভ করে। একটা পর্যায়ে প্যারিস জ্যাকসনের সঙ্গে তার মায়ের দারুণ সখ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু ২০১৭ সালে ডোবি রো ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মা ডোবি রোও যখন ক্যান্সারে ভুগছিলেন, প্যারিস ইন্সটাগ্রামে মায়ের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, ''আমি একজন ফাইটার, তুমিও একজন ফাইটার।

কিয়ারাকে গাড়ি উপহার দিলেন সিদ্ধার্থ

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের তারকা দম্পতি সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানির ঘর আলো করতে আসছে নতুন সদস্য। এরইমধ্যে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুশি করতে দামী উপহার দিলেন হবু বাবা। কিয়ারাকে ঠিক কত দামের উপহার দিলেন সিদ্ধার্থ? ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, হবু মা কিয়ারাকে একটি লাক্সারি গাড়ি উপহার দিয়েছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। আর সেই গাড়ি হল টয়োটা ভেলফায়ার। বলিউডের অনেক তারকারাই এই গাড়ি ব্যবহার করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন অজয় দেবগন, অনিল কাপুর, ঐশ্বরিয়া রাই, কৃতি শ্যানন, অক্ষয় কুমার ও আমির খান। জানা গেছে, এই গাড়ির দাম ১.১২ কোটি রুপি। ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মা হতে চলার ঘোষণা করেন অভিনেত্রী। তবে কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ সন্তান আসার খবর দিলেও, কবে ডেলিভারি বা প্রেগন্যান্সির কত মাস চলছে, তার কিছুই জানাননি। শেরশাহ ছবিতে কাজ করার সময় সম্পর্কে জড়ান সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি। যদিও সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে তেমন কথা বলেননি তারা। ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানে বিয়ে করেন তারা।

আবারও পর্দায় ফিরলেন পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক : নন্দিত অভিনেত্রী দিলারা হানিফ পূর্ণিমা। অভিনয়ে তিনি অনিয়মিত। তাঁর অভিনীত একাধিক চলচ্চিত্রের শুটিং আটকে আছে। নতুন কোনো চলচ্চিত্রে অভিনয়ের খবরে নেই তিনি। তবে রান্নাবিষয়ক একটি রিয়েলিটি 'সেরা রাঁধু-নী'-এর শোর বিচারক হয়ে পর্দায় ফিরলেন তিনি। মাছরাঙা টেলিভিশনে এর প্রচার শুরু হয়েছে। কয়েক মাস ধরে এর প্রচার শুরু হলে পূর্ণিমা এসেছেন স্টুডিও রাউন্ড থেকে। বর্তমানে দেশসেরা রন্ধন-শিল্পীদের রান্নায় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই, কুকিং রিয়েলিটি শোয়ের প্রধান বিচারকের একজনের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পূর্ণিমা বলেন, 'এর আগেও নানা অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছি। তবে রান্না অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পালন উপভোগ করছি। আয়োজনে রন্ধনশিল্পীরা শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই দেখাচ্ছেন। আশা করছি, এখান থেকে প্রতিভাবান রন্ধনশিল্পীরা বের হবেন।' বর্তমানে পূর্ণিমা নিয়মিত অভিনয়ে না থাকলেও শোবিজে তাঁর উপস্থিতি বরাবরই নজরকাড়া। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লাইভ অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়ও দেখা যায় তাঁকে। কিছু ওয়েব কনটেন্টে অভিনয় করতে দেখা গেছে তাঁকে। পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মিডিয়ার কাজে অংশ নিচ্ছেন তিনি।

ব্যক্তিজীবনে বেশ গোছানো পূর্ণিমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি যথেষ্ট সক্রিয়। সেখানে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী নিয়মিত ভালোবাসা ও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তাঁকে। পূর্ণিমার ক্যারিয়ারের মোড় ঘোরানো ছবি ছিল ২০০৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মনের মাঝে তুমি'। যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিতে তাঁর অভিনয় দারুণ প্রশংসা পায়। এরপর ২০০৬ সালে এসএ হক অলিক পরিচালিত 'হৃদয়ের কথা' ছবিতেও তিনি মন কাড়েন দর্শকদের। এই দুই ছবির পর থেকে পূর্ণিমা হয়ে ওঠেন ঢাকাই সিনেমার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ নায়িকা তাঁর ক্যারিয়ারে রিয়াজ, শাকিব খান, মান্নাসহ অনেক নায়কের সঙ্গে অভিনয় করেন। সময় বদলালেও পূর্ণিমার প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও আগ্রহ একই রয়ে গেছে। সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অনন্য মিশেলে তিনি আজও বাংলার দর্শকের মনে একটি স্থায়ী জায়গা দখল করে আছেন। এদিকে নতুন কোনো সিনেমায় যুক্ত হওয়ার খবর পাওয়া না গেলেও, নির্মাণাধীন রয়েছে তাঁর অভিনীত দুটি সিনেমা। এগুলো হলো নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামুল পরিচালিত 'গাঙচিল' ও 'জ্যাম'। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া এসব সিনেমা দীর্ঘদিন ধরে থমকে আছে। আদৌ শেষ হবে কিনা এ নিয়ে রয়েছে সংশয়।

স্পাইডারম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে'য়ে ফিরছেন জেনডায়া

স্পোটর্স ডেস্ক : স্পাইডারম্যান ভক্তদের জন্য এসেছে এক দারুণ খবর। বহুল প্রতীক্ষিত স্পাইডারম্যান সিনেমার চতুর্থ কিস্তি 'স্পাইডারম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে' নিয়ে মিলছে একের পর এক নতুন তথ্য। হলিউড অভিনেতা টম হল্যান্ডই নতুন তথ্য ফাঁস করে ভক্তদের উত্তেজনায় ভাসাচ্ছেন, তবে এবার সিনেমার চতুর্থ কিস্তিতে অভিনেত্রী জেনডায়াকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক খবর দিলেন এ অভিনেতা। মার্কিন গণমাধ্যম কসমিক সার্কাসের এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা টম জানান, জেনডায়া চতুর্থ কিস্তিতে স্পাইডারম্যান সিনেমায় ফিরে আসবেন, তবে তার চরিত্রটি আগের তিন সিনেমার মতো প্রভাবশালী নাও হতে পারে। তিনি আরও জানান, এ সিনেমার কাহিনি আবর্তিত হবে 'অ্যাভেঞ্জারস: ডমস ডে' এবং 'অ্যাভেঞ্জারস: সিক্রেট ওয়ার'-এর মধ্যবর্তী সময়কাল কেন্দ্র করে। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, এটি দুই মহাকাব্যিক অ্যাভেঞ্জারস সিনেমার মধ্যে সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ কিস্তি হিসেবে কাজ করবে। চতুর্থ কিস্তির স্পাইডারম্যান সিনেমাটির তথ্য প্রথম নিশ্চিত করেন টম হল্যান্ড, দ্য টু নাইট শো উইথ জিমি ফ্যালনের এক সাক্ষাৎকারে। সে সময় তিনি বলেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। আমরা প্রায় প্রস্তুত।

গান চুরির অপরাধে জরিমানা গুনতে হবে এ আর রহমানকে

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণী সিনেমা 'পন্নিইন সেলভান ২' সিনেমার 'বীরা রাজা বীরা' গানটি নিয়ে চুরির অভিযোগ উঠেছিল খ্যাতিমান সংগীত পরিচালক এ আর রহমানের বিরুদ্ধে। দুই বছর আগে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমার গান নিয়ে কপিরাইট মামলাও হয়েছে। 'বীরা রাজা বীরা' গানটি নাসির ফৈয়াজুদ্দিন দাগার ও তার ভাই জাহিরুদ্দিন দাগারের তৈরি 'শিবা স্তুতি' থেকে চুরি করেছেন এ আর রহমান, এমনই অভিযোগ ফৈয়াজুদ্দিনের পুত্র ভারতীয় শাস্ত্রী সঙ্গীত শিল্পী ও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ফৈয়াজ ওয়াসিফুদ্দিন দাগারের। বলিউড হাঙ্গামার খবর, এবার এই ইস্যুতে এ আর রহমান ও প্রোডাকশন কোম্পানি মাদ্রাস টকিজকে ২ কোটি রুপি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রতিভা এম সিংয়ের মনে হয়েছে, 'বীরা রাজা বীরা' গানটি 'শিবা স্তুতি'র হুবহু নকল না হলেও শুনতে একই রকম লাগে।

আমি যা পরতে ভালোবাসি, তাই পরি : বিদ্যা

বিনোদন ডেস্ক : একটা সময় বলিউডের সিনেমায় ঝড় তুলেছেন অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। বিশেষ করে তার অভিনীত 'ডার্টি পিকচার' ছবি নিয়ে ছিল নানা আলোচনা। সেই ছবিতে বিশেষ করে তার উষ্ণ অবতার, বোল্ড লুক ও আইটেম গানের নাচগুলো নিয়ে ছিল বিস্তর চর্চা। এর মাঝে কেটে গেছে অনেকটা সময়। এখন বিদ্যার বয়স ৪৫ পার হয়েছে। তার চেহারাতেও এসেছে পরিবর্তন। কিন্তু এক সময় তিনিও চেয়েছিলেন টিপিক্যাল বলিউড ডিভাদের মতো দেখাতে। শরীরে আঁটসাঁট পোশাক পরতেন। কিন্তু সেসব তার মানাতো না, আয়নায় অদ্ভুত লাগতো নিজেকে জানান এমনটা। শাড়িই তার 'সিগনেচার'।

রেড কার্পেটেও বারবার শাড়িতেই দেখা গেছে তাকে। এবং সেই আত্মবিশ্বাসের জায়গা থেকেই নিজ হাতে বদলে দিয়েছেন বলিউডের ফ্যাশন সেন্সকে। বিদ্যার বলেছিলেন, 'আমার সামনে চয়েসই ছিল না। ওই সব পোশাকে আমি ফিট হতাম না। আমি বুঝে গিয়েছিলাম, হয়ত সারাজীবন অন্যের মতো হওয়ার চেষ্টা করব, নয়তো নিজের মতো করে থাকব।' তব একদম খোলামেলা থাকার প্রসঙ্গে মজা করেই অভিনেত্রী একবার বলেছিলেন, 'তবে আমি যা পরতে ভালোবাসি, তাই পরি। যা ইচ্ছে করি। আমি স্বাধীন। আমি মুক্ত। মানুষ আমাকে প্রশংসাও করে; কারণ, তারাও তখন বুঝতে পারে আমার লজ্জা বলে কিছু নেই।'

'ধীরে ধীরে এই দেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে'

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়ানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো ঘটনায় বেশ আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে নোটিশে ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবির ও ডাক্তার তাসনিম জারার নাম থাকার কারণে। এবার এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'ধীরে ধীরে এই দেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে।' তিনি একটি পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, 'অবশেষে সরকার যখন বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য উদ্যোগী হচ্ছে, ঠিক তখনই আপনারা এমন একজন মেয়েকে আইনি নোটিশ পাঠাচ্ছেন যিনি এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন। তিনি (ডাক্তার তাসনিম জারা) এমন একজন যিনি আন্তর্জাতিক সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে এই দেশের জন্য কাজ করতে এসেছেন। পাশাপাশি সচেতন এবং সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য এসেছেন। আর আপনারা এভাবেই তার প্রতিদান দিচ্ছেন?' ফারিয়ার ভাষ্যে, 'আমাদের দেশের বেশিরভাগ মেধাবী মানুষ ইতোমধ্যেই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। ধীরে ধীরে এই দেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে। যে ক'জন ফিরে এসে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন, তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা বন্ধ করুন। তাদেরকে আপনাদের পরবর্তী উপহাসের পাত্র বানাবেন না।'

বিক্রির জন্য আনা একটি ধান মাড়াই যন্ত্র ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে। স্টেশন সড়ক, রংপুর।

শৈলকুপায় মাটি ছাড়াই উৎপাদন হচ্ছে সবজির চারা

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : পলিনেট হাউজে প্লাস্টিকের ট্রেতে সারিবদ্ধ ভাবে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির সবজির চারা। বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক কৃষি চাষ পদ্ধতি এটি। এসব চারার সঙ্গে মাটির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে মাটির স্পর্শ ছাড়াই প্লাস্টিকের ট্রেতে জৈবসার মিশ্রন ও নারিকেলের ছোবড়ার মধ্যে বীজ বপণ করে চারা উৎপাদন করা হয়। এ পদ্ধতির নাম কোকোপিট। এ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনে কোনো কীটপতঙ্গও আক্রমণ করতে পারে না। ফলে সুস্থ ও সবল ভাবে চারা গুলো বেড়ে ওঠে। আর এইসব অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ভাবে সবজির চারা উৎপাদন করছে কৃষি উদ্যোক্তা সাইদুর রহমান। ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ভাটই বাজারের পাশে টাইটান এগ্রো নামে নার্সারিতে পলিনেট শেডের চারদিকে নেট (জাল) দিয়ে ঘিরে কোকোপিট পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করছেন সাইদুর রহমান। ২০২১ সালে করোনাকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কৃষিতে আগ্রহী হন তিনি। একপর্যায়ে চারা কিনতে ঝামেলা হওয়ায় নিজেই ভালো এবং মানসম্মত চারা তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। শুরুতে অনলাইনের মাধ্যমে নারিকেলের ছোবড়া, প্লাস্টিকের ট্রেসহ প্রয়োজনিয় সামগ্রী সংগ্রহ করে চারা উৎপাদন করেন। প্রথমে ৫ হাজার চারা উৎপাদন সক্ষমতা থাকলেও বর্তমানে তার নার্সারিতে তিন লাখ চারা তৈরির ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। টাইটান এগ্রো নার্সারিতে দেখা যায়, কলা, টমেটো, মরিচ, বেগুন, ক্যাপসিকাম, ব্রকলি, স্কচ, লেটুসপাতা, পেঁপে, লাউ, ফুলকপি, গাজর, লাউ, মিষ্টি কুমড়াও বাধাকপিসহ ১৫ থেকে ২০ ধরনের চারা তৈরি হচ্ছে। প্রথমদিকে তেমন সাড়া না পেলেও বর্তমানে প্রতি মাসে তিন থেকে ৪ লাখ টাকার চারা বিক্রি হচ্ছে এই নার্সারি থেকে, যা নিজের ও আশপাশের কৃষকের চাহিদা মিটিয়ে পাঁছে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়। আধুনিক এই নার্সারিতে চারা তৈরি ও পরিচর্যায় কাজ করছে ৫ জন শ্রমিক। প্রতি মাসে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা বেতন দিতে হয় তাদের। এতে তাদের সংসারে ফিরেছে স্বচ্ছলতা। টাইটান এগ্রো নার্সারির ম্যানেজার বলেন, এই নার্সারির উদ্দেশ্য হলো ভালো মানের চারা উৎপাদন করা। মাটিবিহীন কোকোপিট দিয়েসুস্থ সবল উন্নতমানের চারা তৈরি করছি। একজন কৃষক ভালো বীজ পেলেও সুস্থ সবল চারা তৈরি করতে পারে না, খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া বৃষ্টি এবং মাটির কারণে বীজটা নষ্ট হওয়ায় সম্ভাবনা বেশি থাকে। কিন্তু এখানে পলি হাউসে এই বীজ থেকে চারা উৎপাদন করছি, এখানে বৃষ্টির পানি বা অন্য প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় চারা নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। চারপাশ নেট দিয়ে ঘেরার কারণে পোকা মাকড় আক্রান্ত করতে পারে না, রোদ বৃষ্টির সমস্যা নাই, যখন যেমন প্রয়োজন তেমন তাপমাত্রা দেওয়ার কারণে সবগুলো চারা একই রকম হয়। যার কারণে একই সঙ্গে চাষ করা যায়। কৃষকরাও এখান থেকে সুস্থ ও উন্নত মানের চারা কিনতে পারছে। উদ্যোক্তা সাইদুর রহমান বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি।

ত্রিশালের অফিস কক্ষে প্রধান শিক্ষকের ধূমপানের ছবি ঘুরছে ফেসবুকে

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে প্রধান শিক্ষক ধূমপান করছেন এমন কিছু ছবি গত কয়েকদিন যাবত ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যারা সমাজ ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন তাঁর এমন কর্মকান্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। এমন বিতর্কিত কাজ করেছেন ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার ধানীখোলা ইউনিয়নের কাটাখালী উমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফাজ উদ্দিন। প্রধান শিক্ষক অফিস কক্ষে বসে প্রকাশ্যে ধূমপান করার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে এলাকা জুড়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। জানা যায়, কাটাখালী উমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফাজ উদ্দিন প্রায় সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসেই যে কারো সামনে ধূমপান করতে থাকেন। এতে প্রতিনিয়তই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও। কান্ড জ্ঞানহীন এমন ঘটনায় তার নীতি নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবক ও সচেতন মহল। বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে ধূমপান করার বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক আফাজ উদ্দিন বলেন, ছবিগুলো ২০২১/২২ সালের দিকের। ওই সময়ে যার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল সে উঠিয়ে ছিল। এখন আমার সাথে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় ছবিগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দিয়েছে। স্থানীয় রুবায়েত মিল্লাত বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেন, 'একজন প্রধান শিক্ষক যদি এমন কাজ করেন, তাহলে ওনার ছাত্র-ছাত্রীরা কি শিখবে ওনার কাছ থেকে, দ্রুত প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছি'। স্থানীয় আইয়ুব আলী বলেন, 'কাটাখালি উমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র, বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে চলমান। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা উনার কাছ থেকে কি শিক্ষা আশা করতে পারে? আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম'। মাহাবুল হাসান নাঈম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেন, 'কাটাখালী উমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে অফিসের টেবিল যেন উনার ধোঁয়া ছড়ানোর মঞ্চ! নীতি-নৈতিকতার কথা বাদ দিন, উনার চরিত্রের গন্ধও আজ ধোঁয়ার সাথে মিলিয়ে গেছে। শিক্ষকের আসনে বসে উনি যেন অপমানের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এ রকম লজ্জার ছাপ নিয়ে কোন মুখে উনি শিক্ষক পরিচয় দেন, ভাবতেই গা ঘিন ঘিন করে'। ত্রিশাল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মফিজুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিষয়টি ছবিতে দেখেছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কাজ গর্হিত অপরাধ। বিষয়টি অধিকতর জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল্লাহ আল বাকিউল বারী জানান, তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী প্রকাশ্যে ধূমপান করার কোন সুযোগ নেই।

নতুন ধান সেদ্ধ করার পর রোদে শুকানোর কাজে ব্যস্ত এক নারী। বিল পাবলা, ডুমুরিয়া, খুলনা।

হাইমচরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের মনিপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত দুই শিশু হলো- খাদিজা (৬) ও তানজিলা (৪)। খাদিজা স্থানীয় আজিজ ব্যাপারীর মেয়ে এবং তানজিলা একই গ্রামের তাজল দর্জির মেয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশুরা একসঙ্গে খেলতে খেলতে পুকুরে গোসল করতে নামে। এক পর্যায়ে দীর্ঘ সময় তারা বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুর পাড়ে তাদের কাপড় দেখতে পেয়ে সন্দেহ হলে জাল ফেলে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সবুজ বলেন, আমি খবর পেয়ে শোকাহত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা, যা অসতর্কতার কারণে ঘটেছে। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

কালীগঞ্জে হতদরিদ্রের ইজিবাইক চুরি

এফএনএস (কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ) **:** ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বাবরা গ্রামের দরিদ্র মিজানুর রহমান খোকনের আয় রোজগারের একমাত্র সম্বল ইজিবাইক চুরি হয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নিজ বাড়ি থেকে ইজিবাইকটি চুরি হয়। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় গত শুক্রবার একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী মিজানুর রহজমান। থানার অভিযোগ ও মিজানুর রহমানের কাছ থেকে জানা যায়, প্রতিদিনের মত গত বৃহস্পতিবার রাতে নিজ বাড়িতে রাতে ইজিবাইক চার্জে দিয়ে রেখেছিলেন মিজানুর। ওই রাতে ১২ টার দিকেও তার ইজিবাইক সঠিক স্থানে দেখতে পান তিনি। গত শুক্রবার সকালে উঠে দেখেন চেইন কেটে চোরেরা তার ইজিবাইকটি নিয়ে গেছে। পরে আশপাশের নানা স্থানে খোজ করেও ইজিবাইকটির সন্ধান আর মেলেনি। উপার্জনের একমাত্র ইজিবাইকটি হারিয়ে পাগল প্রায় মিজানুর রহমান কালীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, অভিযোগ দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উখিয়ার আলোচিত ত্রিপল মার্ডার র‍্যাবের হাতে আটক তিন

কক্সবাজার প্রতিনিধি : কক্সবাজারের উখিয়া কুতুপালং এলাকার চাঞ্চল্যকর মার্ডার মামলার প্রধান আসামীসহ মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র?্যাব-১৫। গতকাল শনিবার রাত ৩ টার দিকে উখিয়ার হলদিয়াপালং ইউনিয়নের পাতাবাড়ি এলাকা হতে র?্যাপিড একশ্যান ব্যাটালিয়ন অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করতে সক্ষম হয়। আটককৃতরা হলেন, নিহত মান্নানগং'র হত্যা মামলার প্রধান আসামী আবুল ফজল বাবুল (৩৭), ২নং আসামী মাহমুদুল হক (৩০) ও ০৬নং আসামী মোঃ রায়হান (১৯) র?্যাবের সহকারী পরিচালক (ল এন্ড মিডিয়া) আ.ম ফারুখ বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং তিনি জানান, এ ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে পৃথক মামলা রুজু হয়। সেই মামলায় নিহত মান্নান, রওশন আরা, শাহীনা আক্তার তারা ৩ জন নিহতের ঘটনায় তার পরিবার গত ৭ এপ্রিল উখিয়ায় থানায় মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার ৩ আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৬ এপ্রিল উখিয়ার কুতুপালংয়ের পশ্চিম পাড়া এলাকায় ২০ শতক জমিবিরোধের জেরধরে আপন চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৩ জন নিহত হয়। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রওশন আরা নামে আরো এক নারী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ ঘটনায় মোট ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। তারা হলেন ওই এলাকার নাজির হোসেনের ছেলে মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন (৩৮), তাঁর আপন চাচাতো ভাই মোঃ আব্দুল মান্নান (৩৬), মান্নানের বড় বোন শাহিনা আক্তার (৩৮), সর্বশেষ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন মান্নানের বোন রওশন আরা। নিহত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন কুতুপালং বাজার জামে মসজিদের খতিব ও ৯নং ওয়ার্ড জামায়েত ইসলামীর আমির। এই ঘটনায় উখিয়া থানায় পৃথক দুটি হত্যা মামলা রুজু হয়।

লালপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

লালপুর, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের লালপুরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে গণসংযোগ করা হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এই দাওয়াতী অভিযান পরিচালনা করা হয়। রামকৃষ্ণপুর চিনি বটতলা থেকে শুরু হয়ে কসাই পাড়া, গুড়পট্টি, কাউন্সিলের মোড়, মাইক্রো স্ট্যান্ড, থানা গেট, হাসপাতাল গেট ও লালপুর বাজারে গণসংযোগ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। এসময় তিনি সর্বস্তরের মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন এবং তাদের খোঁজ খবর নেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালপুর উপজেলা সেক্রেটারি এডভোকেট মাসুদ রানা, সহকারী সেক্রেটারি হাফেজ আফজাল হোসেন, সদর ইউনিয়ন আমির কামারুজ্জামান চঞ্চল, সেক্রেটারি মাহাতাব আলী, ইসলামী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার মোঃ আবু সাঈদ প্রমুখ।

চাঁদপুরে ৯ এমএম পিস্তল উদ্ধার

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মতলব উত্তর উপজেলা থেকে ঝোপ জঙ্গলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ৯ এমএম পিস্তল উদ্ধার উদ্ধার করা হয়েছে। বারোটার সময় স্থানীয় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে চাঁদপুর সদর আর্মি ক্যাম্প এবং উত্তর মতলব থানা পুলিশ কর্তৃক তালিকাভুক্ত অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত যৌথ অভিযানে উত্তর মতলব উপজেলার নয়াকান্দি সাদুল্লাহপুর নামক স্থান থেকে ভারতের তৈরি একটি সক্রিয় ৯ এমএম পিস্তল এবং ১টি মাগজিন উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত অস্ত্র এবং ম্যাগজিন উত্তর মতলব থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্পের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তাতে আরো বলা হয়, গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চাঁদপুর জেলায় সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গজারিয়ায় আকিজ ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক নিহত

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় আকিজ ইস্পাত কারখানায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রোডাকশন বিভাগে কাজ করতেন বলে জানা গেছে। নিহত শ্রমিকের নাম মোহাম্মদ আলী (৪৫)। তার বাড়ি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় বলে জানা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন শ্রমিকের সাথে কথা বলে জানা যায়, শিফটে কাজ করছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রোডাকশন বিভাগের ফোরম্যান মোহাম্মদ আলী। রাত তিনটার সময় মেশিনে রড চেক করার সময় রড উৎপাদনের জন্য গরম করা বিলেট তার মাথায় লাগলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে গতকাল শনিবার সকালে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক কাউছার আহমেদের মুঠোফোন একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। এদিকে সকাল নয়টায় গজারিয়া থানায় উপস্থিত হয়ে কোম্পানিটির প্রতিনিধি খোরশেদ আলম বলেন, নিহতের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে তারা এসেছেন। তাদের সাথে আমরা কথা বলছি। ময়নাতদন্তের পর লাশ তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে। বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব।

টেকনাফে গাছ পড়ে যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

কক্সবাজার প্রতিনিধি : কক্সবাজারের টেকনাফে সড়কের পাশে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ একটি গাছ হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে প্রাণে মারা গেছে এক যুবক। টেকনাফ উপজেলা সাবরাং ইউনিয়নের অন্তর্গত নয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মর্মান্তিক এই দূর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত ব্যক্তি হচ্ছে-সাবরাং ইউনিয়নের নয়াপাড়া ৩ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা ধইল্ল্যা মিয়া (৪০)। সে নয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাহারাদার ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের পাশেই তার বসতবাড়ি। ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাবরাং ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড মেম্বার আবুল ফয়েজ জানান, নয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সড়কের পাশে বয়োজ্যেষ্ঠ একটি আম গাছ ছিল। সেই আম গাছটি হঠাৎ করে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে যায়। এসময় গাছটির নিচে দুই জন লোক বসা ছিল।

দৌড়ে গিয়ে একজন প্রানে রক্ষা পেলেও ধইল্ল্যা নামে এক যুবক গাছের ডালের নিচে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এরপর স্থানী-য়রা এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে টেকনাফ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সুপেয় পানির তীব্র সংকট, সহস্রাধিক পরিবারের নিত্যদিনে দূর্ভোর্গ

তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া বেশ কিছু এলাকায় সুপেয় পানির তীব্র সংকটের কারণে সহস্রাধিক পরিবারের নিত্যদিনে চরম দূর্ভোর্গ পোহাতে হচ্ছে। গত বুধবার সরেজমিন গিয়ে ভুক্তভোগী লোকজনের সংগে আলাপচারিতায় জানা যায় তেঁতুলিয়া পুরাতন বাজার থেকে বাংলাবান্ধার ঝাড়ুয়াপাড়া পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার সীমান্ত ঘেঁষে পাহাড়ি খোরস্রোত মহানন্দা প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। এই খোরস্রোত নদীর উজানে ভারত ফুলবাড়ি নামকস্থানে ৯০ দশকে একটি বাঁধ নির্মাণ করে নদীর পানির গতিপথ অন্যদিকে প্রবাহিত করেছে। ভারত বাঁধ নির্মাণের প্রথম দিকে নদীতে কিছুটা পানিপ্রবাহ বহমান ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ভারত মহানন্দা নদীতে ভাটির দিকে পানিপ্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেন। এরপর থেকে মহানন্দা নদী মরাখালে পরিণত হয়েছে। নদীতে পানিপ্রবাহ না থাকায় এর বিরুপ প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা ২০ কিলোমিটার এলাকার জনসাধারনের জীবনমান ও প্রকৃতির উপর। মহানন্দা নদীর পানি প্রবাহ কৃত্রিম কারণে শুকিয়ে যাবার পর দুই দশকে পানির স্তর নিচে নেমে গেলে নদীর সংলগ্ন প্রায় এক কিলোমিটার এলাকায় নলকূপ, চাপকল, সাধারন মোটর পাম্পে পানি উঠে না। ফলে এলাকায় সুপেয় পানির চরম সংকট তৈরি হয়েছে। সুপেয় পানি সংকটাপন্ন এলাকাগুলো হলো তেঁতুলিয়া পুরাতন বাজার, সিদ্দিকনগর, ঈদগাবস্তি, সাহেবজোত (ডাঙ্গিবস্তি), মমিনপাড়া, তেলিপাড়া, মাগুড়া, উত্তর দর্জিপাড়া, ঝাড়ুয়াপাড়া, কাশিমগজ, সিপাইপাড়া, সন্ন্যাসিপাড়া। এরআগে ওইসব এলাকায় ৫৫ থেকে ৭০ ফিট নূলকূপের বোডিং করলে প্রচুর পানি পাওয়া যেত। এখন ১০০-১২০ ফিট নলকূপ বোডিং বসানোর পরও সাধারণ পাম্পে সঠিকভাবে পানি উঠে না।

ধানখেতের পাশে লাগানো গাছে ঝুলছে লাউ। বিল পাবলা, ডুমুরিয়া, খুলনা।

লালমনিরহাটে পুকুর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটে পুকুরে ডুবে যাওয়ার ৬ ঘণ্টা পর মিরাজ (৯) নামে এক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা। লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কিসামত নগরবন্দ এলাকার বালারদিঘি নামক একটি পুকুরে এ ঘটনা ঘটে। শিশু মিরাজ পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কিসামত নগরবন্দ এলাকার গোলাম মোস্তফার একমাত্র পুত্র সন্তান। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীনা জানায়, গত শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে শিশু মিরাজ তার দাদা আফজাল হোসেনের সাথে গরুর ঘাস ধোয়ার জন্য ওই পুকুরে যায়। দাদা ঘাস ধুয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেও পুকুরের কিনারায় পানি নিয়ে খেলতে থাকে মিরাজ। দাদা আফজাল নাতি মিরাজ তার সাথে বাড়িতে না আসায় নাতিকে খুঁজতে আবার পুকুর পাড়ে আসে কিন্তু পুকুর পাড়ে নাতি মিরাজকে আর দেখতে পায়না। তখন তিনি নিশ্চিত হোন তার নাতি পুকুরে ডুবে গেছে। পরে তার চিৎকারে এলাকার লোকজন ছুটে আসে এবং থানা ও ফায়ার সার্ভিসে কল দেয়। পরে থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সেখানে যায় এবং পুকুরের গভীরতা ৩০/৩৫ হওয়ায় রংপুর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি নিয়ে আসে। ডুবুরি দলের সদস্যরা দির্ঘ সাড়ে ৪ঘন্টা উদ্ধার অভিযান চালার পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শিশু মিরাজের মরদেহ উদ্ধার করে। ওই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সাইদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সম্পর্কে শিশু মিরাজ তার নাতি হয়। মিরাজ তার দাদার সাথেই গরুর ঘাস ধুইতে গেছিল ওই পুকুরে। পরে তার দাদা ঘাস ধুইয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেও মিরাজ বাড়িতে আসতে পারে নাই। সে পুকুরেই ডুবে যায় এবং ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা দির্ঘ ৪/৫ ঘন্টা উদ্ধার চেষ্টা চালিয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করেন। তিনি তার নাতি মিরাজের এই অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। রংপুর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্য আসাদ জানান, লালমনিরহাট ফায়ার স্টেশনের ডাকে আমরা ডুবুরি দলের সদস্যরা দুপুর আড়াইটার দিকে ঘটনা স্থলে আসি এবং উদ্ধার অভিযান চালাই। পুকুরের পানির গভীরতা ৩০/৩৫ ফুট হওয়ায় উদ্ধার অভিযানে আমাদের একটু বেগ পেতে হয। তারপরেও আমরা উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখি এবং প্রায় সাড়ে ৪ঘন্টা পর ডুবে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হই।

চাঁদপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাং'র ৩ সদস্য আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদর উপজেলায় তালিকাভুক্ত তিনজন কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। স্থানীয় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে চাঁদপুর সদর আর্মি ক্যাম্প এবং চাঁদপুর সদর থানা পুলিশ কর্তৃক তালিকাভুক্ত অপরাধী এবং কিশোর গ্যাং সদস্যদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত যৌথ অভিযানে চাঁদপুর সদর উপজেলার প্রেসক্লাব এলাকা থেকে চিহ্নিত কিশোর গ্যাং সদস্য আপন (১৯), শিপন (১৯) এবং ফারহ-নকে (১৮) গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের থেকে ৩টি চাইনিজ কুড়াল, ৩টি রামদা এবং ১টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত দ্রবস্যসামগ্রী এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের চাঁদপুর সদর থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্পের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয়েছে। তাতে আরো বলা হয়, গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চাঁদপুর জেলায় সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চাঁদপুর ফেরিঘাটে ৮ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর হরিনা ফেরিঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা সহ মাদক পাচারকারী ও কারবারি দুইজনকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী। স্থানীয় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে চাঁদপুর সদর আর্মি ক্যাম্প এবং চাঁদপুর সদর থানা পুলিশ কর্তৃক তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত যৌথ অভিযানে চাঁদপুর সদর উপজেলার হরিণাঘাট নামক স্থান থেকে তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী হেলাল (২২) এবং মাসুদ (২৬)কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির থেকে ০৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত দ্রব্যসামগ্রী এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের চাঁদপুর সদর থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

কৃষকদের আশা জাগাচ্ছে উন্নত পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণের ঘর

সাঁথিয়া, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলায় প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। ভালো ফলন হওয়ায় জেলায় পেঁয়াজের আবাদও দিনদিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে প্রায় ৩০শতাংশ পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায়। এতে কৃষকেরা চরমভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এমনকি পেঁয়াজ সংরক্ষণের পদ্ধতি ভালো না হওয়ায় অনেক সময় কৃষকদেরকে বাধ্য হয়ে কম দামেও পেঁয়াজ বিক্রি করতে হয়। কৃষকদের এই সমস্যা দূর করতে সাঁথিয়া ও বেড়ায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রোগ্রামস ফর পিপলস ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)সংস্থার কৃষি ইউনিট(কৃষিখাত) প্রোগ্রামের উদ্যোগে উন্নত পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ ঘর স্থাপন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণের ফলে কৃষক লাভবান হচ্ছেন এবং দিনদিন আশা জাগাচ্ছে কৃষকদের মাঝে। সাঁথিয়া উপাজেলা কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর এর সূত্রে জানা গেছে, পেঁয়াজ উৎপাদনের দিক থেকে দেশের মধ্যে পাবনা জেলা প্রথম স্থানে রয়েছে এবং জেলার মধ্যে সাঁথিয়া, বেড়া ও সুজানগর উপজেলার অবস্থান শীর্ষে। জেলায় প্রতিবছরই বাড়ছে পেঁয়াজের আবাদ ও উৎপাদন। দেশের মোট চাহিদার ৭ভাগ চাহিদা সাঁথিয়ার পেঁয়াজ দিয়েই মেটানো হয়। এছাড়া দেশে মোট পেঁয়াজ উৎপাদনের ১০ভাগ পেঁয়াজ সাঁথিয়াতে উৎপাদিত হয়। সরেজমিন বেড়া উপজেলার বড়শিলা গ্রামের কৃষক মোন্নাফ আলীর বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, তিনি বাড়ির পাশে প্রায় ৫ শতাংশ জমিতে এই ঘর নির্মাণ করেছেন। এই ঘরের দৈর্ঘ্য ১৬ফুট, প্রস্থ ১০ফুট ও উচ্চতা ১২ ফুট। ঘর নির্মাণে সিমেন্টের বড় ১৪টি খুঁটি ও মাটি থেকে উপরে ৫ফুটের সিমেন্টের ১০টি খুঁটি এবং বাঁশের বাতা ও কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া ঘরের মেঝে থেকে ৩ফুট উঁচুতে ২টি চাতাল বা মাচা তৈরী করা হয়েছে। ঘরের নিচে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পেছনে ও সামনে রাখা হয়েছে ৪টি এক্সস্ট ফ্যান। এই ফ্যান ঘরের গরম বাতাস বের করে দেয়। ঝড়-বৃষ্টি থেকে পেঁয়াজ রক্ষা করতে চারপাশে রাখা হয়েছে ত্রিপল বা পলিথিন পেপার। এছাড়াও তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য ১টি থার্মোমিটারও রাখা হয়েছে। বড়শিলা গ্রামের কৃষক মোন্নাফ আলী বলেন, চাহিদার থেকে বেশি উৎপাদন হওয়ার পরও দেশে প্রতিবছর ৬-৭ লক্ষ মেট্রিকটন পেঁয়াজ ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

যন্ত্রে মাড়াই করা ধান কুড়াচ্ছেন কয়েকজন। শিমুজেছড়া, রাঙামাটি।

অপরাজিত থেকে মৌসুম শেষ করা হলোনা পিএসজির

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে আগেই শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলেছিলো পিএসজি। এরপর তাদের বড় লক্ষ্য ছিল এই লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে অপরাজিত থেকে মৌসুম শেষ করা। সে লক্ষ্যে ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ৩০টা ম্যাচ অপরাজিত থেকে শেষ করে ফেলেছিলো তারা। কিন্তু পিএসজির অপরাজিত থাকার এই ইচ্ছায় বাগড়া বসিয়েছে নিসে। গত শুক্রবার রাতে নিজেদের মাঠ পার্ক ডি প্রিন্সেসে নিসের মুখোমুখি হয়েছিল পিএসজি। এই ম্যাচে জয় তো দুরে থাক, ড্র'টাও করতে পারেনি লুইস এনরিকের শিষ্যরা। ঘরের মাঠেই নিসের কাছে তারা হেরেছে ১:৩ গোলের ব্যবধানে। সে সঙ্গে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটাও ভাঙলো পিএসজির। সে সঙ্গে পিএসজিকে হারিয়ে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি করেছে নিসে। ৬ ম্যাচ হাতে রেখেই টানা চতুর্থবার এবং রেকর্ড ১৩তম ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের শিরোপা নিশ্চিত করেছিলো পিএসজি। সুতরাং, নিসের কাছে হারেও শীর্ষস্থান হারানোর কোনো শঙ্কা নেই এখন। ৩১ ম্যাচে তাদের অর্জন ৭৮ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থস্থানে রয়েছে নিসে। ম্যাচের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে মনে হবে পিএসজির সামনে দাঁড়াতেই পারেনি নিসে। ম্যাচের ৭৬ ভাগ বলের দখল ছিল পিএসজির। মাত্র ২৪ ভাগ নিসের। অর্থ্যাৎ ম্যাচজুড়ে খেলেছে পিএসজির ফুটবলাররা। নিসে শুধু আক্রমণ ঠেকিয়েই গেছে এবং সুযোগ যা পেয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে অবিশ্বাস্য এক জয় তুলে নিয়েছে। পিএসজি নিসের গোল লক্ষ্যে শট নিয়েছে ১৩টি। ফিনিশ করতে পেরেছে মাত্র একটি। অন্যদিকে নিসে পিএসজির গোল লক্ষ্যে শটই নিয়েছে মাত্র ৩টি এবং সবগুলোই আশ্রয় পেয়েছে পিএসজির জালে। ম্যাচের প্রথম আধঘণ্টায় একের পর এক সুযোগ তৈরি করেছে পিএসজি। অথচ, গোলের দেখা মেলেনি। অন্যদিকে ধারার বিপরীতে গোর করে বসে নিসে। ৩৬তম মিনিটে প্রথম শট নেয় তারা এবং সেটি খুঁজে পায় পিএসজির জাল। শটটি নিয়েছিলেন মরগ্যান স্যানসন। ৪১তম মিনিটে গোলটি শোধ করে পিএসজিকে সমতায় ফেরান ফ্যাবিয়ান রুইজ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবার নিসেকে এগিয়ে দেন মরগ্যান স্যানসন। ৭০তম মিনিটে পিএসজিকে স্তব্ধ করে নিসের জয় নিশ্চিত করা গোল করেন ইউসুফ এনদাইশিমিয়ে। পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে ম্যাচটির আগে বলেছিলেন, যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠতে হয়, তাহলে তিনি নিসের কাছে হেরেও সন্তুষ্ট থাকবেন। অবশেষে নিসের কাছে হেরে ৩০ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ভাঙার পরও তিনি সেই একই আশা ধরে রেখেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে তারা মুখোমুখি হবে আর্সেনালের।

আবারও চোটের ধাক্কা করাচি শিবিরে

স্পোর্টর্স ডেস্ক : করাচি কিংসে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশি ব্যাটার লিটন দাস। তবে শুরুর আগেই তার টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যায়। কোনো ম্যাচ খেলার আগেই দেশে ফিরে আসেন লিটন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন করাচি কিংসের কিউই অলরাউন্ডার অ্যাডাম মিলনে। চোট পেয়ে পুরো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন তিনিও। হাঁটুর চোটের কারণে টুর্নামেন্টের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই পেসার। গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে করাচি ফ্র্যাঞ্চাইজি। লাহোর কালান্দার্সের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে চোট পান এই কিউই ক্রিকেটার। এরপরও দলের সঙ্গেই থেকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তিনি আর মাঠে ফিরতে পারবেন না। তাকে ধন্যবাদ ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে করাচি কিংস। চলমান পিএসএলে দুইটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন অ্যাডাম মিলনে। বল হাতে কোনো উইকেট শিকার করতে পারেননি। বরং প্রথম ম্যাচে ছিলেন দলের সবচেয়ে খরুচে বোলার। ৪ ওভারে খরচ করেন ৬০ রান। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ান। কোনো উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে দেন ৩১ রান। আর ব্যাট এক ম্যাচে সুযোগ পেয়ে খেলেন ৭ বলে ১৬ রানের ক্যামিও ইনিংস। উল্লেখ্য, চলমান আসরে এপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ছয়টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে করাচি কিংস।

পিএসএল খেলার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়লেন নাহিদ রানা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : নিলাম থেকে বাংলাদেশের গতি তারকা নাহিদ রানাকে দলে নিয়েছিল পিএসএলের দল পেশোয়ার জালমি। তবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলার জন্য তিনি সময়মত যেতে পারেননি। সিলেটে প্রথম টেস্টের একাদশে ছিলেন নাহিদ রানা। প্রথম ইনিংসে ৩টি উইকেপ পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট পাননি তিনি। তবে, চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টের দলে নাই তিনি। আগেই জানা ছিল, নাহিদ সিলেটে প্রথম টেস্ট খেললেও চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন না তিনি, যাবেন পিএসএলে খেলতে। সে হিসেবেএকটায় পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন বাংলাদেশের এই দ্রুতগতির পেসার। এই মুহূর্তে ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পিএসএলের পয়েন্ট টেবিলে চারে রয়েছে বাবর আজমের দল পেশোয়ার জীমি।

বিতর্কের মাঝেও ফাইনালে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : কোপা দেল রের ফাইনালের আগে একপ্রস্থ নাটকই মঞ্চস্থ হয়ে গেলো। রেফারিদের এক সংবাদ সম্মেলন কেন্দ্র করে শোনা যাচ্ছিল শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটা বয়কটই করবে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। এমন সম্ভাবনা আরও জোড়ালো হয় যখন তারা গত শুক্রবার ম্যাচপূর্ব যাবতীয় কার্যক্রম পুরোপুরি বয়কট করে। কিন্তু লস ব্লাঙ্কোস বিবৃতিতে দিয়ে জানিয়েছে, তারা ফাইনাল বয়কটের কোনও পরিকল্পনা করছে না। ঘটনাটা ঘটেছে দুই রেফারি রিকার্দো দে বুর্গোস বেনগোচিয়া ও ভিএআর রেফারি পাবলো গঞ্জালেসের মন্তব্যে। গত শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে মাদ্রিদের নিজস্ব টিভি রিয়াল মাদ্রিদ টিভির বিরুদ্ধে তাদের নিয়ে সমালোচনামূলক প্রচারণার অভিযোগ করেন। কোচ কার্লো আনচেলত্তি ও

মিডফিল্ডার লুকা মদরিচের শেষ অনুশীলনের আগে ফাইনাল নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। যেহেতু ম্যাচটা হাইপ্রোফাইল এবং প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ জানিয়ে দেয়, তারা তাতে অংশ নেবে না এবং অফিশিয়াল ফটোসেশনেও যাবে না। তাতে গুঞ্জন ছড়ায় হয়তো রিয়াল মাদ্রিদ ফাইনালে অংশ নিচ্ছে না! কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ বিবৃতিতে জানায়, 'ফাইনাল না খেলার কথা আমাদের ছেলেরা কখনও ভাবেনি।' রেফারিদের মন্তব্য নিয়ে তাদের কথা, 'এই ম্যাচের জন্য নিযুক্ত রেফারিদের মাধ্যমে ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক ও অনুপযুক্ত মন্তব্য একটি বৈশ্বিক ক্রীড়া ইভেন্টকে কলুষিত করতে পারে না। যে ম্যাচ দেখার জন্য শত শত মিলিয়ন মানুষ অপেক্ষা করছে। আমরা সেইসব সমর্থকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যারা সেভিয়ায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন এবং যারা ইতোমধ্যেই আন্দালুসিয়ান রাজধানীতে উপস্থিত আছেন।' ইএসপিএন জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদ এতই ক্ষুব্ধ যে তারা রেফারিং দলের পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের কাছে যোগাযোগ করলে তারা বলেছে, এই ধরনের কোনও অনুরোধের কথা অস্বীকার করেছে। **যা অভিযোগ করেছিলেন রেফারিরা** রেফারিদের সংবাদ সম্মেলনে রিকার্দো দে বুর্গোস বেনগোচিয়া ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।

পাকিস্তানকে নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন সৌরভ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত পুরোপুরি দায়ী করছে পাকিস্তানকে। এ ঘটনায় এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই দেশ। অবস্থা এমন যে, যে কোনো সময় যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন ভারতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬জন পর্যটক। এ ঘটনার পরই পাকিস্তানের দিকে আঙ্গুল তুলেছে ভারত। দু'দেশের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক বলতে গেলে ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতীয়রা জানিয়ে দিয়েছে, আর কখনোই পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে না। ভারতের পিএসএলের সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। পাকিস্তানে পিএসএল সম্প্রচারে থাকা ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হয়েছে। সাবেক এবং বর্তমান ক্রিকেটাররা কথা বলছেন এ নিয়ে। সে তালিকায় যোগ হলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। তিনিও চান, যে কোনোভাবেই হোক, পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতে। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, গত শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে সৌরভকে পেহেলগাম ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত বলে সব মহল থেকে যে আওয়াজ উঠেছে, সেটি নিয়ে জানতে চাইলে ভারত ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক বলেন, '১০০ ভাগ, এটা (পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিন্ন) করা উচিত। কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এটা কোনো তামাশা নয় যে বছর বছর এ রকম ঘটনা ঘটে চলবে।' ২০০৮ সালে মুম্বাই হামলার পর থেকে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট বন্ধ। তবুও ২০১৩ সালে একবার ভারতে গিয়ে খেলেছিল পাকিস্তান। কিন্তু এরপর থেকে আইসিসি ও এসিসি ইভেন্ট ছাড়া আর ক্রিকেট মাঠে দুই দেশের দেখা হয় না। সৌরভ গাঙ্গুলির মতে, সব পরিস্থিতিতেই দু'দেশের ক্রিকেট সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা উচিৎ হবে। আইসিসি ও এসিসির টুর্নামেন্টেও যেন পাকিস্তানের মুখোমুখি করা না হয়, সে জন্য আইসিসির কাছে চিঠি দেবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সৌরভ মনে করেন এটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। তিনি বলেন, 'বোর্ড (আইসিসিকে) চিঠি দিলে ঠিক করবে। সন্ত্রাসবাদ কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।'

হারের বেড়াজালে আটকা পড়েছে চেন্নাই

স্পোর্টর্স ডেস্ক : খেলা শুরুর আগেই দু'দলই ছিল তলানিতে। চেন্নাই সুপার কিংসের (সিএসকে) অবস্থান ছিল সবার নিচে, ১০ নম্বরে। আর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তার আগে, ৯ নম্বরে। ম্যাচের পর টেবিলের চিত্র খানিক বদলেছে। চেন্নাইকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে এক ধাপ উন্নতি হয়েছে হায়দরাবাদের। ৯ ম্যাচে ৩ জয়ে টেবিলের অষ্টম স্থানে। অন্যদিকে সমান সপ্তম হারে তলানিতেই রয়ে গেছে চেন্নাই। গত শুক্রবার ঘরের মাঠ এম এ চিদাম্বরম ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে ১৯.৪ ওভারে ১৫৪ রানে অলআউট হয় চেন্নাই। জবাবে ৫ উইকেটে ৮ বল হাতে রেখে চেন্নাইয়ের ডেরা থেকে জয় নিয়ে ফেরে হায়দরাবাদ। ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটাই ভালো হয়নি চেন্নাইয়ের। দলীয় রানের খাতা খোলার আগেই ওপেনার শাইখ রাশিদকে (১ বলে ০) হারায় স্বাগতিকরা। ইনিংসের প্রথম বলেই তাকে স্লিপে অভিষেক শর্মার হাতের ক্যাচ বানান মোহাম্মদ শামি। দ্বিতীয় উইকেটে ৩৯ রানের জুটি করে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন আয়ুশ মাহার্তে ও স্যাম কারেন। ১০ বলে ৬ রান করে সাজঘরে ফেরত যান কারেন। ১৯ বলে ৩০ রানে আটকে যান মাহার্তে। ৪৭ রানে হয় ৩ উইকেটের পতন। পিচে সেট হয়েও ১৭ বলে ২১ রানের বেশি করতে পারেননি বরীন্দ্র জাদেজা। চেন্নাইকে যা এগিয়ে দেন দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটার ডেওয়ালড ব্রেভিস। ২৫ বলে চেন্নাইয়ের ইনিংসের সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন তিনি। শিবম দুবে ১২, মহেন্দ্র সিং ধোনি ৬ ও আনশুল কম্বুজ ও নুর আহমদ ২ রান করে আউট হলে ১৩৭ রানেই ৯ উইকেটের পতন হয় চেন্নাইয়ের। শেষ দিকে একাই লড়াই করে চ্যালেঞ্জিং স্কোর চেষ্টা করেন দিপক হুদা। ২১ বলে ২২ রান করেন তিনি আউট হলে ১৯.৪ ওভারে শেষ হয় চেন্নাইয়ের ইনিংস। ১৫৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে বিপদে পড়েছিল হায়দরাবাদও। তারাও রানের খাতা খোলার আগে উইকেট হারায়। ২ বল খেলে শূন্য রানে ফেরেন ওপেনার অভিষেক শর্মা। ১৬ বলে ১৯ রানে থেমে যান ট্রাভিস হেড। ৮ বলে ৭ রান করে হেনরিখ ক্লাসেন আউট হওয়ার পর রান করে দেন ইশান কিশান। হায়দরাবাদের ইনিংসের সর্বোচ্চ ৩৪ বলে ৪৪ রান করেন তিনি। ইশান কিশানের পর দ্রুত আউট হন অনিকেত ভার্মাও। ১০৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে কিছুটা শঙ্কায় পড়েছিল হায়দরাবাদ। তবে শেষ শঙ্কা উড়ে যায় কামিন্দু মেন্ডিস ও নিতিশ কুমার রেড্ডির অবিচ্ছিন্ন ৪৯ রানের জুটিতে। মেন্ডিস ২২ বলে ৩২ আর রেড্ডি ১৩ বলে ১৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে হায়দরাবাদকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। বল হাতে হায়দরাবাদের হয়ে ২৮ রানে ৪ উইকেট শিকার করেন হার্শাল প্যাটেল।

আইটি

গর্ভকালীন যত্ন: মায়ের জন্য ৫ পুষ্টিকর খাবার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গর্ভাবস্থা মানেই বাড়তি যত্ন, শুধু নিজের নয়, ভবিষ্যতের একটি নতুন প্রাণেরও। এই সময়টাতে সঠিক খাবার নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্বাস্থ্যকর পুষ্টিই নিশ্চিত করে মায়ের সুস্থতা এবং শিশুর সঠিক বৃদ্ধি। এর পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিকর অভ্যাস (যেমন ধূমপান বা অ্যালকোহল) এড়িয়ে চলাও জরুরি। আজ আমরা জানবো এমন ৫টি খাবার সম্পর্কে, যেগুলো বায়োটিনে সমৃদ্ধ এবং গর্ভবতী মায়ের জন্য উপকারী। **মিষ্টি আলু** বায়োটিনে ভরপুর এই খাবারটিকে বলা হয় প্রকৃতির পুষ্টি ভাণ্ডার। আধা কাপ রান্না করা মিষ্টি আলুতে প্রায় ২.৪ মাইক্রোগ্রাম বায়োটিন থাকে। শুধু তাই নয়, এতে রয়েছে আঁশ, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীরকে চাঙা রাখে। বেক, ভাজা বা ম্যাশ করে, যেকোনোভাবে সহজেই খাওয়া যায়। স্যুপ বা তরকারিতেও ব্যবহার করা যায়। **ডিমের কুসুম** পুরো রান্না করা একটি ডিমে থাকে প্রায় ১০ মাইক্রোগ্রাম বায়োটিন। ডিমের কুসুম শুধু চুল ও নখের জন্য নয়, গর্ভাবস্থায় শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে। সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে কাঁচা ডিম না খাওয়াই ভালো। **কাঠবাদাম** ক মুঠো কাঠবাদাম হতে পারে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও বায়োটিনের দুর্দান্ত উৎস। এটি গর্ভাবস্থার নানা জটিলতা কমাতে সহায়তা করে এবং ভ্রূণের সঠিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। তবে প্রতিদিন কতটুকু খাওয়া নিরাপদ, তা চিকিৎসকের পরামর্শে ঠিক করাই ভালো। **পালং শাক** বুজ পাতার মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর হিসেবে বিবেচিত পালং শাকে রয়েছে ফোলেট, আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং বায়োটিন। ১০০ গ্রাম পালং শাকে পাওয়া যায় প্রায় ৪.২৫ মাইক্রোগ্রাম বায়োটিন, যা গর্ভবতীদের জন্য দারুণ উপকারী। **কলা** ক্তির দুর্দান্ত উৎস কলা, পটাশিয়াম ও ভিটামিন সি ছাড়াও এতে আছে বায়োটিন। একটি মাঝারি আকারের কলায় থাকে ০.২ থেকে ০.৬ মাইক্রোগ্রাম বায়োটিন, যা রক্তস্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করে এবং শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। **পরামর্শ** র্ভাবস্থায় খাদ্যতালিকায় নতুন কিছু যোগ করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ প্রতিটি নারীর শারীরিক চাহিদা ভিন্ন। নিরাপদ মাতৃত্বের পথে সবচেয়ে বড় সহায় হল ব্যক্তিগত সচেতনতা ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যাভ্যাস।

কাঁচা আম কেন খাবেন? জেনে নিন ৮ উপকারিতা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : তীব্র গরম থেকে ফেরার পর এক গ্লাস কাঁচা আমের শরবত যেমন প্রাণ জুড়ায়, তেমনি জোগান দেয় প্রয়োজনীয় পুষ্টিরও। ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কাঁচা আম পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। আর অল্প কয়েকদিনই মিলবে কাঁচা আম। ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, পটাসিয়াম, ফোলেট, ফোলেট ও ফাইবারের দারুণ উৎস এই আম। জেনে নিন কাঁচা আম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে।

*কাঁচা আমে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা আমাদের অন্ত্র সুস্থ রাখে ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। এতে এমন এনজাইমও রয়েছে যা হজমে সহায়তা করে।

*অতিরিক্ত ঘাম হলে শরীর থেকে বেড়িয়ে যায় সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং আয়রন। কাঁচা আম এগুলো বের হতে বাধা দিয়ে ডিহাইড্রেশন থেকে শরীরকে সুরক্ষিত রাখে।

*প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি মেলে কাঁচা আম থেকে। এই ভিটামিন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। *কাঁচা আমে ভিটামিন এ এবং সি এর মতো পুষ্টি উপাদান থাকে, যা সুস্থ ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী।*কাঁচা আমে থাকা পেকটিন রক্তে থাকা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রাকৃতিকভাবে কমাতে পারে।

*কাঁচা আম আমাদের শরীর ঠান্ডা রাখতে সহায়তা করে। ফলে গরমে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে।

*কাঁচা আমের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

চিয়া সিড দিয়ে সহজে কমান পেটের মেদ

স্বাস্থ্য ডেস্ক :ওজন কমানোর জন্য অনেকেই নিয়মিত চিয়া সিড খান। উপকারী এই বীজে ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। এসব উপাদান পেটের চর্বি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষুদ্র বীজগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা সুষম খাবার এবং নিয়মিত ব্যায়ামের সাথে একত্রিত হলে ওজন কমাতে সহায়তা করে। **উচ্চ আঁশ** চয়া বীজে উচ্চ মাত্রায় আঁশ রয়েছে। প্রতি দুই টেবিল চামচে প্রায় ১০ গ্রাম, ফাইবার বা আঁশ মেলে। ওজন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ফাইবার। এই আঁশের পরিমাণ দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় প্রকারের, যা সহজে আমাদের পেট ভরায় এবং হজমে সহায়তা করে। ফলে অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা যায়। দ্রবণীয় আঁশ পানি শোষণ করে এবং পেটে জেলের মতো পদার্থ তৈরি করে। এগুলো হজমকে ধীর করে ও সারা দিন ক্যালোরি গ্রহণ কমাতে সাহায্য করতে করে। **উচ্চ প্রোটিন** চয়া বীজকে বলা হয় পুষ্টির পাওয়ার হাউস। প্রোটিনে ভরপুর এই বীজ পেশীকে শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি ওমেগা-৩ এর সেরা উদ্ভিদভিত্তিক উৎসগুলোর মধ্যে একটি, যা প্রদাহ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। **উচ্চ পুষ্টি** চয়া বীজে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রন রয়েছে, যা হাড়ের স্বাস্থ্য এবং বিপাকীয় কার্যকারিতা সমর্থন করে। এই পুষ্টি উপাদানগুলো স্বাস্থ্যকর ওজন ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। **পেট ভরে রাখে** চিয়া বীজ মিশ্রিত পানিতে থাকা দ্রবণীয় ফাইবার পানি শোষণ করে পেটে জেলের মতো পদার্থ তৈরি করে, যা হজমকে ধীর করে দেয় এবং অপ্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ কমাতে সাহায্য করে। এতে ক্যালোরি গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে থাকে ও ওজন কমে। **শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে** চিয়া বীজ শরীরে ইনসুলিনের স্পাইক প্রতিরোধ করে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ইনসুলিনের মাত্রা কম থাকলে শরীরকে জ্বালানি হিসেবে সঞ্চিত চর্বি ব্যবহার করার ইঙ্গিত দেয়, যা মেদ কমায়। **হজমশক্তি উন্নত করে** চিয়া বীজের ফাইবার নিয়মিত মলত্যাগে সাহায্য করে এবং পেট ফাঁপা কমায়। এই উন্নত হজমশক্তি শরীরকে আরও দক্ষতার সাথে প্রক্রিয়াজাত করতে এবং বর্জ্য অপসারণ করতে সাহায্য করে, যা পেটের মেদ কমাতে পারে।

অতিরিক্ত ওজন বাড়াতে পারে চোখের সমস্যা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন শুধু হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মতো সমস্যার কারণ হয় না। এটি চোখের স্বাস্থ্যের ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত ওজন দেহের রক্ত সঞ্চালন, রক্তচাপ এবং বিপাকক্রিয়াকে ব্যাহত করে। যা চোখের বিভিন্ন গুরুতর রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। **স্থূলতার কারণে যে চোখের রোগগুলো হতে পারে– ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি** স্থূলতা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের অন্যতম প্রধান কারণ। ডায়াবেটিস হলে রেটিনার ছোট রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে রক্তক্ষরণ ও দৃষ্টিহ-ানি হতে পারে। **লক্ষণ** > চোখে ঝাপসা দেখা > অন্ধকার বা কালো দাগ দেখা রাতের বেলায় কম দেখা। **গ্লুকোমা** স্থূলতার কারণে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যেতে পারে, যা গ্লুকোমার ঝুঁকি বাড়ায়। গ্লুকোমা হলে অপটিক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এটি স্থায়ী অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। **লক্ষণ** > ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া > চোখের সামনে টানেল ভিশন (কোণার দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া) > চোখে ব্যথা ও লালচে ভাব। **বয়সজনিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন** স্থূলতা রেটিনার ম্যাকুলাতে চর্বি ও টক্সিন জমার হার বাড়িয়ে দেয়, যা বয়সজনিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। এটি সাধারণত ৫০ বছরের পর বেশি দেখা যায়। **লক্ষণ** > মাঝখানের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া > সরল লাইন বাঁকা দেখা > বই পড়তে বা মুখ চিনতে সমস্যা হওয়া। **চোখের স্ট্রোক** স্থূলতার কারণে উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল বেড়ে যায়, যা চোখের রক্তনালিতে ব্লকেজ তৈরি করতে পারে। এতে চোখের স্ট্রোক হতে পারে, যা হঠাৎ করে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিতে পারে। **লক্ষণ** > হঠাৎ করে এক চোখে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া > চোখের সামনে অন্ধকার বা ছায়া দেখা > ব্যথাহীন কিন্তু দ্রুত দৃষ্টিহানি। **চোখের শুষ্কতা** স্থূলতার সঙ্গে অধিক চর্বি ও শর্করা গ্রহণ জড়িত, যা চোখের অশ্রুগ্রন্থি ঠিকমতো কাজ করতে না দেওয়ার ফলে ড্রাই আই সিনড্রোম সৃষ্টি করতে পারে। **লক্ষণ** > চোখে জ্বালাপোড়া সব সময় চোখ শুষ্ক অনুভব হওয়া > আলোতে সংবেদনশীলতা। **স্থূলতা কমিয়ে চোখের সুস্থতা বজায় রাখার উপায়–** ১. স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা ২. ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা ৩. ধূমপান ত্যাগ করা। **চোখের নিয়মিত পরীক্ষা করানো:** যদি স্থূলতা থাকে, তাহলে বছরে অন্তত একবার চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে যান। **পর্যাপ্ত পানি পান করা:** চোখের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। লেখক: ডা. মো. আরমান হোসেন রনি; চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

খুসখুসে কাশি নিয়ে চিকিৎসকদের পরামশ

স্বাস্থ্য ডেস্ক : কাশি নিজে কোনও রোগ নয়। রোগের লক্ষণ মাত্র। শারীরিক, মানসিক, পরিবেশগত নানা কারণে সৃষ্টি হয় কাশির। এমনকি বয়ঃসন্ধিও কখনও কখনও কাশির কারণ হতে পারে। স্থায়িত্ব অনুযায়ী কাশিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তিন সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী কাশিকে বলা হয় অ্যাকিউট কাশি। তিন থেকে আট সপ্তাহ পর্যন্ত কাশি স্থায়ী হলে তাকে বলা হয় সাব-অ্যাকিউট কাশি। আর আট সপ্তাহের বেশি কাশি হলে তাকে বলা হয় ক্রনিক কাশি। **কাশি কী কী কারণে হয়?** ঠান্ডা লাগা ছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানে কাশির অজস্র কারণ আছে। এর মধ্যে প্রধান কারণ চারটি- ১. ইনফ্লামেটরি বা প্রদাহজনিত কাশি। মূলত শ্বাসনালী বা ফুসফুসে রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে এই কাশির সৃষ্টি। ল্যারেনজাইটিস অথবা

ফ্যারেনজাইটিস জাতীয় রোগ এই ধরনের কাশির জন্য দায়ী। ২. মেকানিক্যাল অর্থাৎ বাইরে বা ভিতর থেকে তৈরি হওয়া কোনও চাপের ফলে সৃষ্ট কাশি। ধরা যাক, শ্বাসনালীর ভিতরে কোনও টিউমার হয়েছে। তার চাপে কাশি হতে পারে। হৃদরোগের জন্য কাশিও একই পর্যায়ের। ৩. কেমিক্যাল অর্থাৎ সিগারেট, বিড়ি বা কোনও তামাক জাতীয় বস্তু গ্রহণ করার জন্য কাশি। যে কোনও গ্যাস যেমন, গাড়ির পোড়া কার্বন কিংবা ক্লোরিনের ঝাঁজালো গ্যাস অথবা কোনও কিছু পোড়া বস্তু থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার কারণে হওয়া কাশি এর উদাহরণ। ৪. থার্মাল - আবহাওয়া। হঠাৎ ঠান্ডা বা গরমের মধ্যে যাতায়াতের ফলে সৃষ্ট কাশি এর উদাহরণ। ঋতু পরিবর্তনের সময় এখন যে কাশি চারিদিকে মানুষের হচ্ছে তা এই ধরনের কাশির মধ্যে পড়ে। **চরিত্রগত ভাবে অবশ্য কাশি দু'রকমের-** ১. ড্রাই বা শুকনো কাশি, ২. প্রোডাকটিভ বা কফ উৎপাদক কাশি। শুকনো কাশি হয় টিবির প্রথম অবস্থায়। এ ছাড়া ল্যারেনজাইটিস, ফ্যারেনজাইটিস বা ট্রাকিয়াটাইটিস হলে এই ধরনের কাশি হয়।